প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর ১৯৪৮

প্রচ্ছদ চিত্ত দাস

ফার্মা লাবণ্যজ্যোতির পক্ষে শ্রীজ্যোতিভূষণ ঘোষরায় দ্বারা
১২/৯ সেলিমপুর রোড, কলিকাতা-৭০০০৩১ থেকে প্রকাশিত ও
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস বাণীরূপা প্রেস, ৯এ, মনোমোহন বোস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০০৬ থেকে মুদ্রিত

বিক্রয়কেন্দ্র—জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন
১৮/এ, টেমার লেন, কলিকাতা-৭০০০০৯

অবতরণিকা

মহাকবি কালিদাসের অমর কাব্যসমূহের নাম সকলের জানা থাকিলেও সাধারণ পাঠকদের মধ্যে অধিকাংশই তাঁহার সে কাব্যসুধা-রস হইতে বঞ্চিত। কারণ, প্রথমতঃ তাঁহার কাব্য অপূর্ব্ব ছন্দে রচিত হইলেও সন্ধি ও সমাসের প্রাধান্যে গঠিত অতি দীর্ঘ শব্দ সমন্বিত তাঁহার সে কাব্যসমূহ ভাল ভাবে পাঠ করাই কঠিন, রস সংগ্রহ তো দূরের কথা।

দ্বিতীয়তঃ যদিও তাঁহার কাব্যের বেশ কিছু সংখ্যক পদ্যানুবাদ বা গদ্যানুবাদ আছে, তথাপি সার্থক বঙ্গানুবাদ একখানাও নাই যাহার দ্বারা পাঠক কালিদাসের মূল কাব্যের ছন্দ, ভাষা ও ভাব সম্যক উপলব্ধি করিতে পারেন। কেন তাহাই বলিতেছি :—

পদ্যানুবাদগুলি কালিদাসের কাব্যের ছন্দের সম্পূর্ণ পরিপন্থী সাবেকী পয়ার কিংবা ঢিমে তেতালা ত্রিপদী ছন্দে রচিত এবং এই জন্যই সেই সব পদ্যানুবাদের ভাষা এবং প্রকাশভঙ্গী অত্যন্ত দুর্ব্বল, যা কিনা মূল কাব্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। সুতরাং ঐ সব পদ্যানুবাদ পাঠ করিয়া কালিদাসের কাব্যের ছন্দ, ভাষা অথবা রসের সম্যক অনুধাবন সম্ভব নয়।

আবার গদ্যানুবাদগুলি পণ্ডিতদের অথবা জ্ঞানান্বেষীদের সহায়ক হইলেও কাব্য-রসিকদের কাছে রসভঙ্গের দ্যোতক। কারণ, কাব্যের ছন্দোময় সুরের কল্পনারাজ্যে ভাসিতে ভাসিতে যদি পাঠক সহসা গদ্যানুবাদরূপ নিরস বস্তুর সম্মুখীন হন তবে তাঁহার মনে প্রচণ্ড এক ধাক্কা লাগিবে এবং কাব্যের রসভঙ্গ অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে। সুতরাং ঐ সব গদ্যানুবাদ পাঠ করিয়া কালিদাসের কাব্যের রসাস্বাদনের চেষ্টা বাতুলতা মাত্র।

এখানে আমার সম্পাদিত ও অনূদিত এই পুস্তক খানার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিতে চাই।

প্রথমতঃ—আমি বামদিকের পৃষ্ঠাগুলিতে মূল শ্লোকসমূহ উদ্ধৃত করিয়াছি এবং ডান দিকের পৃষ্ঠায় তাহার বঙ্গানুবাদ লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

দ্বিতীয়তঃ—পাঠক যাহাতে কালিদাসের মূল কাব্য পাঠ করিয়া তাহার রসাস্বাদন করিতে পারেন সেইজন্য আমি প্রত্যেক দুই পঙ্‌ক্তির শ্লোককে চারি পঙ্‌ক্তিতে বিভক্ত করিয়াছি এবং উচ্চারণের সুবিধার জন্য এবং ছন্দের খাতিরে প্রয়োজন অনুসারে বানানের কোনরূপ পরিবর্ত্তন না ঘটাইয়াও সন্ধি ও সমাসবদ্ধ পদগুলির মাঝে ছোট একটি হাইফেন (-) বসাইয়া আলাদা করিয়া দিয়াছি। ইহার ফলে মূল শ্লোক পাঠ করা যেমন সহজ হইবে তেমনিই ছন্দের একটা মোহময় ধ্বনি পাঠকের কর্ণে ধ্বনিত হইবে।

তৃতীয়তঃ—আমার অনূদিত গ্রন্থের ছন্দ অনেকটা মূলের অনুরূপ এবং শব্দগুলির অধিকাংশই তৎসম বা তদ্ভব হওয়ায় অনেকটা মূলের কাছাকাছি।

চতুর্থতঃ—নির্দিষ্ট শব্দ সংখ্যার মধ্যে রচনার প্রয়োজনে আমি প্রায়শঃই মাইকেলের অনুকরণে নাম ধাতু বা সংক্ষিপ্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার করিয়াছি। আশা করি ইহাতে আমার কাব্যানুবাদের সৌষ্ঠব বাড়িয়াছে বই কমে নাই।

পঞ্চমতঃ—কবিতার মাধ্যমে হইলেও আমার অনুবাদে মিলের আধিক্য নাই।

পদে পদে মিলের খাতিরে আমার ভাষাকে বিকৃত বা দুর্বল করিতে হয় নাই। পদ্যানুবাদ হওয়া সত্ত্বেও তাই আমার রচনা গদ্যানুবাদের মতই আক্ষরিক, প্রাঞ্জল এবং সাবলীল। আবার ছন্দের বন্ধনে বাঁধা এবং সীমিত থাকার জন্যে আমার অনুবাদ মূলের সমধর্মী। আশাকরি আমার সম্পাদিত কালিদাসের এই কাব্যখানি ছন্দ-বিন্যাস যুক্ত হওয়ায় পাঠক ইহা সহজেই পাঠ করিতে পারিবেন এবং ইহার ছন্দের মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া আনন্দ লাভ করিবেন। আবার সঙ্গে সঙ্গে মূলের অনুরূপ ছন্দ এবং ভাষায় বিরচিত আমার পদ্যানুবাদ পাঠ করিয়া তাহার তাৎপর্য্য সম্যক উপলব্ধি করিয়া অধিকতর আনন্দ লাভ করিতে পারিবেন।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, সংস্কৃত ভাষায় আমার বিশেষ কোনও ব্যুৎপত্তি নাই। আমি আমার পদ্যানুবাদের জন্য মূলতঃ বসুমতী সাহিত্য মন্দির কর্ত্তৃক প্রকাশিত পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহোদয়ের সম্পাদিত ও অনূদিত কালিদাসের গ্রন্থাবলীর নিকট ঋণী। আমি সেজন্য উপরোক্ত প্রতিষ্ঠান এবং লেখকের নিকট আমার হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

সবশেষে বিশ্বের সর্ব্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহাকবি যাঁহার কাব্য সুধারস পানে আমি বিমুগ্ধ ও আনন্দিত এবং সকলের মধ্যে আমার সেই আনন্দ বিতরণ করিয়া দিতে ইচ্ছুক, তাঁহার উদ্দেশ্যে জানাই আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম এবং কৃতজ্ঞতা—বর্ত্তমান যুগের আর এক মহাকবি মাইকেল মধুসূদনের ভাষায়ঃ

"তব অনুগামী দাস রাজেন্দ্র সঙ্গমে
দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে।"

বিনীত

কবি রামলাল দাস

প্রকাশকের বক্তব্য

সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শী না হয়েও যদি আপনি মহাকবি কালিদাসের মূল কাব্যসুধারস সম্যক উপলব্ধি করে আনন্দ লাভ করতে চান; যদি জানতে ইচ্ছুক হন কি অপূর্ব্ব ছন্দ ও রসের স্রোত ফল্গু ধারার মত প্রবাহিত হচ্ছে তাঁর রচিত প্রতিটি শ্লোকের মধ্যে, তাহলে পাঠ করুন ছন্দ বিন্যাস যুক্ত মূল সহ মূলের ছন্দ ও ভাষা অনুযায়ী রচিত গদ্যের ন্যায় সাবলীল, প্রাঞ্জল এবং আক্ষরিক পদ্যানুবাদ সমন্বিত অনূদিত এই পুস্তকখানি।

বিনীত

প্রকাশক

মুখবন্ধ

প্রচলিত কুমারসম্ভব কাব্যগ্রন্থে ষোড়শ সর্গ পর্য্যন্ত সন্নিবিষ্ট দেখা যায়। কিন্তু ইহার শেষের সর্গগুলি প্রক্ষিপ্ত, কালিদাসের রচিত নহে। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতে সপ্তম সর্গ পর্য্যন্তই কালিদাসের রচিত আবার শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহোদয়ের মতে অষ্টম সর্গ পর্য্যন্ত কালিদাসের রচিত। আমাদের মতে অষ্টম সর্গ পর্য্যন্তই কালিদাসের রচিত, কারণ বিবাহের পরিপূর্ণতা নরনারীর মধুর মিলনে এবং হরগৌরীর এই মিলনের মধ্যেই কুমারের সম্ভাবনা অর্থাৎ জন্মের ইঙ্গিত রহিয়াছে। সুতরং অষ্টম সর্গ বাদ দিলে কাব্যের অঙ্গহানি হয়। দ্বিতীয়তঃ অষ্টম সর্গে যে অপূর্ব্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের বর্ণনা আছে তাহা কালিদাসের না হইয়া যায় না। সুতরাং ইহা বাদ দিলে পাঠকদিগকে সেই সৌন্দর্য্য সুধারস হইতে বঞ্চিত করা হয়। আমি তাই অষ্টম সর্গ পর্য্যন্তই আমার পদ্যানুবাদে অন্তর্ভূক্ত করিয়াছি। বাকী সর্গগুলি প্রক্ষিপ্ত হওয়ায়, তাহাদের মধ্যে কাব্য সৌন্দর্য্য বিশেষ কিছু না থাকায় এবং অতিরিক্ত দীর্ঘ হওয়ার জন্য বর্জ্জন করিয়াছি।

এই আটটি সর্গের মধ্যেও আবার চতুর্থ সর্গে কামের বিরহে রতির বিলাপ এবং ষষ্ঠ সর্গে বিবাহের প্রস্তাব লইয়া সপ্তর্ষিগণের আকাশ পথে হিমালয়ে আগমনের বর্ণনা সন্নিবিষ্ট। এই দুইটি সর্গকে বাদ দিলে কাহিনীর কোনও অঙ্গহানি হয় না, থাকিলেই বরং তাহারা পাঠকগণের মন বিষয়ান্তরে লইয়া যায়। সুতরাং আমি আমার সম্পাদিত পুস্তকে এই দুইটি সর্গকেও বাদ দিয়াছি। স্বল্প পরিসরের মধ্যে যাহাতে পাঠক কালিদাসের কাব্যের রসসুধা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারেন, আমার প্রচেষ্টা তাহাই।

কবি রামলাল দাস

কুমারসম্ভব

প্রথমঃ সর্গঃ

অস্ত্যুত্ত-রস্যাং দিশি দেবতাত্মা
হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ।
পূর্ব্বাপরৌ তোয়নিধী বগাহ্য
স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ ॥ ১ ॥

যং সর্ব্বশৈলাঃ পরিকল্প্য বৎসং
মেরৌ স্থিতে দোগ্ধরি দোহদক্ষে।
ভাস্বন্তি রত্নানি মহৌষধীশ্চ
পৃথূপদিষ্টাং দুদুহুর্ধ-রিত্রীম্ ॥ ২ ॥

অনন্তরত্ন—প্রভবস্য যস্য
হিমং ন সৌভাগ্য-বিলোপি জাতম্।
একো হি দোষো গুণসন্নিপাতে
নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ ॥ ৩ ॥

যশ্চাপ্সরো-বিভ্রম-মণ্ডনানাং
সম্পাদয়িত্রীং শিখরৈর্বি-ভর্ত্তি।
বলাহক-চ্ছেদ-বিভক্ত-রাগা-
মকাল-সন্ধ্যা-মিব ধাতুমত্তাম্ ॥ ৪ ॥

আমেখলং সঞ্চরতাং ঘনানাং
ছায়ামধঃ সানু-গতাং নিষেব্য।
উদ্বেজিতা বৃষ্টিভিরাশ্রয়ন্তে
শৃঙ্গাণি যস্যা-তপবন্তি সিদ্ধাঃ ॥ ৫ ॥

প্রথম সর্গ

উত্তর সীমান্ত জুড়ি দেবতার লীলা ভূমি
শোভিতেছে হিমালয় গিরি-শ্রেষ্ঠতম,
পূর্ব্ব ও পশ্চিম প্রান্তে সিন্ধু নীরে অবগাহি
বিরাজিছে পৃথিবীর মানদণ্ড সম। ॥ ১ ॥

পৃথুর আদেশে মেরু যাহাকে কল্পিয়া বৎস
দোগ্ধা রূপে পৃথ্বী-ধেনু করিছে দোহন
সকল পর্ব্বত তাই মহী-অভ্যন্তর হ'তে
মণি মুক্তা মহৌষধী করে আহরণ। ॥ ২ ॥

বহু রত্নধর গিরি, প্রচণ্ড শৈত্যেও যার
মহিমার কথঞ্চিৎ নাহি অপচয়
বহুগুণে একদোষ সদাই আবৃত রহে
কলঙ্ক সত্ত্বেও যথা চন্দ্র দীপ্তিময়। ॥ ৩ ॥

শিখরে সঞ্চিত যত গৈরিক ধাতুর দ্যুতি
জল শূন্য মেঘে সৃষ্টি করে সন্ধ্যাকাল।
রাত্রি সমাগত ভাবি অপ্সরা রমণীদের
ত্রাস্তে বেশ ভূষা হেতু ঘটে গোলমাল। ॥ ৪ ॥

বৃষ্টিভরা গতিশীল জলদের ছায়াশ্রয়
লভিবারে আসে নিয়ে সিদ্ধ মুনিগণ
সহসা আসিলে বৃষ্টি পুনঃ ঊর্দ্ধে উঠে তারা
রৌদ্রোজ্জল শৃঙ্গে করে আশ্রয় গ্রহণ। ॥ ৫ ॥

পদং তুষার-স্রুতি-ধৌতরক্তং
যস্মিন্ন-দৃষ্ট্বাপি হতদ্বিপানাম্।
বিদন্তি মার্গং নখ-রন্ধ্র-মুক্তৈর্
মুক্তাফলৈঃ কেশরিণাং কিরাতাঃ ॥ ৬ ॥

ন্যস্তাক্ষরা ধাতুরসেন যত্র
ভূর্জত্বচঃ কুঞ্জর-বিন্দু-শোণাঃ।
ব্রজন্তি বিদ্যাধর-সুন্দরীণা
মনঙ্গলেখ-ক্রিয়য়োপযোগম্ ॥ ৭ ॥

যঃ পূরয়ন্ কীচক-রন্ধ্র-ভাগান্
দরীমুখোত্থেন সমীরণেন।
উদ্গাস্যতা-মিচ্ছতি কিন্নরাণাং
তানপ্রদায়িত্ব-মিবোপগন্তুম্ ॥ ৮ ॥

কপোলকণ্ডূঃ করিভির্বিনেতুং
বিঘট্টিতানাং সরলদ্রুমাণাম্
যত্রাস্রুতক্ষীরতয়া প্রসূতঃ
সানূনি গন্ধঃ সুরভীকরোতি ॥ ৯ ॥

বনেচরাণাং বনিতা-সখানাং
দরীগৃহোৎসঙ্গ-নিষক্তভাসঃ
ভবন্তি যত্রৌষধয়ো রজন্যা-
মতৈল-পূরাঃ সুরত-প্রদীপাঃ ॥ ১০ ॥

উদ্বেজয়ত্যঙ্গুলি-পার্ষ্ণিভাগান্
মার্গে শিলীভূত-হিমেঽপি যত্র।
ন দুর্বহ-শ্রোণি-পয়োধরার্তা
ভিন্দন্তি মন্দাং গতিমশ্বমুখ্যঃ ॥ ১১ ॥

তুষারে আবৃত পথে হস্তিঘাতী পশুরাজ
রক্তাক্ত চরণ ফেলে যায় বনান্তরে
নখর হইতে চ্যুত রক্তধৌত গজমুক্তা
হেরিয়া, কিরাত তার পিছু তাড়া করে। ॥ ৬ ॥

বিরহিনী বিদ্যাধরী ভূর্জ্জপত্র আহরিয়া
প্রেমপত্র লেখে যাহে প্রিয়েরে সম্বোধি
সিন্দুর অথবা রাঙা ধাতুরস হেতু তাহা—
মাতঙ্গের গাত্রসম শোভে নিরবধি। ॥ ৭ ॥

গুহা অভ্যন্তর হ'তে নির্গত বায়ুর স্পর্শে
কীট-দংষ্ট্র বাঁশে ওঠে সুমধুর ধ্বনি
মনে হয় কিন্নরীর সঙ্গীতের তালে তালে
বাজায় বাঁশরী দেব গিরি চূড়ামণি। ॥ ৮ ॥

কণ্ডুজাত যন্ত্রণার উপশম লাগি করি
ঘর্ষে স্বীয় গণ্ডদেশ দেবদারু গায়
বৃক্ষ হ'তে ঝ'রে পড়ে নির্য্যাস ক্ষীরের সম
চারিদিক ব্যাপ্ত করে সুগন্ধ সুধায়। ॥ ৯ ॥

ওষধী ও গুল্ম হ'তে বিজলী বাতির সম
আলো জ্বলে পর্ব্বতের কন্দরের মুখে
তৈলহীন দীপ যেন সুরত মন্দিরে জ্বলে
কিরাত-কিরাতী সেথা যাপে নিশি-সুখে। ॥ ১০ ॥

প্রচণ্ড হিমের লাগি বেদনায় জর্জ্জরিত
কিন্নরীর চরণের কোমল অঙ্গুলি
না পারে ছুটিতে তাই পয়োধর শ্রোণী ভারে
অধমুখী সুন্দরীরা চলে হেলিদুলি। ॥ ১১ ॥

দিবাকরা-দ্রক্ষতি যো গুহাসু
লীনং দিবাভীত-মিবান্ধকারম্ ।
ক্ষুদ্রেঽপি নূনং শরণং প্রপন্নে
মমত্বমুচ্চৈঃ-শিরসাং সতীব ॥ ১২ ॥

লাঙ্গুল-বিক্ষেপ-বিসর্পি-শোভৈ
রিতস্ততশ্চন্দ্র-মরীচি-গৌরৈঃ ।
যস্যার্থযুক্তং গিরিরাজশব্দং
কুর্ব্বন্তি বাল-ব্যজনৈশ্চমর্য্যঃ ॥ ১৩ ॥

যত্রাংশুকাক্ষেপ-বিলজ্জিতানাং
যদৃচ্ছয়া কিম্পুরুষাঙ্গনানাম্ ।
দরীগৃহদ্বার-বিলম্বিবিম্বা
স্তিরস্করিণ্যো জলদা ভবন্তি ॥ ১৪ ॥

ভাগীরথী নির্ঝর-শীকরাণাং
বোঢ়া মুহুঃ কম্পিত-দেবদারুঃ ।
যদ্বায়ু-রন্বিষ্ট-মৃগৈঃ কিরাতৈ-
রাসেব্যতে ভিন্ন-শিখণ্ডি-বর্হঃ ॥ ১৫ ॥

সপ্তর্ষি-হস্তাব-চিতাবশেষা-
ণ্যধো বিবস্বান্ পরিবর্ত্তমানঃ ।
পদ্মানি যস্যা-গ্রসরোরুহাণি
প্রবোধয়ত্যূর্দ্ধ-মুখৈর্ ময়ূখৈঃ ॥ ১৬ ॥

যজ্ঞাঙ্গ-যোনিত্ব-মবেক্ষ্য যস্য
সারং ধরিত্রী-ধরণক্ষমঞ্চ ।
প্রজাপতিঃ কল্পিত-যজ্ঞ-ভাগং
শৈলাধিপত্যং স্বয়মন্বতিষ্ঠৎ ॥ ১৭ ॥

দিবসের ভয়ে ভীত অন্ধকার যবে আসি
আশ্রয় যাচনা করে গিরীশ সদনে
মহান ভূধর রাজ না বিচারি উচ্চ-নীচ
আপন বক্ষের মাঝে রাখে সঙ্গোপনে। ॥ ১২ ॥

জ্যোৎস্নার সম শুভ্র লাঙ্গুলে চামরী মৃগ
ধীরে ধীরে হিমাদ্রীকে করিছে ব্যজন
শুধুমাত্র নামে নহে মর্য্যাদা ও স্ব-গৌরবে
গিরিরাজ হিমালয় যথার্থ রাজন। ॥ ১৩ ॥

বস্ত্রাঞ্চল-আকর্ষিতা কিন্নর-রমণী যবে
গুহামধ্যে পতিসহ প্রেমে নিমগণ
একখণ্ড কৃষ্ণমেঘ লজ্জানতা কিন্নরীর
লজ্জা ঢাকিবারে গুহা করে আচ্ছাদন। ॥ ১৪ ॥

জাহ্নবীর স্পর্শে স্নিগ্ধ সমীরণে ক্লান্তি হরি'
পুনরায় যায় ব্যাধ মৃগয়ার তরে
দেবদারু পত্র ঝরে সুগন্ধ ছড়ায়ে দিয়া
দোলাইয়া পুচ্ছ ঝুঁটি শিখি নৃত্য করে। ॥ ১৫ ॥

অতি উচ্চ শৃঙ্গেস্থিত অর্দ্ধস্ফুট কমলের
সিংহভাগ সপ্তর্ষিরা করিলে চয়ণ
নিম্নের মার্তণ্ড দেব বিকশে অন্যান্য ফুল
উর্দ্ধদিকে বিকীরণ করিয়া কিরণ। ॥ ১৬ ॥

ভূ-ভার ধারণ আর সোমরস সংরক্ষণ
একমাত্র হিমালয় সমর্থ একাজে
ব্রহ্মার আদেশে তাই যজ্ঞাংশের ভাগী হয়ে
হিমাদ্রী লভিলা স্থান দেবতা সমাজে। ॥ ১৭ ॥

স মানসীং মেরু-সখঃ পিতৃণাং
কন্যাং কুলস্য স্থিতয়ে স্থিতিজ্ঞঃ
মেনাং মুনীনামপি মাননীয়া
মাত্মানুরূপাং বিধিনোপযেমে ॥ ১৮ ॥

কালক্রমেণাথ তয়োঃ প্রবৃত্তে
স্বরূপযোগ্যে সুরত প্রসঙ্গে।
মনোরমং যৌবন-মুদ্বহন্ত্যা
গর্ভোঽভবদ্ ভূধররাজপত্ন্যাঃ ॥ ১৯ ॥

অসূত সা নাগ-বধূপভোগ্যং
মৈনাক-মম্ভোনিধি-বদ্ধসখ্যম্।
ক্রুদ্ধেঽপি পক্ষচ্ছিদি বৃত্র-শত্রা-
ববেদনাজ্ঞং কুলিশ-ক্ষতানাম্ ॥ ২০ ॥

অথাব মানেন পিতুঃ প্রযুক্তা
দক্ষস্য কন্যা ভব-পূর্ব্ব-পত্নী।
সতী সতী যোগ-বিসৃষ্ট-দেহা
তাং জন্মনে-শৈল-বধূং প্রপেদে ॥ ২১ ॥

সা ভূধরাণা-মধিপেন তস্যাং
সমাধিমত্যা-মুদপাদি ভব্যা।
সম্যক্-প্রয়োগাদ-পরিক্ষতায়াং
নীতাবি-বোৎসাহ গুণেন সম্পৎ ॥ ২২ ॥

প্রসন্নদিক্ পাংশু-বিবিক্তবাতং
শঙ্খ-স্বনানন্তর-পুষ্প-বৃষ্টিঃ।
শরীরিণাং স্থাবর-জঙ্গমানাং
সুখায় তজ্জন্মদিনং বভূব ॥ ২৩ ॥

সুমেরু গিরির সখা মহাপ্রাজ্ঞ হিমালয়
কুলে-শীলে ভূ-ভারতে গণ্যমান্য জন,
পিতৃদের মানসী ও মুনি-মাননীয়া কন্যা
মেনকারে বিধিমতে করিলা গ্রহণ। ॥ ১৮ ॥

যথাযোগ্য মিলনের ফল ভোগ লভিবারে
মগ্ন হল দোঁহে যবে দাম্পত্য লীলায়
অচিরে মেনকা রাণী হইলা সন্তানবতী
যৌবন লাবণ্য তার এল সারা গায়। ॥ ১৯ ॥

যথাকালে জন্ম নিয়া মৈনাক লভিল তার
নাগবালা প্রিয়া আর বন্ধু রত্নাকরে
যবে ক্রুদ্ধ বৃত্র-জয়ী পর্ব্বতের পক্ষ ছেদে
পাশরে যে বজ্রাঘাত লুকায়ে সাগরে। ॥ ২০ ॥

পুনঃ হলে অন্তঃসত্বা মেনকার গর্ভে পশে
ভব-পূর্ব্ব পত্নী সতী দক্ষরাজ সুতা,
পিতৃ মুখে পতি নিন্দা শুনি যেবা ত্যজি দেহ
ইচ্ছে পুনঃ পৃথিবীতে হ'তে আবির্ভূতা। ॥ ২১ ॥

উৎসাহ গুণ দ্বারা নীতির সম্যকযোগে
নরকুল হয় শ্রেষ্ঠ সম্পদাধিপতি
সংযত শৈলেশ দ্বারা নিষ্ঠাবতী মেনকায়
জন্ম নিলা কন্যারূপে রত্ন সেই সতী। ॥ ২২ ॥

যেদিন ভূমিষ্ঠ হল গিরিরাজ পুত্রী উমা
স্থাবর জঙ্গম হ'ল আনন্দে মগন,
সুনির্ম্মল সমীরণ পুষ্প বরিষণ আর
শঙ্খের মঙ্গল শব্দে ব্যাপিল ভুবন। ॥ ২৩ ॥

তয়া দুহিত্রা সুতরাং সবিত্রী
 স্ফুরৎ-প্রভামণ্ডলয়া চকাশে।
বিদূরভূমির্-নবমেঘ শব্দা
 দুদ্ভিন্নয়া রত্নশলাকয়েব ॥ ২৪ ॥

দিনে দিনে সা পরিবর্দ্ধমানা
 লব্ধোদয়া চান্দ্রমসীব লেখা।
পুপোষ লাবণ্যময়ান্ বিশেষান্
 জ্যোৎস্নান্তরাণীব কলান্তরাণি ॥ ২৫ ॥

তাং পার্ব্বতীত্যা-ভিজনেন নাম্না
 বন্ধুপ্রিয়াং বন্ধুজনো জুহাব।
উ-মেতি মাত্রা তপসো নিষিদ্ধা
 পশ্চাদুমাখ্যাং সুমুখী জগাম ॥ ২৬ ॥

মহীভৃতঃ পুত্রবতোঽপি দৃষ্টিঃ
 তস্মিন্নপত্যে ন জগাম তৃপ্তিম্
অনন্ত-পুষ্পস্য মধোর্হি চূতে
 দ্বিরেফ-মালা স-বিশেষ-সঙ্গা ॥ ২৭ ॥

প্রভা-মহত্যা শিখয়েব দীপ-
 স্ত্রিমার্গয়েব ত্রিদিবস্য মার্গঃ।
সংস্কারবত্যেব গিরা মনীষী
 তয়া স পূতশ্চ বিভূষিতশ্চ ॥ ২৮ ॥

মন্দাকিনী-সৈকত-বেদিকাভিঃ
 সা কন্দুকৈঃ কৃত্রিম পুত্রকৈশ্চ।
রেমে মুহুর্ মধ্যগতা সখীনাং
 ক্রীড়ারসং নির্ব্বিশতীব বাল্যে ॥ ২৯ ॥

নবমেঘ মন্দ্রসহ রত্ন শলাকার জ্যোতি
যেমন ধরণী প্রান্ত করে উদ্ভাষণ
যেরূপ জননী মেনা দুহিতার প্রভা লভি
অপূর্ব্ব লাবণ্য পুঞ্জ করিলা ধারণ। ॥ ২৪ ॥

দিনে দিনে চন্দ্রকলা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলে যথা
চৌদিকে ছড়ায়ে দেয় জোছনা অপার
সেইরূপ দিনে দিনে পার্ব্বতীর কলেবর
বাড়িলে আসিল যে রূপের জোয়ার। ॥ ২৫ ॥

পর্ব্বত-নন্দিনী তাই জন্ম অনুসারে তার
স্বজন বান্ধব নাম রাখিলা 'পার্ব্বতী
পরে "উ-মা" (যাইও না) তপস্যার নিষেধার্থে
মা'র এই সম্বোধনে 'উমা' হল সতী। ॥ ২৬ ॥

পুত্র রত্ন লভিয়াও নহে তৃপ্ত শৈলেশ্বর
প্রাণাধিকা দুহিতারে নেহারি নিয়ত
যদিও কাননে ফোটে সহস্র ফুলের রাশি
আম্রের মুকুলে লুব্ধ ভ্রমর সতত। ॥ ২৭ ॥

প্রভা হেতু দীপ যথা, গঙ্গা স্রোতে স্বর্গদ্বার
কিম্বা শুদ্ধালাপে জ্ঞানী যথা দীপ্যমান
সেইরূপ গিরিরাজ কন্যা রূপ রত্ন লভি
হইলা পবিত্র আর গৌরবে মহান। ॥ ২৮ ॥

বাল্য ক্রীড়া ইচ্ছি সতী মন্দাকিনী নদী তীরে
গড়িত বালির বেদী নিয়া সখীগণ
কখনো খেলিত তারা কন্দুক লইয়া হাতে
কিম্বা গড়ি মাটি দ্বারা কৃত্রিম নন্দন। ॥ ২৯ ॥

তাং হংসমালাঃ শরদীব গঙ্গাং
মহৌষধিং নক্তমিবাত্মভাসঃ।
স্থিরপদেশা-মুপদেশ কালে
প্রপেদিরে প্রাক্তন জন্মবিদ্যাঃ॥ ৩০ ॥

অসম্ভৃতং মণ্ডন-মঙ্গযষ্টের্
নাস ব্যাখ্যং করণং মদস্য।
কামস্য পুষ্প-ব্যতিরিক্ত-মস্ত্রং
বাল্যাৎ পরং সাথ বয়ঃ প্রপেদে॥ ৩১

উন্মীলিতং তূলিকয়েব চিত্রং
সূর্য্যাংশু-ভিভিন্ন-মিবারবিন্দম্।
বভূব তস্যা-শ্চতুরস্রশোভি
বপুর্ বিভক্তং নব-যৌবনেন॥ ৩২ ॥

অভ্যুন্নতাঙ্গুষ্ঠ-নখ-প্রভাভির্
নিক্ষেপণাদ্রাগ-মিবোদ্‌গিরন্তৌ।
আজহ্রতু-স্তচ্চরণৌ পৃথিব্যাং
স্থলারবিন্দ শ্রিয়ম ব্যবস্থাম্॥ ৩৩ ॥

সা রাজহংসৈ-রিব সন্নতাঙ্গী
গতেষু লীলাঞ্চিত-বিক্রমেষু।
ব্যনীয়ত প্রত্যুপদেশ-লুব্ধৈঃ
রাদিৎ সুভির্-নূপুর শিঞ্জিতানি॥ ৩৪।

বৃত্তানুপূর্ব্বে চ ন চাতিদীর্ঘে
জঙ্ঘে শুভে সৃষ্টবতস্তদীয়ে।
শেষাঙ্গ নির্ম্মান-বিধৌ বিধাতুর্
লাবণ্য উৎপাদ্য ইবাস যত্নঃ॥ ৩৫ ॥

শরতে যেমন হংস স্বতঃ গঙ্গা-গামী, আর
মহৌষধী যথা রাত্রে স্বতঃ জ্যোতিষ্মতী
পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিতা বিদ্যা বর্ত্তে স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভাবে
শিক্ষা লাগি যবে রতা হইলা পার্ব্বতী। ॥ ৩০ ॥

যৌবন আসিয়া তার রত্ন অলঙ্কার সম
অনায়াস-লব্ধ রূপে ভরে কলেবর।
এই বয়ঃ সন্ধিক্ষণ হৃদয়ে মত্ততা আনে,
মর্ম্মবিদ্ধ করে যথা অনঙ্গের শর। ॥ ৩১ ॥

যৌবনের সমাগমে ত্রিভঙ্গ মাধুর্য্যে তার
বিকশিত হল দেহ অপূর্ব্ব শোভায়
যথা চিত্র করাঙ্কিত তুলিকার চিত্র কিম্বা
পদ্ম যাহা প্রস্ফুটিত সূর্য্যের আভায়। ॥ ৩২ ॥

চলিবার কালে তার মৃদু উত্তোলিত রক্ত
চরণের অঙ্গুলির শুভ্র নখ হ'তে
বিচ্ছুরিত হত যেন সুষমা মণ্ডিত আভা
সহস্র কমল যেন ফুটিত সে পথে। ॥ ৩৩ ॥

নূপুর শিঞ্জিত পদে তালে তালে ধীরে ধীরে
মরাল গমনে যবে চলিত পার্ব্বতী
মনে হত রাজহংসী প্রতিদান প্রত্যাশায়
দিত তারে আপনার ছন্দোময় গতি। ॥ ৩৪ ॥

সৌন্দর্য্য ভাণ্ডার সব সম্পূর্ণ উজার করি
বিধি গড়িলেন তার চারু অঙ্গাশ্রয়
শেষাঙ্গ নির্ম্মান কালে রূপ সংগ্রহের লাগি
সৃষ্টিকর্ত্তা পড়েছিলা বিপাকে নিশ্চয়। ॥ ৩৫ ॥

নাগেন্দ্র-হস্তাস্ত্বচি কর্কশত্বা-
দেকান্ত শৈত্যাৎ কদলী-বিশেষাঃ।
লব্ধাপি লোকে পরিণাহিরূপং
জাতাস্তদূর্ব্বো-রুপমান-বাহ্যাঃ ॥ ৩৬ ॥

এতাবতা নম্বনুমেয়-শোভি
কাঞ্চীগুণস্থান-মনিন্দিতায়াঃ।
আরোপিতং যদ্ গিরিশেন পশ্চা-
দনন্যনারী-কমনীয়মঙ্কম্ ॥ ৩৭ ॥

তস্যাঃ প্রবিষ্টা নতনাভিরন্ধ্রং
ররাজ তন্বী নবরোম-রাজিঃ।
নীবীমতি ক্রম্য সিতেতরস্য
তন্মেখলামধ্য-মণেরিবার্চ্চিঃ ॥ ৩৮ ॥

মধ্যেন সা বেদি-বিলগ্নমধ্যা
বলিত্রয়ং চারু বভার বালা।
আরোহণার্থং নবযৌবনেন
কামস্য সোপানমিব প্রযুক্তম্ ॥ ৩৯ ॥

অন্যোন্য-মুৎপীড়য়দুৎ-পলাক্ষ্যাঃ
স্তনদ্বয়ং পাণ্ডু তথা প্রবৃদ্ধম্।
মধ্যে যথা শ্যাম-মুখস্য তস্য
মৃণাল-সূত্রান্তরম্-প্যলভ্যম্ ॥ ৪০ ॥

শিরীষ-পুষ্পাধিক-সৌকুমার্য্যৌ
বাহু তদীয়াবিতি মে বিতর্কঃ।
পরাজিতেনাপি কৃতৌ হরস্য
যৌ কণ্ঠপাশৌ মকরধ্বজেন ॥ ৪১ ॥

করি-শুণ্ড সহ কিম্বা কদলী তরুর সাথে
'সুন্দরীর উরুদ্বয় তুলা'—বলে কেহ,
কিন্তু শুণ্ড অমসৃণ, রম্ভা তরু সুশীতল
উমার উরুর সাথে নহে উপমেয়। ॥ ৩৬ ॥

কাঞ্চিগুণ স্থান তার তপস্যা অন্তে ও ছিল
অন্যান্য নারীর পক্ষে ঈর্ষ্যার কারণ
এতাদৃশ মনোরম আছিল নিতম্ব যাহা—
আদরে শঙ্কর অঙ্কে করিত ধারণ। ॥ ৩৭ ॥

উমার নাভির মূলে নবোদ্গত রোমরাজি
প্রবেশি সৃজন করে শোভা মনোহর
মনে হয় মেখলার মধ্যস্থিত রত্নরাজি
বিচ্ছুরিত করে জ্যোতি ভেদিয়া অম্বর। ॥ ৩৮ ॥

বেদী-মধ্য ভাগ সম ক্ষীণ তার কটি আর
তিন অংশে সুবিভক্ত নিম্ন অংশ খান
মনে হয় কন্দর্পের ঊর্দ্ধে আরোহণ লাগি—
সৃজিয়াছে বিধি যেন তিনটি সোপান। ॥ ৩৯ ॥

পাণ্ডুবর্ণ কৃষ্ণবৃন্ত পীনোন্নত পয়োধর
এমন বর্দ্ধিত হল ঠেলি পরস্পরে
মৃণালের সূত্র এক না পারিত প্রবেশিতে
মনোরম সেই দুই স্তন অভ্যন্তরে। ॥ ৪০ ॥

শিরীষ কুসুম জিনি উমার মৃণাল ভুজ
অধিক কোমল আর নমনীয়তর
তাইত মদন তার বাহুলতা দিয়া বাঁধে
[illegible]

কণ্ঠস্য তস্যাঃ স্তন-বন্ধুরস্য
মুক্তাকলাপস্য চ নিস্তলস্য।
অন্যোন্য-শোভা-জননাদ্ বভূব
সাধারণো ভূষণ-ভূষ্য-ভাবঃ ॥ ৪২ ॥

চন্দ্রং গতা পদ্ম-গুণান্ন ভুঙ্‌ক্তে
পদ্মাশ্রিতা চান্দ্রমসীমভিখ্যাম্।
উমামুখন্তু প্রতিপদ্য লোলা
দ্বিসংশ্রয়াং প্রীতিমবাপ লক্ষ্মীঃ ॥ ৪৩ ॥

পুষ্পং প্রবালোপহিতং যদি
স্যান্মুক্তা-ফলং বা স্ফুট-বিদ্রুমস্থম্।
ততোঽনু কুর্য্যাদ্ বিশদস্য তস্যা
স্তাম্রৌষ্ঠ-পর্য্যস্তরুচঃ স্মিতস্য ॥ ৪৪ ॥

স্বরেণ তস্যা-মমৃত স্রুতেব
প্রজল্পিতায়া-মভিজাতি বাচি।
অপ্যন্য-পুষ্টা প্রতিকূলশব্দা
শ্রোতু-বিতন্ত্রীরিব তাড্যমানা ॥ ৪৫ ॥

প্রবাত-নীলোৎপল—নির্ব্বিশেষ
মধীর-বিপ্রেক্ষিত-মায়তাক্ষ্যা।
তয়া গৃহীতং নু মৃগাঙ্গনাভ্য
স্ততো গৃহীতং নু মৃগাঙ্গণাভিঃ ॥ ৪৬ ॥

তস্যাঃ শলাকাঞ্জন-নির্ম্মিতেব
কান্তির্ ভ্রুবো-রায়ত লেখয়োর্যা।
তাং বীক্ষ্য লীলা চতুরামনঙ্গঃ
স্বচাপ-সৌন্দর্য্য-মদং মুমোচ ॥ ৪৭ ॥

পীনোস্তনোন্নত তার বক্ষের কণ্ঠেতে যবে
শোভিত বর্ত্তুলাকার স্থূল মুক্তাহার
কণ্ঠের সৌন্দর্য্য হার কিম্বা তার শোভা কণ্ঠ
সহজ ছিলনা কিন্তু ইহার বিচার। ॥ ৪২ ॥

নিশীথে চন্দ্রের আর দিবসে পদ্মের শোভা
ধারণ করিত অঙ্গে রূপবতী রমা
উমার আনন খানি আশ্রয় করিয়া লভে
একত্রে শশাঙ্ক আর পদ্মের সুষমা। ॥৪৩ ॥

নবপত্রে পুষ্পরাজি অথবা বিদ্রুমে মুক্তা
যেমন বিকীর্ণ করে সৌন্দর্য্যের রাশি
তেমনি ছড়ায়ে পড়ে উমার আরক্তাধরে
অপরূপ সুধামাখা শ্বেত শুভ্র হাসি। ॥ ৪৪ ॥

কোকিলার কুহুস্বর বাজিত কর্কশ কর্ণে
অসমঞ্জ তারে বাঁধা বীণা ধ্বনি যথা
মধুর ভাষিনী উমা মধুঝরা কণ্ঠে যবে
বলিতেন মৃদু মৃদু মধু মাখা কথা। ॥ ৪৫ ॥

হিল্লোলিত পদ্মসম চকিত চপল দৃষ্টি
কার কাছে লভিলেন পর্ব্বত-নন্দিনী।
দিয়াছে কি মৃগী তারে চটুল নয়ন কিম্বা
উমার সদনে ইহা লভিলা হরিণী। ॥ ৪৬ ॥

শলাকার দ্বারা যেন অঙ্কিত অঞ্জন সম—
ভ্রূ-যুগল ছিল তার আয়ত্ত সুন্দর
পুষ্পধনু চাপ নহে এত মনোহর তাই
ধনুর সৌন্দর্য্য গর্ব্ব ত্যাজে পঞ্চশর। ॥ ৪৭ ॥

লজ্জা তিরশ্চাং যদি চেতসি—
স্যাদসংশয়ং পর্ব্বতরাজ-পুত্র্যাঃ।
তং কেশপাশং প্রসমীক্ষ্য কুর্য্যুর্
বাল-প্রিয়ত্বং শিথিলং চমর্য্যঃ ॥ ৪৮ ॥

সর্ব্বোপমাদ্রব্য-সমুচ্চয়েন
যথাপ্রদেশং বিনি বেশিতেন
সা নির্ম্মিতা বিশ্বসৃজা প্রযত্না
দেকস্থ-সৌন্দর্য্য-দিদৃক্ষয়েব। ॥ ৪৯ ॥

তাং নারদঃ কামচরঃ কদাচিৎ
কন্যাং কিল প্রেক্ষ্য পিতুঃ সমীপে।
সমাদি দেশৈক-বধূং ভবিত্রীং
প্রেম্ণা শরীরার্দ্ধ-হরাং হরস্য। ॥ ৫০ ॥

গুরুঃ প্রগলভেঽপি বয়স্য-তোঽস্যা
স্তস্থৌ নিবৃত্তান্য—বরাভিলাষঃ।
ঋতে কৃশানোর্ন হি মন্ত্রপূত-
মর্হন্তি তেজাংস্য-পরাণি হব্যম্। ॥ ৫১ ॥

অযাচিতারং নহি দেবদেব-
মদ্রিঃ সুতাং গ্রাহয়িতুং শশাক।
অভ্যার্থনা ভঙ্গভয়েন সাধুর্
মাধ্যস্থ্য-মিষ্টেঽপ্য-বলম্বতেঽর্থে। ॥ ৫২ ॥

যদৈব পূর্ব্বে জননে শরীরং
সা দক্ষরোষাৎ-সুদতী সসর্জ্জ।
তদা প্রভৃত্যেব বিমুক্ত-সঙ্গঃ
পতিঃ পশুনাম-পরিগ্রহোঽভূৎ। ॥ ৫৩ ॥

চামরী হরিণী বৃন্দ লুব্ধ দৃষ্টি রোধিবারে
চামর সদৃশ পুচ্ছ রাখে লুকাইত
যদ্যপি থাকিত লজ্জা, হেরিয়া উমার কেশ
চামরের প্রীতি তারা অবশ্য ছাড়িত। ॥ ৪৮ ॥

মনে হয় বিধি যেন এক সঙ্গে একাধারে
বিশ্বের সৌন্দর্য্য রাশি ইচ্ছি দেখিবারে
জগতের যাবতীয় মনোরম উপাচারে
সাজাইলা পার্ব্বতীর দেহ লতিকারে। ॥ ৪৯ ॥

একদা উমারে হেরি পিতৃ পাশে উপবিষ্টা
নারদ সর্ব্বত্রচারী কহিলা গিরিরে
এই কন্যা আপনার প্রেমের মাহাত্ম্য গুণে
মহেশের অর্দ্ধাঙ্গিনী হইবে অচিরে। ॥ ৫০ ॥

দেবর্ষির বাক্য শুনি বয়ঃ ক্রম লভিলেও
না করিল গিরি তার পাত্রের সন্ধান
অগ্নুদ্দেশ্যে মন্ত্রপূতঃ হবিকে বিধেয় নহে
অন্য কোন তেজোময় বস্তুতে প্রদান। ॥ ৫১ ॥

কিন্তু শৈলেশ্বর নাহি প্রকাশিলা মনোরথ
যাবৎ না পার্ব্বতীরে চাহে ত্রিলোচন
পাছে প্রত্যাখ্যাত হয় সেই আশঙ্কায় সদা
মনঃ অভিলাষ গুপ্ত রাখে বিজ্ঞজন। ॥ ৫২ ॥

পূর্ব্ব জন্মে যেই দিন দক্ষমুখে পতি নিন্দা
শুনি বিসর্জ্জিলা সতী প্রাণ বায়ু তার
সেই দিন হতে শম্ভু ত্যজিয়া বাসনা সব
নাহি করিলেন দার পরিগ্রহ আর। ॥ ৫৩ ॥

স কৃত্তিবাসা-স্তপসে যতাত্মা
গঙ্গা-প্রবাহোক্ষিত-দেবদারু।
প্রস্থং হিমাদ্রের্‌-মৃগনাভি-গন্ধি
কিঞ্চিৎ ক্বণৎ-কিন্নর মধ্যুবাস। ॥ ৫৪ ॥

গণা নমেরু-প্রসবাবতংসা
ভূর্জত্বচঃ স্পর্শ-বতীর্দধানাঃ
মনঃ শিলা-বিচ্ছুরিতা নিষেদুঃ
শৈলেয়নদ্ধেষু শিলাতলেষু ॥ ৫৫ ॥

তুষার সংঘাত-শিলাঃ খুরাগ্রৈঃ
সমুল্লিখন্‌ দর্পকলঃ ককুদ্মান্‌।
দৃষ্টঃ কথঞ্চিদ্‌ গবয়ৈর্‌-বিবিগ্নৈ
রসোঢ়-সিংহ-ধ্বনি-রুন্ননাদ ॥ ৫৬ ॥

তত্রাগ্নি মাধায় সমিৎ-সমিদ্ধং
স্বমেব মূর্ত্ত্যন্তর-মষ্টমূর্ত্তিঃ।
স্বয়ং বিধাতা তপসঃ ফলানাং
কেনাপি কামেন তপশ্চচার ॥ ৫৭ ॥

অনর্ঘ্যমর্ঘ্যেণ তমদ্রিনাথঃ
স্বর্গৌকসা-মর্চ্চিত-মর্চ্চয়িত্বা।
আরাধনায়াস্য সখীসমেতাং
সমাদিদেশ প্রযতাং তনূজাম্‌ ॥ ৫৮ ॥

প্রত্যর্থি-ভূতামপি তাং সমাধেঃ
শুশ্রূষমাণাং গিরিশো-ঽনুমেনে।
বিকার হেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে
যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ ॥ ৫৯ ॥

একদা যে কৃত্তিবাস তপস্যার লাগি আসে
সুরধুনি কল্লোলিত হিমালয় চূড়ে
যথা দেবদারু কুঞ্জ কস্তুরী সৌরভে পূর্ণ
আমোদিত কিন্নরের সঙ্গীতের সুরে। ॥ ৫৪ ॥

অনুচরগণ সেথা পুন্নাগের অবতংস—
দোলাইত কর্ণে আর ভূর্জপত্র পরি
অথবা সুগন্ধি চূর্ণে শীতলিয়া দেহ, কাল
কাটাইত শিলাতলে আনন্দে বিচরি। ॥ ৫৫ ॥

শিলাসম তুষারেতে ক্ষুরাগ্রে আঘাত যবে
হানিত বৃষভ স্কন্ধ দোলাইয়া তার
গো-জাতাস মৃগদ্বারা সভয়ে হইয়া দৃষ্ট
দূরে সিংহনাদ শুনি ছাড়িত হুঙ্কার। ॥ ৫৬ ॥

এইরূপ সানুদেশে স্বকীয় জ্যোতির সম
প্রজ্জ্বলিত করি অগ্নি আপন সদনে
সকল অভিষ্ট দাতা স্বয়ং বিধাতা শম্ভু
কোন বাঞ্ছা সিদ্ধি লাগি নিবিষ্ট সাধনে। ॥ ৫৭ ॥

দেব-পূজনীয় দেব আগত নিকটে তাই
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া গিরি পূজিলেন তারে
আরাধনা লাগি তার নিয়োজিলা মহীধর
সখীদ্বয়সহ স্বীয় দুহিতা উমারে। ॥ ৫৮ ॥

নারী নহে তপস্যার অনুকূল জানিয়াও
আজ্ঞা দিলা শিব তারে সেবা করিবারে
চিত্ত বিকারের হেতু রোধিতে যে পারে সেই
জিতেন্দ্রিয় নামে হয় খ্যাত এ সংসারে। ॥ ৫৯ ॥

অবচিত বলি পুষ্পা বেদিসম্মার্গদক্ষা
নিয়মবিধিজলানাং বর্হিষাঞ্চোপনেত্রী।
গিরিশমুপচচার প্রত্যহং সা সুকেশী
নিয়মিত পরিখেদা তচ্ছিরশ্চন্দ্র পাদৈঃ ॥ ৬০ ॥

ইতি প্রথমঃ সর্গঃ

এরূপে সুকেশী উমা মহেশের পূজা লাগি—
সাজাইত বেদী,—করি' কুসুম চয়ন
অভিষেক করি আর কুশাদি আহরি শ্রান্তি
হরনেত্র সুধা পানে করিত হরণ। ॥ ৬০ ॥

প্রথম সর্গ সমাপ্ত

দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ

তস্মিন্ বিপ্রকৃতাঃ কালে
　　তারকেণ দিবৌকসঃ।
তুরাসাহং পুরোধায়
　　ধাম স্বায়ম্ভুবং যযুঃ ॥ ১ ॥

তেষামাবিরভূদ্ ব্রহ্মা
　　পরিম্লান-মুখ-শ্রিয়াম্
সরসাং সুপ্ত-পদ্মানাং
　　প্রাতঃ-দীধিতি মানিব ॥ ২ ॥

অথ সর্ব্বস্য ধাতারং
　　তে সর্ব্বে সর্ব্বতোমুখম্।
বাগীশং বাগ্ভিরর্থ্যাভিঃ
　　প্রণিপত্যো-পতস্থিরে ॥ ৩ ॥

নমস্ত্রিমূর্ত্তয়ে তুভ্যং
　　প্রাক্ সৃষ্টেঃ কেবলাত্মনে।
গুণত্রয় বিভাগায়
　　পশ্চাদ্ ভেদম্-মুপেয়ুষে ॥ ৪ ॥

যদ মোঘ-মপামন্ত
　　রুপ্তং বীজমজ! ত্বয়া।
অতশ্চরাচরং বিশ্বং
　　প্রভবস্তস্য গীয়সে ॥ ৫ ॥

দ্বিতীয় সর্গ

সে সময় অসুর তারক
　　স্বর্গচ্যুত করে দেবগণে
নিবেদিতে মনোদুঃখ তাই
　　আসে তারা ব্রহ্মার সদনে। ॥ ১ ॥

বিধি যবে প্রফুল্ল বদনে
　　সূর্য্যসম দিলেন দর্শন
সরসীর সুপ্ত পদ্ম সম
　　উদ্ভাসিল তাদের আনন। ॥ ২ ॥

হেরি সর্ব্বশক্তিমান ধাতা
　　একত্রিত হয়ে দেবসব
প্রণমিয়া সাষ্টাঙ্গে বিধিরে
　　আরম্ভিলা নিম্নরূপ স্তব। ॥ ৩ ॥

নমামি হে ত্রিমূর্ত্তি তোমারে
　　সৃষ্টি পূর্ব্বে আত্মারূপে ছিলে
গুণত্রয় অনুসারে পিছে
　　আপনারে প্রকাশ করিলে। ॥ ৪ ॥

অজ তুমি কারণ সলিলে
　　যেই বীজ করিলে ক্ষেপণ
মূল তাহা সকল সৃষ্টির—
　　তোমা হতে বিশ্বের সৃজন। ॥ ৫ ॥

তিসৃভিস্ত্ব-মবস্থাভির্

মহিমান-মুদীরয়ন্ ।

প্রলয়-স্থিতি-সর্গাণা-

মেকঃ কারণতাং গতঃ ॥ ৬ ।

স্ত্রী-পুংসাবাত্ম-ভাগৌ তে

ভিন্নমূর্ত্তেঃ সিসৃক্ষয়া ।

প্রসূতি ভাজঃ সর্গস্য

তাবেব পিতরৌ স্মৃতৌ ॥ ৭ ॥

স্বকাল-পরিমাণেন

ব্যস্ত রাত্রিন্ দিবস্য তে

যৌ তু স্বপ্নাববোধৌ তৌ

ভূতানাং প্রলয়োদয়ৌ ॥ ৮ ॥

জগদ্ যোনির-যোনিস্ত্বং

জগদন্তো নিরন্তকঃ ।

জগদাদি-রনাদিস্ত্বং

জগদীশো নিরীশ্বরঃ ॥ ৯ ॥

আত্মানমাত্মনা বেৎসি

সৃজস্যাত্মান-মাত্মনা ।

আত্মনা কৃতিনা চ

ত্বমাত্মন্যেব প্রলীয়সে ॥ ১০ ॥

দ্রবঃ সংঘাতকঠিনঃ

স্থূলঃ সূক্ষ্মো লঘুর্ গুরুঃ ।

ব্যক্তো ব্যক্তে তরশ্চাসি

প্রাকাম্যং তে বিভূতিষু ॥ ১১

স্বষ্টি পূর্ব্বে ছিলে তুমি দেব
একাধারে ত্রিগুণাধিশ্বর
স্বষ্টি স্থিতি অথবা সংহার
তোমাতেই করিত নির্ভর ; ॥ ৬ ॥

প্রকাশিলে তব দেহ হতে
পুরুষ ও প্রকৃতির সত্তা
জগতের পিতামাতা তুমি
তুমি সব স্বষ্টির নিয়ন্তা । ॥ ৭ ॥

ইচ্ছামত সময়ে তোমার
হয় তব রাত্রি আর দিন
জাগরণে স্বষ্টি কর আর—
স্বপ্নে বিশ্ব প্রলয়ে বিলীন । ॥ ৮ ॥

জগতের আদি অন্ত তুমি—
সংহারক অথবা রক্ষক
নিজে তুমি অনাদি অনন্ত
নিরীশ্বর নাহি নিয়ন্ত্রক ; ॥ ৯ ॥

তব সত্তা তোমার-ই জ্ঞাত
অপরের কাছে তাহা গুপ্ত
আপনারে স্বজিয়া আপনি
আপনাতে হও অবলুপ্ত । ॥ ১০ ॥

কঠিন বা তরল তুমি-ই
সূক্ষ্ম স্থূল তোমারেই মানি
লঘু গুরু ব্যক্ত ও অব্যক্ত
তোমারই বিভূতি তা জানি । ॥ ১১ ॥

উদ্ঘাতঃ প্রণবো যাসাং
ন্যায়ৈস্ত্রিভি-রুদীরণম্ ।
কর্ম্ম যজ্ঞঃ ফলং স্বর্গ-
স্তাসাং ত্বং প্রভবো গিরাম্ ॥ ১২ ॥

ত্বামামনন্তি প্রকৃতিং
পুরুষার্থ-প্রবর্ত্তিনীম্ ।
তদ্দর্শিন-মুদাসীনং
ত্বামেব পুরুষং বিদুঃ । ॥ ১৩ ॥

ত্বং পিতৃণামপি পিতা
দেবানামপি দেবতা ।
পরতোঽপি পরশ্চাসি—
বিধাতা বেধসামপি ॥ ১৪ ॥

ত্বমেব হব্যং হোতা চ
ভোজ্যং ভোক্তা চ শাশ্বতঃ ।
বেদ্যশ্চ বেদিতা চাসি—
ধাতা ধ্যেয়শ্চ যৎ পরম্ ॥ ১৫ ॥

ইতি তেভ্যঃ স্তুতীঃ শ্রুত্বা
যথার্থা হৃদয়ঙ্গমাঃ ।
প্রসাদাভিমুখো বেধাঃ
প্রত্যুবাচ দিবৌকসঃ ॥ ১৬ ॥

পুরাণস্য কবেস্তস্য
চতুর্ম্মুখ-সমীরিতা ।
প্রবৃত্তিরাসী-চ্ছব্দানাং
চরিতার্থা চতুষ্টয়ী ॥ ১৭ ॥

প্রণবে যে বাক্যারম্ভ আর—
ত্রি নিয়মে হয় উচ্চারিত
যজ্ঞ যার প্রতিপাদ্য আর
ফল স্বর্গ, তা তব প্রণীত। ॥ ১২ ॥

পুরুষার্থ প্রবর্তিনী তুমি
সৃষ্টি-ধাত্রী তুমিই প্রকৃতি
উদাসীন দ্রষ্টা হয়ে পুণঃ
পুরুষের রূপে কর স্থিতি। ॥ ১৩ ॥

পিতা তুমি পিতৃ সকলের—
পূজনীয় দেবের ঈশ্বর
স্রষ্টারও সৃষ্টি কর্ত্তা তুমি—
শ্রেষ্ঠ হতে তুমি শ্রেষ্ঠতর। ॥ ১৪ ॥

তুমি হব্য যার তুমি হোতা
তুমি ভোজ্য, ভোক্তাও তাহার
তুমি জ্ঞেয়-তুমিই তা জগত
তুমি ধ্যেয় ধ্যাতাও আবার। ॥ ১৫ ॥

শুনি শ্রুতি মনোমুগ্ধকর
অমরের স্তব স্তুতি গাথা
স্নেহ পূর্ণ চক্ষু দুটি মেলি
দেবগণে কহিলেন ধাতা। ॥ ১৬ ॥

বাঙ্‌রূপী দেবতা যে বাক্য
চতুর্বিধ অবয়ব ধারী
আদি কবি সার্থক করিলা—
তারে চারি মুখেতে উচ্চারি। ॥ ১৭ ॥

স্বাগতং স্বানধীকারান্
প্রভাবৈরবলম্ব্য বঃ।
যুগপদ্ যুগবাহুভ্যঃ
প্রাপ্তেভ্যঃ প্রাজ্যবিক্রমাঃ ॥ ১৮।

কিমিদং দ্যুতিমাত্মীয়াং
ন বিভ্রতি যথা পুরা।
হিমক্লিষ্ট-প্রকাশানি
জ্যোতীংষীব মুখানি বঃ ॥ ১৯ ॥

প্রশমা-দর্চিষামেত
দনুদ্গীর্ণ-সুরায়ুধম্।
বৃত্রস্য হন্তুঃ কুলিশং
কুণ্ঠিতাশ্রীব লক্ষ্যতে ॥ ২০ ॥

কিঞ্চায়মরি-দুর্ব্বারঃ
পাণৌ পাশঃ প্রচেতসঃ।
মন্ত্রেণ হতবীর্য্যস্য
ফণিনো দৈন্যমাশ্রিতঃ ॥ ২১ ॥

কুবেরস্য মনঃশল্যং
শংসতীব পরাভবম্।
অপবিদ্ধ-গদো বাহুর্
ভগ্নশাখ ইব দ্রুমঃ ॥ ২২ ॥

যমোঽপি বিলিখন্ ভূমিং
দণ্ডেনাস্ত-মিতত্বিষা।
কুরুতেঽস্মিন্ন-মোঘেঽপি
নির্ব্বাণালাত-লাঘবম্ ॥ ২৩।

স্বাগত হে দেববৃন্দ সবে
স্বীয় ভূজবলে বলীয়ান
রক্ষিবারে তোমরা সমর্থ
আপনার অধিকার মান ।॥ ১৮ ॥

কিন্তু কেন আজি তব মুখ
নহে দীপ্ত পূর্ব্বের সমান
কুয়াসায় আচ্ছাদিত যথা
নক্ষত্রের সম অতি ম্লান ।॥ ১৯ ।

বৃত্র-হন্তা শূর দেবেন্দ্রের
বজ্র কেন আজি প্রভাহীন
অঙ্গ তার বক্র অশানিত
তেজোরাশি হয়েছে বিলীন ।॥ ২০ ॥

বরুণের দীপ্ত দৃঢ় পাশ
যাহা ছিল দুঃসহ অরির
আজি তাহা মলিন শ্রীহীন
মন্ত্রে যথা ফণী নম্রশির ।॥ ২১ ॥

ভগ্নশাখ বনস্পতিসম
গদা শূন্য কুবের ধীমান
স্পষ্টতঃই পরাভব হেতু
মন তার সদা ম্রিয়মান ।॥ ২২ ॥

যমদণ্ড যা ছিল অজেয়
নির্ব্বাপিত অঙ্গারের মত
অধোমুখে ধর্ম্ম তার দ্বারা
ভূমিতলে বিলিখনে রত ।॥ ২৩ ॥

অমী চ কথমাদিত্যাঃ
প্রতাপ-ক্ষতি-শীতলাঃ।
চিত্রন্যস্তা ইব গতাঃ
প্রকা-মালোকনীয়তাম্ ॥ ২৪ ॥

পর্য্যাকুল-ত্বান্মরুতাং
বেগভঙ্গো-হনুমীয়তে
অম্ভসামোঘ-সংরোধঃ
প্রতীপ-গমনাদিব ॥ ২৫ ॥

আবর্জ্জিত-জটা-মৌলি-
বিলম্বি-শশি-কোটয়ঃ।
রুদ্রাণামপি মূর্দ্ধানঃ
ক্ষত-হুঙ্কার-শংসিনঃ ॥ ২৬ ॥

লব্ধপ্রতিষ্ঠাঃ প্রথমং
যূয়ং কিং বলবত্তরৈঃ।
অপবাদৈ-রিবোৎসর্গাঃ
কৃত-ব্যাবৃত্তয়ঃ পরৈঃ ॥ ২৭ ॥

তদ্ ব্রূত বৎসাঃ! কিমিতঃ
প্রার্থয়ধ্বং সমাগতাঃ।
ময়ি সৃষ্টিহি লোকানাং
রক্ষা যুষ্মাস্ব-বস্থিতা ॥ ২৮ ॥

ততো মন্দা নিলোদ্ধূত
কমলাকর-শোভিনা।
গুরুং নেত্রসহস্রেণ
নোদয়ামাস বাসবঃ ॥ ২৯ ॥

মহাতেজা আদিত্যগণের
তেজোময় দীপ্তি নাই আর
শীতলিছে জ্যোতি তাই তারা
চিত্রবৎ দৃষ্ট সবাকার। ॥ ২৪ ॥

বাধা প্রাপ্তে বহে বিপরীত
সিন্ধুগামী স্রোত যেই মত
সেইরূপ বিপর্যাস্ত বায়ু
প্রতিবন্ধে ভ্রমে ইতঃস্তত। ॥ ২৫ ॥

দোলাইত চন্দ্রকলা সহ
লয়ে অবিন্যস্ত জটাভার
প্রভাহীন রুদ্রগণ আজ
নাহি আর প্রলয় হুঙ্কার। ॥ ২৬ ॥

এ যাবৎ স্বপদে আসীন
ছিলে পূর্ণ অধিকার সহ
কি অমোঘ অনিবার্য্য শক্তি
অধিকার খর্ব্বে তহ কহ। ॥ ২৭ ॥

কি প্রার্থনা লয়ে পুত্রগণ
আসিয়াছ আমার গোচরে
বিশ্ব সৃষ্টি মম কার্য্য বটে
সুরক্ষার ভার তব পরে। ॥ ২৮ ॥

শুনি ইন্দ্র ইঙ্গিতে চাহিলা
গুরু প্রতি সহস্র নয়নে
হিল্লোলিত হল যেন পদ্ম
মৃদুমন্দ বায়ু পরশনে। ॥ ২৯ ॥

স দ্বিনেত্রং হরেশ্চক্ষুঃ
সহস্র-নয়নাধিকম্ ।
বাচস্পতি-রুবাচেদং
প্রাঞ্জলির্-জলজাসনম্ ॥ ৩০ ॥

এবং যদাত্থ ভগবন্
নামৃষ্টং নঃ পরৈঃ পদম্ ।
প্রত্যেকং বিনি-যুক্তাত্মা
কথং ন জ্ঞাস্যসি প্রভো ॥ ৩১ ॥

ভবল্লব্ধ-বরোদীর্ণ
স্তারকাখ্যো মহাসুরঃ ।
উপপ্লবায় লোকানাং
ধূমকেতু-রিবোত্থিতঃ ॥ ৩২ ॥

পুরে তাবন্তমেবাস্য
তনোতি রবিরাতপম্ ।
দীর্ঘিকা-কমলোন্মেষো
যাবন্মাত্রেণ সাধ্যতে ॥ ৩৩ ॥

সর্বাভিঃ সর্বদা চন্দ্র-
স্তং কলাভি-র্নিষেবতে ।
নাদত্তে কেবলাং লেখাং
হর চূড়ামণী-কৃতাম্ ॥ ৩৪ ॥

ব্যাবৃত্ত-গতিরুদ্যানে
কুসুম-স্তেয়-সাধ্বসাৎ ।
ন বাতি বায়ুস্তৎ-পার্শ্বে
তালবৃন্তা-নিলাধিকম্ ॥ ৩৫ ॥

সহস্রাক্ষ হতে দূরদর্শী
দুই নেত্রযুক্ত বাচস্পতি।
নিবেদিলা প্রাঞ্জল ভাষায়
পিতামহে করিয়া প্রণতি। ॥ ৩০ ॥

সত্য বটে তোমার বচন
অধিকার আজি অপহৃত
সকলের অন্তর্যামী প্রভু
সে কথা কি তব অবিদিত। ॥ ৩১ ॥

দৈত্যপতি দুরন্ত তারক
তববরে হয়ে শক্তিধর
ধূমকেতু সম আবির্ভিয়া
আতঙ্কিছে বিশ্ব চরাচর। ॥ ৩২ ॥

ভীত সূর্য্য অসুরের পুরে
নাহি বর্ষে উত্তপ্ত কিরণ
প্রস্ফুটিত দিঘাকার পদ্ম
বিকীরয় যাহা প্রয়োজন। ॥ ৩৩ ॥

শঙ্করের শিরঃ কলা বাদে
পূর্ণরূপ ধরি শশধর
অসুরের বিনোদন লাগি
থাকে তার পুরে নিরন্তর। । ৩৪ ॥

পাছে পুষ্প হয় বৃন্তচ্যুত
তাই ধীরে বহিছে সমীর
যতটুকু লাগে তালপত্রে
অসুরের জুড়াতে শরীর। ॥ ৩৫ ॥

পর্য্যায়-সেবামুৎসৃজ্য
পুষ্পসম্ভার-তৎপরাঃ।
উদ্যানপাল-সামান্য-
মৃতবস্ত-মুপাসতে ॥ ৩৬ ॥

তস্যোপায়ন-যোগ্যানি
রত্নানি সরিতাং পতিঃ
কথমপ্যম্ভসা-মন্তরা
নিষ্পত্তেঃ প্রতীক্ষতে ॥ ৩৭ ॥

জ্বলন্মণি শিখাশ্চৈনং
বাসুকি-প্রমুখা নিশি।
স্থির প্রদীপ-তামেত্য
ভুজঙ্গাঃ পর্য্যুপাসতে ॥ ৩৮ ॥

তৎ-কৃতানুগ্রহা-পেক্ষী
তং মুহুর্দূত-হারিতৈঃ।
অনুকুলয়-তীন্দ্রোঽপি
কল্পদ্রুম-বিভূষণৈঃ ॥ ৩৯ ॥

ইত্থমারাধ্যামানোঽপি
ক্লিশ্নাতি ভুবনত্রয়ম্।
শাম্যেৎ প্রত্যপকারেন
নোপকারেন দুর্জনঃ ॥ ৪০ ॥

তেনামর-বধূ-হস্তৈঃ
সদয়ালূন-পল্লবাঃ।
অভিজ্ঞাশ্ছেদ-পাতানাং
ক্রিয়ন্তে নন্দনদ্রুমাঃ ॥ ৪১ ॥

মালাকার বিচিত্র কুসুমে
তোষে যথা প্রভুরে তাহার
ছয় ঋতু একত্রে সেরূপ
রচে নানা ফুলের সম্ভার। ॥ ৩৬ ॥

বহু রত্ন মধ্যে যে রত্নটি
অসুরের যোগ্য উপহার
দানবেরে তুষিতে তদ্বারা
প্রতীক্ষায় থাকে পারাবার। ॥ ৩৭ ॥

বাসুকী ও অন্যসব নাগ
স্ব স্ব ফণা রাখি উচ্চ করি
মণি দ্বারা আলোদান করে
দীপ সম সারা রাত্রি ধরি। ॥ ৩৮ ॥

কল্পতরু হতে তুলি পুষ্প
অনুগ্রহ লভিবার তরে
দেবরাজ প্রেরেণ নিয়ত
দূত হস্তে অসুরের করে। ॥ ৩৯ ॥

কিন্তু এত সেবা করিয়াও
নাহি পাই দানবের মন
ত্রিজগৎ নিপীড়ণে দহে
এতই সে পাষণ্ড দুর্জ্জন। ॥ ৪০ ॥

মৃদু করস্পর্শে সুরবধূ
বিকচয় তরুর পল্লব
কিন্তু দৈত্য নন্দন বনের
ভাঙি দেয় শাখা পত্র সব। ॥ ৪১ ॥

বীজ্যতে স হি সংসুপ্তঃ
　　শ্বাস-সাধারণানিলৈঃ
চামরৈঃ সুরবন্দীনাং
　　বাষ্প-শীকর-বর্ষিভিঃ ॥ ৪২ ॥

উৎপাট্য মেরুশৃঙ্গাণি
　　ক্ষুণ্ণানি হরিতাং খুরৈঃ।
আক্রীড-পর্বতাস্তেন
　　কল্পিতাঃ স্বেষু বেশ্মসু ॥ ৪৩ ॥

মন্দাকিন্যাঃ পয়ঃ শেষং
　　দিগ্বারণ-মদাবিলম্।
হেমাম্ভোরুহ-শস্যানাং
　　তদ্বাপ্যো ধাম সাম্প্রতম্ ॥ ৪৪ ॥

ভুবনালোকনপ্রীতিঃ
　　স্বর্গিভির-নানুভূয়তে।
খিলীভূতে বিমানানাং
　　তদাপাত-ভয়াৎ পথি ॥ ৪৫ ॥

যজ্বভিঃ সম্ভৃতং হব্যং
　　বিততেষ্ব-ধ্বরেষু সঃ।
জাতবেদো-মুখান্মায়ী
　　মিষতা-মাচ্ছিনত্তি নঃ ॥ ৪৬ ॥

উচ্চৈরুচ্চৈঃ-শ্রবাস্তেন
　　হয়রত্নমহারি চ।
দেহবদ্ধ-মিবেন্দ্রস্য
　　চির কালার্-জ্জিতং যশঃ ॥ ৪৭ ॥

বন্দিনীরা ঘুমন্ত অসুরে
দেবে যবে কোমল বাজনে
গণ্ড হ'তে অশ্রু নামি হাতে
ঝ'রে পড়ে চামর দোলনে। ॥ ৪২ ॥

অতি উচ্চ মেরু শৃঙ্গ যাহা
মার্তণ্ডের অশ্ব খুর-স্পৃষ্ট
দানব তা ভাঙি বাহুবলে
রমোদ্যানে করে সন্নিবিষ্ট। ॥ ৪৩ ॥

মন্দাকিনী আবিল সুরায়
নাহি তাহে স্বর্ণপদ্ম আর
দৈত্য তাহা সমূলে উপাড়ি
আরোপিছে সরোবরে তার। ॥ ৪৪ ॥

রুদ্ধ আজি আকাশের পথ
তার ভয়ে চলাচল নাই
মর্ত্যলোক দর্শনের সুখে
প্রবঞ্চিত দেবগণ তাই। ॥ ৪৫ ॥

একমাত্র আহার্য্য মোদের
যজ্ঞানলে আহুত যে হবি
দেবতার ছদ্মবেশ ধরি
দুরাত্মা তা কাড়ি লয় সবি। ॥ ৪৬ ॥

দেহধারী যশের প্রতীক
দেবেন্দ্রের উচ্চৈঃশ্রবা হয়
যে অপূর্ব্ব অশ্বেরে সবলে
হরিয়াছে দৈত্য দুরাশয়। ॥ ৪৭ ॥

তস্মিন্নুপায়াঃ সর্ব্বে নঃ
ক্রূরে প্রতিহত-ক্রিয়াঃ।
বীর্য্যবন্ত্যৌষধা-নীব
বিকারে সান্নিপাতিকে ॥ ৪৮ ॥

জয়াশা যত্র চাস্মাকং
প্রতিঘাতোত্থিতার্চিষা।
হরিচক্রেণ তেনাস্য
কণ্ঠে নিষ্ক-মিবার্পিতম্ ॥ ৪৯ ॥

তদীয়াস্তোয়-দেষদ্য
পুষ্করাবর্ত্তকাদিষু।
অভ্যস্যন্তি তটাঘাতং
নির্জ্জিতৈরাবতা গজাঃ ॥ ৫০ ॥

তদিচ্ছামো বিভো! স্রষ্টুং
সেনান্যং তস্য শান্তয়ে।
কর্ম্মবন্ধচ্ছিদং ধর্ম্মং
ভবস্যেব মুমুক্ষবঃ ॥ ৫১ ॥

গোপ্তারং সুরসৈন্যানাং
যং পুরস্কৃত্য গোত্রভিৎ।
প্রত্যানেষ্যতি শত্রুভ্যো
বন্দীমিব জয়শ্রিয়ম্ ॥ ৫২ ॥

বচস্য-বসিতে তস্মিন্
সসর্জ্জ গিরমাত্মভূঃ।
গর্জ্জিতানন্তরাং বৃষ্টিং
সৌভাগ্যেন জিগায় সা ॥ ৫৩ ॥

বহু যত্ন করেছিনু মোরা
অসুরকে জব্দ করিবারে
ব্যর্থ হল, ঔষধ যেমন
ব্যর্থ সান্নিপাতিক বিকারে। ॥ ৪৮ ॥

শেষ আশা শ্রীহরির চক্র
কণ্ঠ স্পর্শ করিয়া তাহার
প্রতিঘাতে অগ্নি উদ্গিরিয়া
শোভে যেন অগ্নিময় হার। ॥ ৪৯ ॥

দেবেন্দ্রের গজ ঐরাবতে
পর্য্যুদস্তি তার গজরাজি
আবর্ত্তক পুষ্করাদি নীরে
দন্তাঘাতে নিপীড়িছে আজি। ॥ ৫০ ॥

যথা ধর্ম্ম আচরে মুমুক্ষু
কর্ম্ম ভোগ এড়াবার আশে
সেইরূপ তার শাস্তি লাগি
সেনাপতি মাগি তব পাশে। ॥ ৫১ ॥

চাই মোরা হেন সৈন্যাধ্যক্ষ
জিনিবে যে দুষ্ট অরাতিরে
পুরো ভাগে রাখি যারে ইন্দ্র
উদ্ধারিবে বন্দী জয়শ্রীরে। ॥ ৫২ ॥

শেষ হলে বচন তাহার
মিষ্ট ভাষে কহে পদ্মযোনী
মিষ্ট যথা গর্জ্জনের অন্তে
বর্ষণের সুমধুর ধ্বনি। ॥ ৫৩ ॥

সম্পৎস্যতে বঃ কামোঽয়ং
কালঃ কশ্চিৎ প্রতীক্ষ্যতাম্।
ন ত্বস্য সিদ্ধৌ যাস্যামি
সর্গব্যাপারমাত্মনা ॥ ৫৪ ॥

ইতঃ স দৈত্যঃ প্রাপ্তশ্রীর্-
নেত এবার্হতি ক্ষয়ম্।
বিষবৃক্ষোঽপি সংবর্দ্ধ্য
স্বয়ং ছেত্তুমসাম্প্রতম্ ॥ ৫৫ ॥

বৃতং তেনেদমেব প্রাক্-
ময়া চাস্মৈ প্রতিশ্রুতম্।
বরেণ শমিতং লোকা-
নলং দগ্ধুং হি তত্তপঃ ॥ ৫৬ ॥

সংযুগে সাংযুগীনং
তমুদ্যতং প্রসহেত কঃ।
অংশাদৃতে নিষিক্তস্য
নীল-লোহিত-রেতসঃ ॥ ৫৭ ॥

স হি দেবঃ পরং জ্যোতি
স্তমঃ-পারে ব্যবস্থিতম্।
পরিচ্ছিন্নপ্রভাবর্দ্ধির্
ন ময়া ন চ বিষ্ণুনা ॥ ৫৮ ॥

উমারূপেণ তে যূয়ং
সংযম-স্তিমিতং মনঃ।
শম্ভোর্যত-ধ্বমাক্রষ্টু-
ময়স্কান্তেন লোহবৎ ॥ ৫৯ ॥

অভিলাষ পূর্ণ হবে তব
কিন্তু কিছু প্রতীক্ষার পরে
নিজে আমি কিছু না করিব
সেনাপতি নিয়োগের তরে। ॥ ৫৪ ॥

সেই দৈত্য মম বর পুষ্ট
তাই তারে না পারি নাশিতে
বিষবৃক্ষ জানিয়াও কভু
বপ্তা তারে পারেনা কাটিতে। ॥ ৫৫ ॥

দেবেরও অবধ্য হইবে
হেন বর দিয়াছিনু তারে
শুধু তার তপঃ তেজ হতে
ত্রি জগৎ রক্ষা করিবারে। ॥ ৫৬ ॥

সে প্রচণ্ড দৈত্যরাজ যবে
যুদ্ধ ক্ষেত্রে হয় অবতীর্ণ
বিমুখিতে কে পারিবে তারে
নীলকণ্ঠ অংশ-জাত ভিন্ন! ॥ ৫৭ ॥

সেই দেব তমোগুণাতীত
পরমাত্মা পরম আধার
নারায়ণ কিম্বা আমি নিজে
নাহি জানি মাহাত্ম তাহার। ॥ ৫৮ ॥

কর যাতে সংযমী শম্ভুর
উমা প্রতি বাড়ে আকর্ষণ
অয়স্কান্ত রতনের প্রতি
লৌহ হয় আকৃষ্ট যেমন। ॥ ৫৯ ॥

উভে এব ক্ষমে বোঢ়ু
মুভয়োর্বীজ-মাহিতম্ ।
সা বা শম্ভো-স্তদীয়া বা
মূর্ত্তির্-জলময়ী মম ॥ ৬০ ॥

তস্যাত্মা শিতিকণ্ঠস্য
সৈনাপত্যমুপেত্য বঃ ।
মোক্ষ্যতে সুরবন্দীনাং
বেণীর্-বীর্য্য-বিভূতিভিঃ ॥ ৬১ ॥

ইতি ব্যাহৃত্য বিবুধান্
বিশ্বযোনিস্তিরোদধে ।
মনস্যাহিত-কর্ত্তব্যা-
স্তেঽপি দেবা দিবং যযুঃ ॥ ৬২ ॥

তত্র নিশ্চিত্য কন্দর্প
মগমৎ পাকশাসনঃ ।
মনসা কার্য্য সংসিদ্ধি-
ত্বরা দ্বিগুণ-রংহসা ॥ ৬৩ ॥

অথ স ললিত-যোষিদ্-
ভ্রূলতা-চারুশৃঙ্গং
রতিবলয় পদাঙ্কে
চাপমাসজ্য কণ্ঠে ।
সহচর-মধু-হস্ত-
ন্যস্ত-চূতাঙ্কুরাস্ত্রঃ
শতমখ-মুপতস্থে
প্রাঞ্জলিঃ পুষ্পধন্বা ॥ ৬৪ ॥

ইতি দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ

মহেশের আর মম তেজ
রাখে শক্তি গর্ভে ধারণের
যথাক্রমে পার্ব্বতী এবং
জলময়ী মূর্ত্তি শঙ্করের। ॥ ৬০ ..

পুত্ররূপে শিতিকণ্ঠ আত্মা
সৈন্যাপত্য গ্রহণ করিয়া
উদ্ধারিবে সুর নারী বৃন্দে
আপনার বীর্য্য প্রকাশিয়া। ॥ ৬১ ॥

এইরূপ উপদেশ দিয়া
বিশ্বযোনী করে অন্তর্ধান
মনে মনে কর্ত্তব্য বিচারি
দেবেরাও স্বর্গে চলে যান। ॥ ৬২ ॥

কন্দর্পকে যোগ্য মনে করি
আকর্ষিতে মহেশের মন
দুই গুণ বেগে অতঃপর
ইন্দ্র তারে করিলা স্মরণ। ॥ ৬৩ ॥

মনে করা মাত্র কামদেব
পৌছিলেন তথায় আসিয়া
প্রিয়তমা রতির হাতের
বলয়ের চিহ্ন কণ্ঠে নিয়া।
ভ্রূ লতার সম পুষ্পধনু
দুলছিল তাহার গলাতে
ফুলশর আম্রের মুকুল
ছিল সাথী বসন্তের হাতে। ॥ ৬৪ ॥

দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত

তৃতীয়ঃ সর্গঃ

তস্মিন মঘোন-স্ত্রিদশান্ বিহায়
সহস্রমক্ষ্ণাং যুগপৎ পপাত।
প্রয়োজনা পেক্ষিতয়া প্রভুণাং
প্রায়শ্চলং গৌরব-মাশ্রিতেষু ॥ ১ ॥

স বাসবেনাসন সন্নিকৃষ্ট
মিতো নিষীদেতি বিসৃষ্ট ভূমিঃ।
ভর্ত্তুঃ প্রসাদং প্রতিনন্দ্য মূর্দ্ধা
বক্তুং মিথঃ প্রাক্রমতৈবমেনম্ ॥ ২ ॥

আজ্ঞাপায় জ্ঞাতবিশেষ! পুংসাং
লোকেষু যত্তে করণীয় মস্তি।
অনুগ্রহং সংস্মরণ প্রবৃত্ত
মিচ্ছামি সংবর্দ্ধিত-মাজ্ঞয়া তে ॥ ৩ ॥

কেনাভ্যসূয়া পদকাঙ্খিণা তে
নিতান্ত দীর্ঘৈর্-জনিতা তপোভিঃ।
যাবদ্ ভবত্যাহিত-সায়কস্য
মৎ কার্মুকস্যাস্য নিদেশবর্ত্তী ॥ ৪ ॥

অসম্মতঃ কস্তব মুক্তিমার্গং
পুনর্ ভবক্লেশ-ভয়াৎ প্রপন্নঃ।
বদ্ধশ্চিরং তিষ্ঠতু সুন্দরীণা
মারেচিত ভ্রূ—চতুরৈঃ কটাক্ষৈঃ ॥ ৫ ॥

তৃতীয় সর্গ

কন্দর্পের আগমনে সস্নেহ দৃষ্টিতে ইন্দ্র
দেখে তারে যুগপৎ সহস্র নয়নে
আশ্রিত জনের প্রতি প্রভুর আদর যত্ন
ইতর বিশেষ হয় কভু প্রয়োজনে। ॥ ১ ॥

সিংহাসন সন্নিকটে ডাকি তারে দেবরাজ
কহিলেন, 'এইখানে বস মোর পাশে'
প্রভুর প্রসাদ যেন হইল তুষ্পাচা সম
কহে যে বিনীত ভাবে মৃদু মৃদু ভাষে। ॥ ২ ॥

জ্ঞাত তুমি সকলের শক্তি ও সামর্থ্য সব
তাই তব আমন্ত্রণে আমি ভাগ্যবান
এবে আজ্ঞা কর মোরে নির্বাহ করিতে কার্য্য
যাহাতে সার্থক হয় এ মম সম্মান। ॥ ৩ ॥

আবার কি কেহ তব ঈর্ষ্যার করেছে সৃষ্টি
তপস্যা করিয়া কাড়ি নিতে স্বর্গধাম?
এ ধনুর প্রভাবে সে নির্দ্দেশ মানিবে মম
শুধু একবার মাত্র বল তার নাম। ॥ ৪ ॥

পুনর্জন্ম ক্লেশ ভয়ে হয়েছে তপস্যামগ্ন
কেবা সেই মুক্তিকামী অবাঞ্ছিত জন
সুন্দরীর কটাক্ষে ও ভ্রূলতার কম্পনে সে
সংসারে আবদ্ধ রবে ত্যজিয়া সাধন। ॥ ৫ ॥

অধ্যাপিতস্যো-শনসাপি নীতিং
প্রযুক্তরাগ-প্রণিধির্-দ্বিষস্তে।
কস্যার্থ ধর্ম্মৌ বদ পীড়য়ামি
সিন্ধোস্তটা-বোঘ ইব প্রবৃদ্ধঃ ॥ ৬ ॥

কামেক পত্নী-ব্রত-দুঃখশীলাং
লোলং মনশ্চারু তয়া প্রবিষ্টাম্।
নিতম্বিনী-মিচ্ছসি মুক্ত-লজ্জাং
কণ্ঠে স্বয়ং গ্রাহ-নিষক্ত-বাহুম্ ॥ ৭ ॥

কয়াসি কামিন্! সুরতাপরাধাৎ
পাদানতঃ কোপনয়াবধূতঃ।
তস্যাঃ করিষ্যামি দৃঢ়ানুতাপং
প্রবাল-শয্যা-শরণং শরীরম্ ॥ ৮ ॥

প্রসীদ বিশ্রাম্যতু বীর! বজ্রং
শরৈর্-মদীয়ৈঃ কতমঃ সুরারিঃ।
বিভেতু মোঘী-কৃত বাহু বীর্যাঃ
স্ত্রীভ্যোঽপি কোপ-স্ফুরিতাধরাভ্যঃ ॥ ৯ ॥

তব প্রসাদাৎ কুসুমায়ুধোঽপি
সহায়মেকং মধুমেব লব্ধ্বা
কুর্য্যাং হরস্যাপি পিনাকপাণের্
ধৈর্যাচ্যুতিং কে মম ধন্বিনোঽন্যে ॥ ১০ ॥

অথোরু দেশাদবতার্য্য পাদ
মাক্রান্তি-সম্ভাবিত পাদপীঠম্।
সংকল্পিতার্থে বিবৃতাত্মশক্তি
মাখণ্ডলঃ কামমিদং বভাষে ॥ ১১ ॥

শুক্রাচার্য্য হতে যেবা নীতি জ্ঞান লাভ করি
মায়াজাল মুক্ত ব'লে করে অহঙ্কার,
অনুরাগ সৃষ্টি করি ভাঙ্গিব সাধন ধর্ম্ম
যেমন বর্ষায় নদী ভাজে তট তার। ॥ ৬ ॥

পতিব্রতা কোন নারী দেহের লাবণ্য পুঞ্জে
যদি বিচলিয়া থাকে কভু তব হিয়া
আপনি সে নিতম্বিনী বিসর্জ্জন দিয়া লজ্জা
জড়াইবে কণ্ঠ তব বাহুলতা দিয়া। ॥ ৭ ॥

সুরত ক্রিয়ার কালে কোন অপরাধ হেতু
যদি কোন নারী হয় রুষ্ট তব পরে
অনুতাপ বাণে তার ঘটাব এমন দশা
পল্লব শয্যায় শুয়ে জ্বলিবে অন্তরে। ॥ ৮ ॥

হে বীর, প্রার্থনা মোর, বজ্রকে বিশ্রাম দাও
কে আছে অসুর হেন, মম পুষ্পশরে
হত বীর্য্য হয়ে যেবা ডরিবেনা এমন কি
সুন্দরীর রোষযুক্ত কম্পিত অধরে। ॥ ৯ ॥

কি কব অধিক আর, হলেও বা পুষ্পধনু
ঋতুরাজ হয় যদি মম সহচর
তব বরে বিচলিতে পারি পিনাকীর চিত্ত
নাহি গণ্য করি আমি অন্য ধনুর্দ্ধর। ॥ ১০ ॥

ইহা শুনি উরু হতে নামায়ে চরণ এক
রাখি রত্ন পাদপীঠে সার্থকিলা তারে
হরিতে হরের চিত্ত কন্দর্প সমর্থ জানি
আনন্দিত হয়ে ইন্দ্র কহিলা তাহারে। ॥ ১১ ॥

সর্ব্বং সখে! ত্বাম্যুপপন্নমেত-
দুভে মমাস্ত্রে কুলিশং ভবাংশ্চ।
বজ্রং তপোবীর্য্য-মহৎসু কুণ্ঠং
ত্বং সর্বতোগামি চ সাধকঞ্চ॥ ১২॥

অবৈমি তে সারমতঃ খলু ত্বাং
কার্য্যে গুরুণ্যাত্ম-সমং নিয়োক্ষ্যে।
ব্যাদিশ্যতে ভূধরতামবেক্ষ্য
কৃষ্ণেন দেহোদ্‌বহনায় শেষঃ॥ ১৩॥

আশংসতা বাণগতিং বৃষাঙ্কে
কার্য্যং ত্বয়া নঃ প্রতিপন্ন কল্পম্।
নিবোধ যজ্ঞাংশ-ভুজামিদানী
মুচ্চৈর্‌-দ্বিষা-মীপ্সিত-মেতদেব॥ ১৪॥

অমী হি বীর্য্যপ্রভবং ভবস্য
জয়ায় সেনান্য-মুশন্তি দেবাঃ।
স চ ত্বদেকেষু-নিপাত-সাধ্যো
ব্রহ্মাঙ্গভূর-ব্রহ্মণি যোজিতাত্মা॥ ১৫॥

তস্মৈ হিমাদ্রেঃ প্রয়তাং তনূজাং
যতাত্মনে রোচয়িতুং যতস্ব।
যোষিৎসু তদ্বীর্য্য-নিষেকভূমিঃ
সৈব ক্ষমেত্যাত্ম-ভুবোপদিষ্টম্॥ ১৬॥

গুরোর্‌-নিয়োগাচ্চ নগেন্দ্র-কন্যা
স্থাণুং তপস্যন্ত-মধিত্যকায়াম্।
অন্বাস্ত ইত্যপ্সরসাং মুখেভ্যঃ
শ্রুতং ময়া মৎ-প্রণিধিঃ স বর্গঃ॥ ১৭॥

যা বলিলে যথার্থ তা সবই সম্ভব তব
বজ্র আর তুমি এই দুই অস্ত্র মম
কিন্তু বজ্র শক্তিহীন সাধু তপস্বীর কাছে
তোমার সর্ব্বত্র গতি, সর্ব্ব কার্য্য-ক্ষম। ॥ ১২ ॥

জানি আমি শক্তি তব, তোমার উপরে তাই
ইচ্ছি এক গুরুভার করিতে অর্পণ,
একমাত্র শক্তিধর শেষনাগ—তাই বিষ্ণু
নিয়োজিলা তারে বিশ্ব করিতে ধারণ। ॥ ১৩ ॥

রুদ্রকে বিন্ধিতে বাণে পার তুমি—এই বাক্যে
বস্তুতঃ আমার কার্য্য করেছ স্বীকার,
এবে শোন, শত্রু দ্বারা উত্যক্ত ও নিপীড়িত
যজ্ঞভাগী অমরের কি আছে বলার। ॥ ১৪ ॥

চায় এরা মহেশের ঔরষ হইতে জাত
সেনাপতি এক, যুদ্ধে জয়লাভ তরে
কিন্তু সে সমাধিমগ্ন ব্রহ্মে লীন যোগী শুধু
কাম্য কর্ম্মে লিপ্ত হতে পারে তব শরে। ॥ ১৫ ॥

কর তুমি সেই যত্ন যাতে সেই তপশ্চারী
অনুরক্ত হয় শুদ্ধা শৈলজার প্রতি
বলেছেন স্বয়ম্ভুব, শিববীর্য্য ধারণের
শক্তি রাখে একমাত্র নারী সে পার্ব্বতী। ॥ ১৬ ॥

পিতার সম্মতি নিয়া পর্ব্বত-নন্দিনী উমা
শঙ্করের সেবা লাগি আছেন পর্ব্বতে
এ সংবাদ অবগত হয়েছি সম্প্রতি আমি
মোর গুপ্তচর রূপী অপ্সরা হতে। ॥ ১৭ ॥

তদ্গচ্ছ সিদ্ধ্যৈ কুরু দেবকার্য্য
মর্থোঽয়-মর্থান্তর-ভাব্য এব।
অপেক্ষতে প্রত্যয়-মুত্তমং ত্বাং
বীজাঙ্কুরঃ প্রাগুদয়াদি-বাম্ভঃ ॥ ১৮ ॥

তস্মিন্ সুরাণাং বিজয়াভ্যুপায়ে
তবৈব নামাস্ত্রগতিঃ কৃতী ত্বম্।
অপ্যপ্রসিদ্ধং যশসে হি
পুংসা মনন্যসাধারণ-মেব কর্ম্ম ॥ ১৯ ॥

সুরাঃ সমভ্যর্থয়িতার এতে
কার্য্যং ত্রয়াণামপি পিষ্টপানাম্।
চাপেন তে কর্ম্ম ন চাতিহিংস্র
মহোবতাসি স্পৃহণীয় বীর্য্যঃ ॥ ২০ ॥

মধুশ্চ তে মন্মথ! সাহচর্য্যাদসা
বনুক্তোঽপি সহায় এব।
সমীরণো নোদয়িতা ভবেতি
ব্যাদিশ্যতে কেন হুতাশনস্য ॥ ২১ ॥

তথেতি শেষামিব ভর্ত্তুরাজ্ঞা
মাদায় মূর্দ্ধা মদনঃ প্রতস্থে।
ঐরাবতাস্ফালন-কর্কশেন
হস্তেন পস্পর্শ তদঙ্গমিন্দ্রঃ ॥ ২২ ॥

স মাধবেনাভিমতেন সখ্যা
রত্যা চ সাশঙ্ক-মনুপ্রয়াতঃ।
অঙ্গব্যয়-প্রার্থিত কার্য্যসিদ্ধিঃ
স্থাণ্বাশ্রমং হৈমবতং জগাম ॥ ২৩ ॥

সাধিতে দেবের কার্য্য যাও তুমি শীঘ্র সেথা
যদিও বা মুখ্য হেতু পার্ব্বতী নিশ্চয়
উদ্ভিদের জন্ম লাগি যদিও কারণ বীজ
জলসেচ বিনা তাতে অঙ্কুর না হয়। ॥ ১৮ ॥

ধন্য তব পুষ্পধনু, সার্থক হইল আজ
অমরগণের তরে তব অবদান
সাধিয়া অসাধ্য কর্ম্ম অমর হয়েছ তুমি
জিনি বিশ্বনাথে লভ অক্ষয় সম্মান। ॥ ১৯ ॥

কি ভাগ্য মদন তব, ত্রিলোকের মঙ্গলার্থে
তোমার কৃপার প্রার্থী পূজ্য দেবগণ
পুণঃ হেরো সেই কর্ম্ম পুষ্পধনু যোগে মাত্র
হিংসা ব্যতিরেকে পারে হতে সম্পাদন। ॥ ২০ ॥

তব নিত্য সহচর ঋতুরাজ বসন্তও
যোগাইবে শক্তি তব সদা সঙ্গে রহি
জ্বলে যবে হুতাশন বায়ুকে বলে কি কেহ
তীব্রকরে জ্বাল অগ্নি আরো জোরে বহি। ॥ ২১ ॥

প্রভুর প্রসাদদত্ত মাল্যসম সে আদেশ
শিরোধার্য্য করি কাম করিল গমন
ঐরাবত তাড়নায় রুক্ষকৃত হস্তে স্পর্শি
ইন্দ্রও জানাল তারে হৃদ্য আপ্যায়ণ। ॥ ২২ ॥

প্রাণপণে প্রভু-আজ্ঞা পালিবারে পঞ্চশর
পত্নী রতি আর সখা বসন্তেরে লয়ে
আসি উপস্থিত হল মহেশের বনাশ্রমে
গুরুভার কার্য্য চিন্তি সশঙ্ক হৃদয়ে। ॥ ২৩ ॥

তস্মিন বনে সংযমিনাং মুনীনাং
তপঃ সমাধেঃ প্রতিকূলবর্ত্তী ।
সংকল্পযোনে-রভিমানভূত
মাত্মানমাধায় মধুর্ জজৃম্ভে ॥ ২৪ ॥

কুবেরগুপ্তাং দিশমুষ্ণরশ্মৌ
গন্তুং প্রবৃত্তে সময়ং বিলঙ্ঘ্য
দিগ্‌দক্ষিণা গন্ধবহং মুখেন
ব্যলীকনিশ্বাস-মিবোৎসসর্জ ॥ ২৫ ॥

অসূত সদ্যঃ কুসুমান্যশোকঃ
স্কন্ধাৎ প্রভৃত্যেব সপল্লবানি ।
পাদেন নাপৈক্ষত সুন্দরীণাং
সম্পর্ক-মাশিঞ্জিত-নূপুরেণ ॥ ২৬ ॥

সদ্যঃ প্রবালোদ্গম-চারুপত্রে
নীতে সমাপ্তিং নবচূতবাণে ।
নিবেশয়ামাস মধুর্ দ্বিরেফান
নামাক্ষরাণীব মনোভবস্য ॥ ২৭ ॥

বর্ণপ্রকর্ষে সতি কর্ণিকারং
দুনোতি নির্গন্ধতয়া স্ম চেতঃ ।
প্রায়েণ সামগ্র্যবিধৌ গুণানাং
পরাঙ্মুখী বিশ্বসৃজঃ প্রবৃত্তিঃ ॥ ২৮ ॥

বালেন্দুবক্রাণ্য-বিকাশভাবাদ্
বভুঃ পলাশান্যতিলোহিতানি ।
সদ্যো বসন্তেন সমাগতানাং
নখক্ষতানীব বনস্থলীনাম্ ॥ ২৯ ॥

তখন বসন্ত ঋতু সংযমের প্রতিকূল
বিলাসের আয়োজন করে সেই বনে
হৃদয় মন্থনকারী বসন্তের এ মাহাত্ম্য
জাগায়ে তুলিল আশা কন্দর্পের মনে। ॥ ২৪ ॥

রবির উত্তরদিকে অবস্থান কালে শুধু
দক্ষিণ হইতে ভেসে আসে সমীরণ
অসময়ে দক্ষিণাংশ ত্যজিতে প্রবৃত্ত হলে
দীর্ঘশ্বাস সম বহে মলয় পবন। ॥ ২৫ ॥

নূপুর শিঞ্জিত কোন সুন্দরীর পদাঘাতে
অশোক কুসুম পারে ফুটিতে অকালে
বসন্তের অসময়ে আবির্ভাব হেতু বৃক্ষে
আপনি ফুটিল পুষ্প স্কন্ধ হতে ডালে। ॥ ২৬

নবোদ্গত কচি কচি আমের পল্লব মাঝে
মধুর লোভেতে অলি উড়ে এসে পড়ে
মনে হয় ঋতুরাজ লিখিলা কামের নাম
আম্রের মুকুল রূপ সুসজ্জিত শরে। ॥ ২৭ ॥

নানা বর্ণে সুশোভিত কর্ণিকার পুষ্পগুলি
কিন্তু হায় কোনরূপ গন্ধ নাহি তার
এ কেমন রীতি নীতি বিধাতার কোন সৃষ্টি
নাহি হয় এ জগতে সর্ব্ব গুণাধার। ॥ ২৮ ॥

ক্ষীণ বক্র চন্দ্র সম শোভিছে লোহিত বর্ণ
কাননের অর্দ্ধস্ফুট পলাশ মুকুল
যেন বসন্তের সহ মিলনের নখাঘাতে
রক্তাপ্লুতা বনস্থলী-রূপা নারীকুল। ॥ ২৯ ॥

লগ্নদ্বিরেফাঞ্জন-ভক্তিচিত্রং
মুখে মধুশ্রীস্তিলকং প্রকাশ্য।
রাগেণ বালারুণ-কোমলেন
চূতপ্রবালোষ্ঠ-মলঞ্চকার ॥ ৩০ ॥

মৃগাঃ পিয়াল দ্রুম-মঞ্জরীণাং
রজঃ কণৈর্বিঘ্নিত দৃষ্টিপাতাঃ
মদোদ্ধতাঃ প্রত্যনিলং বিচেরুর্
বনস্থলীঃ মর্মরপত্র-মোক্ষাঃ ॥ ৩১ ॥

চূতাঙ্কুরা স্বাদ-কষায় কণ্ঠঃ
পুংস্কোকিলো যন্মধুরং চুকূজ।
মনস্বিনীমান-বিঘাত দক্ষং
তদেব জাতং বচনং স্মরস্য ॥ ৩২ ॥

হিমব্যপায়াদ্-বিশদাধরাণা
মাপাণ্ডুরীভূত মুখচ্ছবীনাম্।
স্বেদোদ্গমঃ কিম্-পুরুষাঙ্গনানাং
চক্রে পদং পত্র-বিশেষকেষু ॥ ৩৩ ॥

তপস্বিনঃ স্থাণু-বনৌকস
স্তামাকালিকীং বীক্ষ্য মধুপ্রবৃত্তিম্।
প্রযত্ন-সংস্তম্ভিত-বিক্রিয়াণাং
কথঞ্চিদীশা মনসাং বভূবুঃ ॥ ৩৪ ॥

তং দেশমারোপিত-পুষ্প-চাপে
রতি-দ্বিতীয়ে মদনে প্রপন্নে
কাষ্ঠাগত স্নেহ-রসানুবিদ্ধং
দ্বন্দ্বানি ভাবং ক্রিয়য়া বিবব্রুঃ ॥ ৩৫ ॥

বসন্ত সৌন্দর্য্য লক্ষ্মী আঁকিল অঞ্জন চোখে
কৃষ্ণকায় সারিবদ্ধ অলিকুল দিয়া
ফুলে বসা সে ভ্রমর যেন কপোলের তিল
রাঙা চূতাঙ্কুরে দিল অধর রাঙিয়া ॥ ৩০ ॥

পিয়াল ফুলের রেণু চঞ্চলা মৃগীর দৃষ্টি
রুদ্ধ করে পড়ি তার দীর্ঘ দু'নয়নে
ঝরা শুষ্ক পত্র মধ্যে সৃজে সে মর্ম্মর ধ্বনি
বাতাসের প্রতিকূলে ক্ষিপ্র বিচরণে ॥ ৩১ ॥

চিবাইয়া কষযুক্ত আম্রের নবীন পত্র
কোকিল করেছে তার স্বর মধুতর
শুনি সে কাকলী ধ্বনি মানিনী ত্যজিলা মান
মনে করি সে ধ্বনিকে স্মর-কণ্ঠস্বর। ॥ ৩২ ॥

হিমের প্রাবল্য অন্তে কিন্নরার মুখচ্ছবি
পুনরায় পাণ্ডুবর্ণ করেছে ধারণ
কপোলে গণ্ডেতে যত পত্রাদি রচিত ছিল
স্বেদ বিন্দু সহ তার হয়েছে মিশ্রন। ॥ ৩৩ ॥

বসন্তের সমাগমে সাধক তপস্বীদের
ক্ষণকাল তরে চিত্ত উঠে চঞ্চলিয়া
শুধু মানসিক জোরে সংযত রহিল সবে
প্রাণপণে রাখে দমি আন্দোলিত হিয়া। ॥ ৩৪ ॥

রতি সহ কামদেব আসে যবে সে আশ্রমে
সঙ্গে নিয়া পুষ্পধনু সজ্জিত শরে
বনের সর্ব্বত্র সবে জোড়ায় জোড়ায় মিলি
প্রণয় সূচক ভঙ্গী করে পরস্পরে। ॥ ৩৫ ॥

মধু দ্বিরেফঃ কুসুমৈকপাত্রে
পপৌ প্রিয়াং স্বামনুবর্ত্তমানঃ।
শৃঙ্গেণ চ স্পর্শ-নিমীলিতাক্ষীং
মৃগীমকণ্ডূয়ত কৃষ্ণসারঃ ॥ ৩৬ ॥

দদৌ রসাৎ পঙ্কজ রেণু গন্ধি
গজায় গণ্ডূষ-জলং করেণুঃ।
অর্দ্ধোপভুক্তেন বিসেন জায়াং
সম্ভাবয়ামাস রথাঙ্গ নামা ॥ ৩৭ ॥

গীতান্তরেষু শ্রমবারি লেশৈঃ
কিঞ্চিৎ সমুচ্ছ্বাসিত-পত্র-লেখম্।
পুষ্পাসবা-ঘূর্ণিত-নেত্রশোভি
প্রিয়া মুখং কিম্-পুরুষশ্চু চুম্বে ॥ ৩৮ ॥

পর্য্যাপ্ত পুষ্প-স্তবক স্তনাভাঃ
স্ফুরৎ-প্রবালোষ্ঠ-মনোহরাভাঃ।
লতাবধূভ্যস্তর-বোঽপ্যবাপুর্
বিনম্রশাখা ভুজবন্ধনানি ॥ ৩৯ ॥

শ্রুতাপ্সরো-গীতিরপি ক্ষণেঽস্মিন্
হরঃ প্রসংখ্যান পরো বভূব
আত্মেশ্বরাণাং নহি জাতু বিঘ্নাঃ
সমাধি ভেদ প্রভবো ভবন্তি ॥ ৪০ ॥

লতা গৃহ দ্বার গতোঽথ নন্দী
বাম প্রকোষ্ঠার্পিত হেমবেত্রঃ।
মুখার্পিতৈকাঙ্গুলি-সংজ্ঞয়ৈব
মা চাপলায়েতি গণান ব্যনৈষীৎ ॥ ৪১ ॥

পুষ্পে বসি অগ্রে মধু ভ্রমরা করিলে পান
ভক্ত অলি পান করে অবশিষ্ট মধু।
শৃঙ্গ দ্বারা কৃষ্ণসার মৃগীর নয়ন প্রান্ত
স্পর্শিলে আবেশে চক্ষু মুদে মৃগবধু। ॥ ৩৬ ॥

করিনী গণ্ডূষ ভরি পদ্মগন্ধি বারি নিয়া
অর্দ্ধাংশ ঢালিয়া দেয় প্রিয়র বদনে
পদ্মের মৃণাল খানি না ইচ্ছি ভক্ষিতে একা
চক্রবাক রাখে অর্দ্ধ ভার্য্যার কারণে। ॥ ৩৭ ॥

হেরি গীত শ্রমে ক্লান্তা কিন্নরীর কপোলের
স্বেদ জলে উচ্ছ্বসিত প্রসাধন, আর
পুষ্পরস সুরা পানে ঘূর্ণিত মদির আঁখি
আবেগে চুম্বিলা স্বামী মুখখানি তার। ॥ ৩৮ ॥

লতা তার স্তন সম পুষ্পের স্তবক আর
আরক্ত অধর সম নবপত্র নিয়া
জড়াইতে চাহে যেন প্রিয় সখা তরুবরে
তরুও তাহারে বাঁধে শাখা ভুজ দিয়া। ॥ ৩৯ ॥

মধুকণ্ঠী অপ্সরার সঙ্গীত শুনেও কিন্তু
মহেশের না ঘটিল চিত্তের বিকার
আত্ম-নিয়ন্ত্রক যিনি কোনরূপ বাধাবিঘ্ন
নাহি পারে ভাঙ্গিবারে সমাধি তাহার। ॥ ৪০ ॥

লতাগৃহ দ্বার প্রান্তে দাঁড়াইয়া ছিল নন্দী
স্বর্ণবেত্র দণ্ডখানি বাম হস্তে ধরি
ইঙ্গিতে জানাল সবে ত্যজিতে চাঞ্চল্য ভাব
আপন তর্জ্জনী রাখি ওষ্ঠের উপরি। ॥ ৪১ ॥

নিষ্কম্প-বৃক্ষং নিভৃত-দ্বিরেফং
মূকাণ্ডজং শান্ত-মৃগ প্রচারম্।
তচ্ছাসনাৎ কাননমেব সর্ব্বং
চিত্রার্পিতারম্ভ-মিবাবতস্থে ॥ ৪২ ॥

দৃষ্টি প্রপাতং পরিহৃত্য তস্য
কামঃ পুরঃশুক্রমিব প্রয়াণে।
প্রান্তেষু-সংসক্ত-নমেরু-শাখং
ধ্যানাস্পদং ভূতপতের্-বিবেশ ॥ ৪৩ ॥

স দেবদারু-দ্রুম-বেদিকায়াং
শার্দূলচর্ম্ম-ব্যবধান-বত্যাম্
আসীনমাসন্ন-শরীর-পাত
স্ত্রিয়ম্বকং সংযমিনং দদর্শ ॥ ৪৪ ॥

পর্য্যঙ্কবন্ধ-স্থিরপূর্ব্বকায়
মৃজ্বায়তং সন্নমিতো-ভয়াংসম্।
উত্তান-পাণিদ্বয়-সন্নিবেশাৎ
প্রফুল্ল-রাজীব-মিবাঙ্কমধ্যে। ৪৫ ॥

ভুজঙ্গমোন্নদ্ধ-জটাকলাপং
কর্ণাবসক্ত-দ্বিগুণাক্ষ-সূত্রম্।
কণ্ঠ-প্রভাসঙ্গ-বিশেষ-নীলাং
কৃষ্ণত্বচং গ্রন্থিমতীং দধানম্ ॥ ৪৬ ॥

কিঞ্চিৎ-প্রকাশ-স্তিমিতো-প্রতারৈর্
ভ্রূ-বিক্রিয়ায়াং বিরত প্রসঙ্গৈঃ।
নেত্রৈ-রবিস্পন্দিত-পক্ষ্মমালৈর্
লক্ষ্যীকৃত-ঘ্রাণ-মধো-ময়ূখৈঃ ॥ ৪৭ ॥

সহসা থামিল বায়ু, ভ্রমর বিহঙ্গ মৃগ
নিমেষে থামায়ে শব্দ হইল নীরব,
এমন শাসন তার, শুধু মাত্র ইঙ্গিতেই
চিত্রার্পিত সম হল বনস্থলী সব। ॥ ৪২ ॥

এড়াতে নন্দীর দৃষ্টি পশ্চাৎ হইতে তার
দাঁড়াইল পঞ্চশর অতি সাবধানে
মহেশের শাখাঘন ধ্যানস্থল অন্তরালে
যেন তার সম্মুখস্থ শুক্রযুক্ত স্থানে। ॥ ৪৩ ॥

দেবদারু পাদমূলে নির্ম্মিত বেদী'পরে
আছে বসি রুদ্র, পাতি ব্যাঘ্রচর্ম্মাসন
পুষ্পধনু কাম কিন্তু আশু মৃত্যু না জেনেও
চমকি উঠিল তার হেরি ত্রিনয়ন। ॥ ৪৪ ॥

দেখিল সে বীরাসনে উপবিষ্ট মহেশ্বরে
ঊর্দ্ধভাগ সমুন্নত সরল নিশ্চল
উত্তান ভাবেতে ছিল হস্তদ্বয় তার ক্রোড়ে
যেন সদ্য প্রস্ফুটিত শুভ্র শতদল। ॥ ৪৫ ॥

সর্পদ্বারা সু-উন্নত ছিল জটাজাল তার
দ্বিগুণিত রুদ্রাক্ষের মালা ছিল কর্ণে
কণ্ঠেতে দু'প্রস্থ কাল শার্দ্দূল চর্ম্মের গ্রন্থি
হইয়াছে গাঢ় নীল সে কণ্ঠের বর্ণে। ॥ ৪৬ ॥

অচঞ্চল ভ্রূযুগল, অর্দ্ধ নিমীলিত চক্ষু
যদিও স্তিমিত তবু নহে দীপ্তিহীন
নাসাগ্রে নিবদ্ধ দৃষ্টি, স্থির নতমুখী তাই
নাসা দিয়ে ফুটি উঠে জ্যোতি অমলিন। ॥ ৪৭ ॥

অবৃষ্টি-সংরম্ভ-মিবাম্বুবাহ-
মপামিবাধার-মনুত্তরঙ্গম্।
অন্তশ্চরাণাং মরুতাং নিরোধান্
নিবাত নিষ্কম্পমিব প্রদীপম্॥ ৪৮॥

কপাল-নেত্রান্তর-লব্ধ মার্গৈর্
জ্যোতিঃ প্ররোহৈ-রুদিতৈঃ শিরস্তঃ।
মৃণাল-সূত্রাধিক-সৌকুমার্য্যাং
বালস্য লক্ষ্মীং গ্লপয়ন্তমিন্দোঃ॥ ৪৯॥

মনো নবদ্বার-নিষিদ্ধবৃত্তি
হৃদি ব্যবস্থাপ্য সমাধিবশ্যম্।
যমক্ষরং ক্ষেত্র-বিদো বিদু
স্তমাত্মান-মাত্মন্য-বলোকয়ন্তম্॥ ৫০॥

স্মরস্তথাভূত-মযুগ্মনেত্রং
পশ্যন্ন-দূরান্-মনসাপ্য-ধৃষ্যম্।
নালক্ষয়ৎ সাধ্বসসন্ন-হস্তঃ
স্রস্তং শরং চাপমপি স্বহস্তাৎ॥ ৫১॥

নির্বাণ ভূয়িষ্ঠ-মথাস্য বীর্য্যং
সন্ধুক্ষয়ন্তীব বপুর্ গুণেন।
অনুপ্রয়াতা বনদেবতাভ্যা
মদৃশ্যত স্থাবর রাজকন্যা॥ ৫২॥

অশোক-নির্ভর্ৎসিত-পদ্মরাগ
মাকৃষ্ট-হেম-দ্যুতি-কর্ণিকারম্।
মুক্তা-কলাপীকৃত-সিন্ধুবারং
বসন্ত-পুষ্পাভরণং বহন্তী॥ ৫৩॥

দেহ মধ্যে বায়ুগণে রুদ্ধ করি ছিল রুদ্র
বৃষ্টি সম্ভাবনা শূন্য মেঘের মতন।
অথবা তরঙ্গহীন সাগরের ন্যায় কিম্বা
স্থির দীপ সম যেথা নিশ্চল পবন। ॥ ৪৮ ॥

ললাটস্থ চক্ষু হতে শিরোদেশ বিনিসৃত
অপূর্ব্ব জ্যোতির প্রভা হয় নির্গমন
সে জ্যোতি লভিয়া তার মৃণাল সূত্রাপি স্নিগ্ধ
শিরশ্চন্দ্র কলা জ্যোতি করিছে ধারণ। ॥ ৪৯ ॥

শরীরের নবদ্বার রুদ্ধ করি মহেশ্বর
হৃদয়ে স্থাপিত রাখে আপনার মন
শাস্ত্রজ্ঞ জ্ঞাণীরা যারে শাশ্বত বা নিত্য বলে
সে আত্মাকে আত্মমধ্যে করে নিরীক্ষণ। ॥ ৫০ ॥

দূর হতে হেরি তার ভীষণ অযুগ্ম-নেত্র
শিহরিলা কামদেব আতঙ্কে অন্তরে
আপনার অগোচরে অবসন্ন হস্ত হতে
পুষ্পধনুশর তার ত্রাস্তে খসে পড়ে। ॥ ৫১ ॥

সখীদ্বয় সহ যবে পর্ব্বত-নন্দিনী উমা
আসি উপনীত হল সেই তপোবনে
হেরি তার শরীরের অপূর্ব্ব লাবণ্য রাশি
হতবীর্য্য মদনের আশা জাগে মনে। ॥ ৫২ ॥

পদ্মরাগ মনি হতে সুন্দর অশোকফুলে
সজ্জিতা অপূর্ব্বসাজে হিমালয়-বালা
কর্ণিকার পুষ্পগুলি স্বর্ণসম পায় শোভা
শ্বেত শুভ্র সিন্ধুবার-যেন মুক্তামালা। ॥ ৫৩ ॥

আবর্জিতা কিঞ্চিদিব স্তনাভ্যাং
বাসো বসানা তরুণার্করাগম্ ।
পর্য্যাপ্ত পুষ্প-স্তবকাবনম্রা
সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব ॥ ৫৪ ॥

স্রস্তাং নিতম্বাদবলম্বমানা
পুনঃ পুনঃ কেশর দাম কাঞ্চীম্ ।
ন্যাসীকৃতাং স্থানবিদা স্মরেণ
মৌর্বীং দ্বিতীয়ামিব কার্মুকস্য ॥ ৫৫ ॥

সুগন্ধি-নিঃশ্বাস-বিবৃদ্ধ-তৃষ্ণং
বিম্বাধরা-সন্নচরং দ্বিরেফম্ ।
প্রতিক্ষণং সম্ভ্রম-লোল-দৃষ্টির্
লীলারবিন্দেন নিবারয়ন্তী ॥ ৫৬ ॥

তাং বীক্ষ্য সর্বা-বয়বান বদ্যাং
রতেরপি হ্রীপদ মাদ ধানাম্ ।
জিতেন্দ্রিয়ে শূলিনি পুষ্পচাপঃ
স্বকার্য্য সিদ্ধিং পুনরাশশংসে ॥ ৫৭ ॥

ভবিষ্যতঃ পত্যুরুমা চ শম্ভোঃ
সমাসসাদ প্রতিহার ভূমিম্ ।
যোগাৎ স চান্তঃ পরমাত্মসংজ্ঞং
দৃষ্ট্বা পরং জ্যোতি-রুপাররাম ॥ ৫৮ ॥

ততো ভুজঙ্গাধিপতেঃ ফণাগ্রৈ
রধঃ কথঞ্চিদ্-ধৃত ভূমি ভাগঃ ।
শনৈঃ কৃতপ্রাণ-বিমুক্তিরীশঃ
পর্য্যঙ্ক-বন্ধং নিবিড়ং বিভেদ ॥ ৫৯ ॥

স্তনভারে হয়ে নত বালসূর্য্য সম রাঙা
রঙিন বল্কলখানি জড়াইয়া গায়
পুষ্পের স্তবক সহ রঙিন লতার মত
মন্দ-মন্দ গতি লয়ে গিরি-সুতা যায়। ॥ ৫৪ ॥

বকুলের মালা খানি নিতম্বে জড়ায়ে রাখি
রচিয়াছে উমাশশী চারু চন্দ্রহার
স্খলিত সে পুষ্পমাল্য এতই সুন্দর যেন
কন্দর্প স্থাপিছে সেথা পুষ্পধনু তার। ॥ ৫৫ ॥

সুগন্ধি নিশ্বাসে তার আকৃষ্ট ভ্রমর এক
বিম্বাধর সন্নিধানে করিছে ভ্রমণ
দংশনের ভয়ে ভীতা উমা বিতাড়িছে তারে
হস্তস্থিত শতদল করি সঞ্চালন। ॥ ৫৬ ॥

হেরিলে তাহার রূপ রতিও লজ্জিতা হয়
এমন সৌন্দর্য্য সুধা আছিল উমার
তার সহায়তা নিয়া জিতেন্দ্রিয় শূলীকেও
জিনিতে পারিবে কাম এ আশা তাহার। ॥ ৫৭ ॥

পার্ব্বতীও সে সময় ভাবী পতি মহেশের
কুটিরের দ্বার প্রান্তে দিলেন দর্শন
হৃদয়ে প্রত্যক্ষ করি জ্যোতির্ম্ময় পরমাত্মা
যোগীরাজ যোগ নেত্র করে উন্মোচন। ॥ ৫৮ ॥

প্রাণায়াম-রুদ্ধ বায়ু নির্গত করিয়া দিলে
শঙ্করের দেহ পুনঃ হল ভারযুক্ত
বাসুকী ফণার দ্বারা তুলিয়া ধরিলে পৃথ্বী
পদদ্বয় করে হর বীরাসন মুক্ত। ॥ ৫৯ ॥

তস্মৈ শশংস প্রণিপত্য নন্দী
শুশ্রূষয়া শৈল-সুতামুপেতাম্ ।
প্রবেশয়ামাস চ ভর্তুরেনাং
ভ্রূক্ষেপ-মাত্রানুমত-প্রবেশাম্ ॥ ৬০ ॥

তস্যাঃ সখীভ্যাং প্রণিপাতপূর্ব্বং
স্বহস্তলূনঃ শিশিরাত্যয়স্য ।
ব্যকীর্য্যত ত্র্যম্বক-পাদ-মূলে
পুষ্পোচ্চয়ঃ পল্লব-ভঙ্গ-ভিন্নঃ ॥ ৬১ ॥

উমাপি নীলালক-মধ্য-শোভি
বিস্রংসয়ন্তী নবকর্ণিকারম্ ।
চকার কর্ণচ্যুত-পল্লবেন
মূর্দ্ধা প্রণামং বৃষভধ্বজায় ॥ ৬২ ॥

অনন্যভাজং পতিমাপ্নুহীতি
সা তথ্যমেবাভিহিতা ভবেন ।
ন হীশ্বরব্যাহৃতয়ঃ কদাচিৎ
পুষ্ণন্তি লোকে বিপরীতমর্থম্ ॥ ৬৩ ॥

কামস্তু বাণাবসরং প্রতীক্ষ্য
পতঙ্গবদ্ বহ্নিমুখং বিবিক্ষুঃ ।
উমাসমক্ষং হর-বদ্ধ-লক্ষ্যঃ
শরাসনজ্যাং মুহুরামমর্শ ॥ ৬৪ ॥

অথোপনিন্যে গিরিশায় গৌরী
তপস্বিনে তাম্ররুচা করেণ ।
বিশোষিতাং ভানুমতো ময়ূখৈর্
মন্দাকিনী-পুষ্কর-বীজমালাম্ ॥ ৬৫ ॥

নন্দী আসি মহেশ্বরে দিলা এ সংবাদখানি—
আসিয়াছে গৌরী তার সেবা করিবারে
ভ্রূ-ভঙ্গীর ঈশারায় অনুমতি দিলে রুদ্র
গিরিশের সদনে যে আনিল উমারে। ॥ ৬০ ॥

শঙ্করের পুরোভাগে উপনীত হলে উমা,
মহেশের পাদমূলে তার সখীগণ
স্বহস্তে সংগ্রহীকৃত পুষ্প আর পল্লবাদি
বসন্তোপাচারে করে অঞ্জলি অর্পণ। ॥ ৬১ ॥

উমাও বৃষভধ্বজ জিতেন্দ্রিয় শঙ্করকে
আনত মস্তকে যবে প্রণিপাত করে
সুনীল অলক হ'তে কর্ণিকার গুচ্ছ আর
পুষ্প অবতংস কর্ণ হতে খসে পড়ে। ॥ ৬২ ॥

প্রণতা গৌরীকে শিব করিলেন সম্বোধন,
হইও অনন্যমন পতি-সোহাগিনী!
অযথার্থ নাহি হয় কদাচ তাহার বাণী
পরম ঈশ্বর সর্ব্ব চরাচরে যিনি। ॥ ৬৩ ॥

পতঙ্গ যেমন ধায় মরিতে অগ্নির দাহে
সেইরূপ হেরি কাম শিব ও উমারে
মরিতে সুযোগ খোঁজে নিক্ষেপিয়া পুষ্পশর
কিন্তু রুদ্রভয়ে বাণ জুড়িতে না পারে। ॥ ৬৪ ॥

মন্দাকিনী হতে তুলি শতদল পুষ্পরাজি
আতপে বিশুষ্ক করি বীজগুলি তার
স্বহস্তে বিনিয়া গৌরী কৃষ্ণবর্ণ জপমালা
আনিয়াছে গিরিশের তরে উপহার। ॥ ৬৫ ॥

পতিগ্রহীতুং প্রণয়ি-প্রিয়ত্বাৎ
ত্রিলোচনস্তা-মুপচক্রমে চ
সম্মোহনং নাম চ পুষ্পধন্বা
ধনুষ্যমোঘং সমধত্ত বাণম্ ॥ ৬৬ ॥

হরস্তু কিঞ্চিৎ-পরিলুপ্ত-ধৈর্য্যশ্
চন্দ্রোদয়ারম্ভ ইবাম্বুরাশিঃ।
উমামুখে বিম্ব-ফলাধরোষ্ঠে
ব্যাপারয়ামাস বিলোচনানি ॥ ৬৭

বিবৃণ্বতী শৈলসুতাপি ভাবমঙ্গৈঃ
স্ফুরদ্‌বালকদম্বকল্পৈঃ।
সাচীকৃতা চারুতরেণ তস্থৌ
মুখেন পর্য্যস্ত-বিলোচনেন ॥ ৬৮ ॥

অথেন্দ্রিয়ক্ষোভ-মযুগ্মনেত্রঃ
পুনর্বশিত্বাদ্‌-বলবন্নিগৃহ্য।
হেতুং স্বচেতো-বিকৃতের্-দিদৃক্ষু
দিশামুপান্তেষু সসর্জ দৃষ্টিম্ ॥ ৬৯ ॥

স দক্ষিণাপাঙ্গ-নিবিষ্ট-মুষ্টিং
নতাংসমাকুঞ্চিত-সব্যপাদম্।
দদর্শ চক্রীকৃত-চারু-চাপং
প্রহর্ত্তুমভ্যুদ্যত-মাত্ম-যোনিম্ ॥ ৭০ ॥

তপঃ-পরামর্শ-বিবৃদ্ধ-মন্যোর্
ভ্রূভঙ্গ-দুষ্প্রেক্ষ্য মুখস্য তস্য।
স্ফুরন্নুদর্চিঃ সহসা তৃতীয়া
দক্ষ্ণঃ কৃশানুঃ কিল নিষ্পপাত ॥ ৭১ ॥

প্রণয়ীর হস্ত হতে লইতে শ্রদ্ধায় দান
যেমনিই উপক্রম করে ত্রিলোচন
অমনি কন্দর্প তার পুষ্পধনু লয়ে হাতে
'সম্মোহন' বাণখানি করিল যোজন। ॥ ৬৬ ॥

চন্দ্রোদয়ে অম্বুরাশি যেরূপ চঞ্চল হয়
সেরূপ চাঞ্চল্য আসে শঙ্করের মনে
বিম্বসম অধরোষ্ঠ সুশোভিত মুখখানি
দেখিতে গিরিশ যেন চাহে ত্রিনয়নে। ॥ ৬৭ ॥

শৈলসুতা উমারও ভাবেতে বিভোর অঙ্গ
কণ্টকিত হল যেন কদম্বকেশর
লজ্জা হেতু না পারিয়া চাহিতে শঙ্কর-প্রতি
নতমুখে চিত্রবৎ রহে ভূমিপর। ॥ ৬৮ ॥

অচিরেই বিরূপাক্ষ সংযমের মহিমায়
পুণঃ হল শান্ত দমি চিত্তের বিকার
কি হেতু হইল তার এমন চাঞ্চল্য ভাব
দেখিবারে রোষনেত্রে চাহে চারিধার। ॥ ৬৯ ॥

অদূরে দেখিলা রুদ্র পুষ্পধনু কন্দর্পেরে
আকুঞ্চিত পদদ্বয় শরীর আনত
লয়ে বক্র চারু চাপ, মুষ্টিবদ্ধ ডান হাতে
শিবের সন্ধানে বাণ নিক্ষেপনে রত। ॥ ৭০ ॥

তপস্যার বিঘ্নহেতু ধূর্জটির মুখচক্ষু
ক্রোধেতে হইল অতি ভীষণ দর্শন
সহসা জ্বলিয়া উঠি প্রদীপ্ত বহ্নির শিখা
রোষারুণ নেত্র হতে করে নির্গমন। ॥ ৭১ ॥

ক্রোধং প্রভো সংহর সংহরেতি
যাবদ্‌গিরঃ খে মরুতাং চরন্তি।
তাবৎ স বহ্নির্‌-ভবনেত্রজন্মা
ভস্মাবশেষং মদনং চকার ॥ ৭২ ॥

তীব্রাভিষঙ্গপ্রভবেণ বৃত্তিং
মোহেন সংস্তম্ভয়-তেন্দ্রিয়াণাম্।
অজ্ঞাত-ভর্ত্তৃ-ব্যসনা মুহূর্ত্তং
কৃতো পকারেব রতির্বভূব ॥ ৭৩ ॥

তমাশু বিঘ্নং তপসস্তপস্বী
বনস্পতিং বজ্র ইবাবভজ্য।
স্ত্রী-সন্নিকর্ষং পরিহর্ত্তু-মিচ্ছন্
নন্তর্দধে ভূতপতিঃ সভূতঃ ॥ ৭৪ ॥

শৈলাত্মজাপি পিতুরুচ্ছিরসো
হ্ভিলাষং ব্যর্থং সমর্থ্য ললিতং বপুরাত্মনশ্চ।
সখ্যোঃ সমক্ষমিতি চাধিকজাত-লজ্জা
শূন্যা জগাম ভবনাভিমুখী কথঞ্চিৎ ॥ ৭৫ ॥

সপদি মুকুলিতাক্ষীং রুদ্রসংরম্ভভীত্যা
দুহিতর-মনুকম্প্যামদ্রিবাদায় দোর্ভ্যাম্।
সুরগজ ইব বিভ্রৎ পদ্মিনীং দন্তলগ্নাং
প্রতিপথগতি-রাসীদ্-বেগদীর্ঘী-কৃতাঙ্গঃ ॥ ৭৬ ॥

ইতি তৃতীয়ঃ সর্গঃ

"সংবর সংবর প্রভু, সংবরণ কর ক্রোধ"
আতঙ্কিত দেবগণ স্বর্গ হতে বলে
ঊর্দ্ধ হতে সেই বাণী মর্ত্ত্যে আসিবার পূর্ব্বে
ভস্মীভূত হল কাম রুদ্র-কোপানলে। ॥ ৭২ ॥

তীব্র অগ্নিশিখা হেরি শঙ্কিত-হৃদয়া রতি
মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূমে পড়ে লুটাইয়া
সে মূর্চ্ছা বস্তুতঃ তার সাধিয়াছে উপকার
ক্ষণেক পতির শোক বুঝিতে না দিয়া। ॥ ৭৩ ॥

সহসা যেমন বজ্র দগ্ধকরি বৃক্ষরাজে
পলকে অদৃশ্য হয়, তেমনি ঈশান
তপস্যার বিঘ্নকারী কন্দর্পকে ভস্ম করি
ত্যাজি নারীসঙ্গ করে সদলে প্রস্থান। ॥ ৭৪ ।

শৈলজাও হেরি পিতৃ-অভিলাষ হতে ব্যর্থ
অধিক লজ্জিতা হল সখী-সন্নিধানে
সৌন্দর্য্যের অসারতা মনে মনে চিন্তা করি
শূণ্য মনে নতমুখে চলে গৃহপানে। ॥ ৭৫ ॥

রুদ্রভয়ে শঙ্কিতা ও মুদিত-নয়না ভীতা
উমারে লইয়া কোলে দু'বাহু বাড়ায়ে
দন্তেলয়ে পদ্মিনীকে গজরাজ ধায় যথা
শূণ্য মার্গে গৃহ পানে গিরি ছুটে যায়। ॥ ৭৬ ॥

তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত

পঞ্চমঃ সর্গঃ

তথা সমক্ষং দহতা মনোভবং
পিনাকিনা ভগ্নমনোরথা সতী।
নিনিন্দ রূপং হৃদয়েন পার্ব্বতী
প্রিয়েষু সৌভাগ্যফলা হি চারুতা ॥ ১ ॥

ইয়েষ সা কর্ত্তু-মবন্ধ্য-রূপতাং
সমাধিমাস্থায় তপোভিরাত্মনঃ
অবাপ্যতে বা কথমন্যথা দ্বয়ং
তথাবিধং প্রেম পতিশ্চ তাদৃশঃ ॥ ২ ॥

নিশম্য চৈনাং তপসে কৃতোদ্যমাং
সুতাং গিরীশপ্রতিসক্তমানসাম্।
উবাচ মেনা পরিরভ্য বক্ষসা
নিবারয়ন্তী মহতো মুনিব্রতাৎ ॥ ৩ ॥

মনীষিতাঃ সন্তি গৃহেষু দেবতাস্তপঃ
ক বৎসে ক চ তাবকং বপুঃ।
পদং সহেত ভ্রমরস্য পেলবং
শিরীষপুষ্পং ন পুনঃ পতত্রিণঃ ॥ ৪ ॥

ইতি ধ্রুবেচ্ছা-মনুশাসতী সুতাং
শশাক মেনা ন নিয়ন্তু-মুদ্যমাৎ।
ক ঈপ্সিতার্থস্থিরনিশ্চয়ং মনঃ
পয়শ্চ নিম্নাভিমুখং প্রতীপয়েৎ ॥ ৫ ॥

পঞ্চম সর্গ

চক্ষুর সম্মুখে তার হেরি পিনাকীর দ্বারা
ভস্মীভূত কন্দর্পেরে, ভগ্নমনে সতী
নিন্দিলা আপন রূপ, না পারি যে রূপ দ্বারা
তুষ্ট করি প্রিয়তমে হতে ভাগ্যবতী ।॥ ১ ॥

তপস্যার দ্বারা তাই সৌন্দর্যের অপূর্ণতা
পূর্ণ করি দিতে ইচ্ছা করিলা পার্ব্বতী
কঠোর সাধনা বিনা কখনও সুলভ কি
পতির প্রণয় আর শিব সম পতি ।॥ ২ ॥

হইয়া আসক্তিমতী গিরিশের প্রতি উমা
কঠোর তপস্যা লাগি করিয়াছে মন
শুনি এই কথা মেনা বক্ষে ধরি দুহিতারে
মুনি যোগ্য ব্রত হতে করিলা বারণ ।॥ ৩ ॥

আছে গৃহে বহু দেব, কর তাহাদের পূজা
তব অঙ্গে না সহিবে দুঃসহ সাধন
ভ্রমরের পদ ভার সহিলেও শিরিষ কি
পারে কোন পক্ষীভার করিতে বহন ।॥ ৪ ॥

এইরূপ উপদেশ দিলেও কন্যারে মেনা
পারিল না নিবারিতে উদ্যম তাহার
নিম্নগামী বারিসম নিশ্চিত ইচ্ছাকে কেহ
পারে কি ফিরাতে কভু অন্য দিকে আর ।॥ ৫

কদাচিদাসন্নসখীমুখেন সা
মনোরথজ্ঞং পিতরং মনস্বিনী
অযাচতারণ্য নিবাসমাত্মনঃ
ফলোদয়ান্তায় তপঃসমাধয়ে ॥ ৬ ॥

অথানুরূপাভিনিবেশ তোষিণা
কৃতাভ্যনুজ্ঞা গুরুণা গরীয়সা।
প্রজাসু পশ্চাৎ প্রথিতং তদাখ্যয়া
জগাম গৌরী শিখরং শিখণ্ডিমৎ ॥ ৭ ॥

বিমুচ্য সা হার-মহার্য্য নিশ্চয়া
বিলোলযষ্টি-প্রবিলুপ্ত-চন্দনম্।
ববন্ধ বালারুণ-বভ্রু বল্কলং
পয়ো ধরোৎ সেধ-বিশীর্ণ সংহতি ॥ ৮ ॥

যথা প্রসিদ্ধৈর্-মধুরং শিরোরুহৈর্
জটাভি-রপোব-মভূৎ-তদাননম্।
ন ষটপদ শ্রেণি ভিরেব পঙ্কজং
স শৈবলা সঙ্গ-মপি প্রকাশতে ॥ ৯ ॥

প্রতিক্ষণং সা কৃতরোম বিক্রিয়াং
ব্রতায় মৌঞ্জীং ত্রিগুণাং বভার যাম্।
অকারি তৎ-পূর্ব্বনিবদ্ধয়া তয়া
সরাগমস্যা রশনাগুণাস্পদম্ ॥ ১০ ॥

বিসৃষ্ট রাগাদ্-ধরান্নিবর্ত্তিতঃ
স্তনাঙ্গ-রাগারুণিতাচ্চ কন্দুকাৎ।
কুশাঙ্কুরা দান-পরিক্ষতাঙ্গুলিঃ
কৃতোঽক্ষ-সূত্র-প্রণয়ী তয়াকরঃ ॥ ১১ ॥

মনোরথ জ্ঞাত পিতা হিমাদ্রীকে একদিন
জানাইল উমা তার সখীর বদনে
যতদিনে বাঞ্ছা তার নাহি হয় পরিপূর্ণ
তপস্যা করিয়া কাল কাটাইবে বনে। ॥ ৬ ॥

লভি পিতৃ অনুমতি তপস্যার তরে উমা
আসিলা শান্তির কুঞ্জ গিরিশৃঙ্গ ধামে
সে গিরি শিখরে গৌরী লভেছিলা সিদ্ধি, তাই
খ্যাত হল জগতে তা গৌরীশৃঙ্গ নামে। ॥ ৭ ॥

সংকল্পে অটুট উমা ত্যজিলা কণ্ঠের হার
চন্দন-চর্চ্চিত বুকে যে হার দুলিত
বাল সূর্য্য সম লাল বল্কল বাঁধিলা গলে
বক্ষ স্পর্শে যাহা হল বিশীর্ণ ক্ষয়িত। ॥ ৮ ॥

যেমন সুদীর্ঘ কেশে শোভিত আনন তার
তেমন পাইল শোভা জটাজাল ভারে,
পদ্মের সৌন্দর্য্য শুধু নহে অলিকুল মধ্যে
সমভাবে শোভা পায় শৈবাল মাঝারে। ॥ ৯ ॥

কঠোর ব্রতের লাগি পরিলা নিতম্বে গৌরী
কঠিন মেখলা মুঞ্জ ত্রিগুণ জড়িত
শোভিত যে অঙ্গ পূর্ব্বে মণিময় রশনায়
আজি তাহা মুঞ্জস্পর্শে রক্তাক্ত ব্যথিত। ॥ ১০ ॥

যে হস্তে রাঙাত উমা অধরোষ্ঠ খানি, আর
কন্দুকাদি রাঙা বক্ষে করিত গ্রহণ
আজি কুশাঙ্কুরবিদ্ধ পরিক্ষত সেই হস্তে
রুদ্রাক্ষের জপমালা করিছে ধারণ। ॥ ১১ ॥

মহার্হ-শয্যা-পরিবর্ত্তন-চ্যুতৈঃ
স্বকেশ-পুষ্পৈরপি যা স্ম দূয়তে।
অশেত সা বাহু-লতোপধায়িনী
নিষেদুষী স্থণ্ডিল এব কেবলে ॥ ১২ ॥

পুনর্গ্রহীতুং নিয়মস্থয়া তয়া
দ্বয়েঽপি নিক্ষেপ ইবার্পিতং দ্বয়ম্।
লতাসু তন্বীষু বিলাসচেষ্টিতং
বিলোল দৃষ্টং হরিণাঙ্গনাসু চ ॥ ১৩ ॥

অতন্দ্রিতা সা স্বয়মেব বৃক্ষকান্
ঘট-স্তন-প্রস্রবণৈর্ব্যবর্দ্ধয়ৎ।
গুহোঽপি যেষাং প্রথমাপ্ত-জন্মনা
ন পুত্র বাৎসল্য-মপাকরিষ্যতি ॥ ১৪ ॥

অরণ্য-বীজাঞ্জলি-দান-লালিতা
স্তথা চ তস্যাং হরিণা বিশশ্বসুঃ।
যথা তদীয়ৈর্নয়নৈঃ কুতূহলাৎ
পুরঃ সখীনামমিমীত লোচনে ॥ ১৫ ॥

কৃতাভিষেকাং হুত জাত বেদসং
ত্বগুত্তরাসঙ্গ-বতী-মধীতি নীম্।
দিদৃক্ষবস্তা-মৃষয়ো-ঽভ্যাগমন্
ন ধর্ম্ম বৃদ্ধেষু বয়ঃ সমীক্ষ্যতে ॥ ১৬ ॥

বিরোধি-সত্ত্বোজ্ঝিত-পূর্ব্বমৎসরং
দ্রুমৈরভীষ্ট-প্রসবার্চ্চিতাতিথি।
নবোটজাভ্যন্তর-সংভৃতানলং
তপোবনং তচ্চ বভূব পাবনম্ ॥ ১৭ ॥

কোমল শয্যায় শুয়ে আপনার কেশ হতে
খলিত পুষ্পেও যেবা পাইয়াছে ব্যথা,
কঠিন ভূমির পরে আজ যে বসিয়া থাকে
কভু শোয় রাখি নিজ বাহু পরে মাথা। ॥ ১২ ॥

পুনর্বার গ্রহণের সর্ত্তে উমা দিয়াছিল
মৃগী ও লতারে তার দৃষ্টি আর গতি
নতুবা কোথায় পেল হরিণী চপল দৃষ্টি
মধুর নর্ত্তন কোথা পাইল ব্রততী। ॥ ১৩ ॥

তন্দ্রাহীনা গৌরী তার স্তন্যরূপ ধারা সম
ঘট ভরি বৃক্ষে জল করিত সিঞ্চন
যে অপত্য স্নেহ তার জন্মেছিল তরুপরে
কুমারের জন্মেও তা আছিল তেমন। ॥ ১৪ ॥

বন জাত তৃণধান্য স্বহস্তে অর্পিলে উমা
এমন বিশ্বস্ত হল হরিণী সকল
করে ধরি চক্ষু দুটি সখীর নেত্রের সাথে
মিলালেও ছিল তারা ধীর অচঞ্চল। ॥ ১৫ ॥

অভিষেক গতে যবে বল্কল উত্তরী পরি
হোম জ্বালি স্তব স্তুতি করিত পার্ব্বতী
তপশ্চারী ঋষিরাও সশ্রদ্ধে হেরিত তাহা
বয়ঃ ক্রম ধার্য্য নহে ধর্ম্মে যার মতি। ॥ ১৬ ॥

ভুলি হিংসা পরস্পরে শ্বাপদেরা ছিল যেথা
বৃক্ষ দিত আকাঙ্খিত ফল অতিথিরে,
সদাই সজ্জিত সেথা থাকিত হোমের অগ্নি
স্বর্গভাব বিরাজিত সে পর্ণ কুটিরে। ॥ ১৭ ॥

যদা ফলং পূর্ব্বতপঃ সমাধিনা
 ন তাবতা লভ্য মমংস্ত কাঙ্খিতম্।
তদানপেক্ষ্য স্বশরীর-মার্দ্দবং
 তপো মহৎ সা চরিতুং প্রচক্রমে॥ ১৮॥

ক্লমং যযৌ কন্দুক-লীলয়াপি যা
 তয়া মুনীনাং চরিতং ব্যগাহ্যত।
ধ্রুবং বপুঃ কাঞ্চন-পদ্ম-নির্ম্মিতং
 মৃদু প্রকৃত্যা চ সসারমেব চ॥ ১৯॥

শুচৌ চতুর্ণাং জ্বলতাং হবির্ভুজাং
 শুচি-স্মিতা মধ্যগতা সুমধ্যমা।
বিজিত্য নেত্র-প্রতিঘাতিনীং প্রভা-
 মনন্য-দৃষ্টিঃ সবিতার-মৈক্ষত॥ ২০॥

তথাতি তপ্তং সবিতুর্-গভস্তিভির্-
 মুখং তদীয়ং কমল-শ্রিয়ং দধৌ।
অপাঙ্গয়োঃ কেবল-মস্য দীর্ঘয়োঃ
 শনৈঃ শনৈঃ শ্যামিকয়া কৃতং পদম্॥ ২১॥

অযাচি-তোপস্থিত-মম্বু কেবলং
 রসাত্মকস্যো-ডুপতেশ্চ রশ্ময়ঃ।
বভূব তস্যাঃ কিল পারণা বিধির্ন
 বৃক্ষ-বৃত্তি-ব্যতিরিক্ত-সাধনঃ॥ ২২॥

নিকামতপ্তা বিবিধেন বহ্নিনা
 নভশ্চরেণেন্ধনসম্ভৃতেন সা।
তপাত্যয়ে বারিভি-রুক্ষিতা নবৈর্
 ভুবা সহোষ্মান-মমুঞ্চ-দূর্দ্ধগম্॥ ২৩॥

কিন্তু কৃচ্ছ্র সাধনার পরেও যখন নাহি
পারিল অভিষ্ট লাভ করিতে পার্ব্বতী
আরো সুকঠোর তপে নিয়োজিলা আপনারে
না চাহিয়া শরীরের সামর্থ্যের প্রতি। ॥ ১৮ ॥

কন্দুক লইয়া পূর্ব্বে খেলিতে যে হত ক্লান্ত,
তার তপে ঋষিরাও মানে পরাভব
মনে হয় স্বর্ণ পদ্মে বিরচিত তার দেহ
কোমল শরীরে তাই কাঠিন্য সম্ভব। ॥ ১৯ ॥

প্রখর নিদাঘে জ্বালি চতুঃস্পার্শে অগ্নিকুণ্ড
শুচিস্মিতা কৃশোদরী মার্ত্তণ্ডের প্রতি
চাহিয়া প্রচণ্ড তাপে পীড়া দিয়া নিজ নেত্রে
পঞ্চাগ্নির তপশ্চর্য্যা সাধিত পার্ব্বতী। ॥ ২০

সূর্য্যের জ্বলন্ত তাপে সন্তপ্ত আননখানি
রাঙিয়া হইল যেন স্ফুটিত কমল
কৃচ্ছ্র সাধনার হেতু আকর্ণ বিস্তৃত চক্ষে
মসীরেখা হল যেন পুষ্পে অলিদল। ॥ ২১ ॥

অযাচিত বৃষ্টিধারা আর চন্দ্রকর সুধা
একমাত্র খাদ্যবস্তু যেমন বৃক্ষের
সেরূপ এ বস্তুদ্বয় পার্ব্বতীর ছিল ভোজ্য
অভিন্ন পারণ দ্রব্য ছিল উভয়ের। ॥ ২২ ॥

খর গ্রীষ্মে দগ্ধি নিজে অগ্নি কুণ্ডলীর মধ্যে
আর শিরোপরে রাখি জ্বলন্ত আকাশ,
বৃষ্টি লভি তপ্ত ধরা ত্যজে যথা উষ্ণ ভাপ
সেইরূপ ত্যজে উমা উত্তপ্ত নিশ্বাস। ॥ ২৩ ॥

স্থিতাঃ ক্ষণং পক্ষ্মসু তাড়িতাধরাঃ
    পয়োধরোৎসেধ-নিপাত-চূর্ণিতাঃ
বলীষু তস্যাঃ স্খলিতাঃ প্রপেদিরে
    চিরেণ নাভিং প্রথমোদবিন্দবঃ ॥ ২৪ ॥

শিলাশয়াং তাম-নিকেত বাসিনীং
    নিরন্তরাস্বন্ত-রবাতবৃষ্টিষু।
ব্যলোকয়ন-স্তুন্মিষিতৈ-স্তড়িন্ময়ৈর্
    মহাতপঃ সাক্ষ্যো ইব স্থিতাঃ ক্ষপাঃ ॥ ২৫ ॥

নিনায় সাত্যন্ত-হিমোৎ কিরানিলাঃ
    সহস্য-রাত্রী-রুদ বাসতৎ পরা।
পরস্পরা ক্রন্দিনি চক্রবাকয়োঃ
    পুরো বিযুক্তে মিথুনে কৃপাবতী ॥ ২৬ ॥

মুখেন সা পদ্মসুগন্ধিনা নিশি
    প্রবেপ-মানাধর-পত্রশোভিনা।
তুষার বৃষ্টি-ক্ষত-পদ্ম-সংপদাং
    সরোজ-সন্ধান মিবা-করোদপাম্ ॥ ২৭ ॥

স্বয়ং বিশীর্ণদ্রুম-পর্ণ বৃত্তিতা—
    পরা হি কাষ্ঠা তপসস্তয়া পুনঃ।
তদপ্য পাকীর্ণ-মতঃ প্রিয়ংবদ্যং
    বদন্ত্য পর্ণেতি চ তাং পুরাবিদঃ ॥ ২৮ ॥

মৃণালিকা পেলব-মেবমাদিভির্
    ব্রতৈঃ স্বমঙ্গং গ্লপয়ন্ত্যহর্নিশম্।
তপঃ শরীরৈঃ কঠিনৈ-রুপার্জিতং
    তপস্বিনাং দূর-মধশ্চকার সা ॥ ২৯ ॥

প্রথম বৃষ্টির ফোঁটা পড়িয়া নয়ন পাতে
স্খলিত হইয়া পড়ে উমার অধরে
সেথা হতে নামি আসি পয়োধরে বিচূর্ণিয়া
গড়াইয়া পড়ে তার নাভির গহ্বরে। ॥ ২৪ ॥

নিদারুণ শৈত্য আর ঝঞ্ঝা বাত্যা বৃষ্টি মাঝে
সারা নিশি কাটাইত উমা বহির্দ্বারে
ক্ষণে ক্ষণে ক্ষণপ্রভা নভস্তলে চমকিয়া
তপস্যার সাক্ষীরূপে নেহারিত তারে। ॥ ২৫

হিম ও তুষারে পূর্ণ পউষের রাত্রে উমা
তপস্যা করিত জলে নিমগ্ন হইয়া,
হৃদয় ব্যথিত তার চক্রবাক দম্পতির
পরস্পর বিরহের ক্রন্দন শুনিয়া। ॥ ২৬ ॥

তীব্র শীতে কম্পমান পদ্মগন্ধি মুখখানি,
ভাসিত জলের মাঝে পদ্মের সমান,
সে জলের পুষ্পরাজি তুষারে বিলুপ্ত তাই
উমা পূরিয়াছে যেন সেই শূন্যস্থান। ॥ ২৭ ॥

স্খলিত পত্রের রসে জীবন রক্ষাই শুধু
তপস্যার পরাকাষ্ঠা পরম সাধনা;
কিন্তু উমা পত্রটিও করিত না স্পর্শ তাই
পুরাবিৎ তার নাম রাখিল অপর্ণা। ॥ ২৮ ॥

মৃণাল সদৃশ দেহ শুকায়ে মলিন হল
কঠোর সাধনা আর আত্ম-নিপীড়নে;
তপস্বীর তপশ্চর্য্যা অতি তুচ্ছ উপমায়
উমার এ সুকঠিন তপস্যার সনে। ॥ ২৯ ॥

অথাজিনাষাঢ়-ধরঃ প্রগল্ভবাক্
জ্বলন্নিব ব্রহ্মময়েন তেজসা।
বিবেশ কশ্চিজ্জ—জটিল—স্তপোবনং
শরীর-বদ্ধঃ প্রথমাশ্রমো যথা ॥ ৩০ ॥

তমাতিথেয়ী বহুমান পূর্ব্বয়া
সপর্য্যয়া প্রত্যুদিয়ায় পার্ব্বতী
ভবন্তি সাম্যেঽপি নিবিষ্ট চেতসাং
বপুর-বিশেষেস্বতি-গৌরবাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ৩১ ॥

বিধিপ্রযুক্তাং পরিগৃহ্য সৎক্রিয়াং
পরিশ্রমং নাম বিনীয় চ ক্ষণম্।
উমাং স পশ্যন্ ঋজুনৈব চক্ষুষা
প্রচক্রমে বক্তু, মনুজ্ঝিত ক্রমঃ ॥ ৩২ ॥

অপি ক্রিয়ার্থং সুলভং সমিৎকুশং
জলান্যপি-স্নাণ-বিধিক্ষমাণি তে।
অপি স্বশক্ত্যা তপসি প্রবর্ত্তসে
শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্ ॥ ৩৩ ॥

অপি ত্বদাবর্জ্জিত-বারি-সম্ভৃতং
প্রবাল মাসা-মনুবন্ধি বীরুধাম্।
চিরোজ্ঝিতা-লক্তকপাটলেন তে
তুলাং যদারোহতি দন্তবাসসা ॥ ৩৪ ।

অপি প্রসন্নং হরিণেষু তে মনঃ
করস্থ-দর্ভ-প্রণয়া পহারিষু।
য উৎপলাক্ষি প্রচলৈর-বিলোচনৈ-
স্তবাক্ষি-সাদৃশ্য-মিব প্রযুঞ্জতে ॥ ৩৫ ॥

শিরে বহি জটা এক তেজোময় ব্রহ্মচারী
আসি উপনীত হল গৌরীর সদন
স্পষ্ট বাদী অনাড়ষ্ট মৃগচর্ম্ম পরিহিত
ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম অঙ্গে করিয়া ধারণ। ॥ ৩০ ॥

আতিথেয়ী উমা তারে বহু পরিচর্যা করি
করিলেন অভ্যর্থনা যত্ন আপ্যায়ন,
হেন দেহধারী জনে নিরাসক্ত ব্যক্তিরাও
সমাদর না করিয়া পারেনা কখন। ॥ ৩১ ॥

উমার প্রদত্ত যত্ন আতিথ্য গ্রহণ করি
ক্ষণকাল সে তপস্বী বিশ্রাম লভিলা,
সহজ সরল নেত্রে সর্ব্বাঙ্গ হেরিয়া তার
প্রাঞ্জল ভাষায় পরে তাহারে বলিলা। ॥ ৩২ ॥

হে তাপসী. হেথায় কি সুলভ যজ্ঞের কাষ্ঠ
কুশ ও প্রচুর জল স্নানাদির তরে?
এ কঠোর তপস্যা কি সম্ভব তোমার দেহে?
জানিও শরীর অগ্রে ধর্ম্ম চর্চ্চা পরে। ॥ ৩৩ ॥

সদাই কি তব হস্তে জলের সিঞ্চন লভি
রক্তবর্ণ ধরিয়াছে নবীন পল্লব,
যদি ও অলক্তরাগ বর্জ্জিত অধর তব
তবু তার সাথে তুলা নহে এইসব। ॥ ৩৪ ॥

সদা স্নেহশীলা তুমি অনুরক্তা মৃগী প্রতি,
তব হস্তস্থিত তৃণ যারা কাড়ি লয়,
কত না প্রয়াসী তারা দেখাতে আয়ত নেত্র,
কিন্তু কমলাক্ষি, তাহা তবসম নয়। ॥ ৩৫ ॥

যদুচ্যতে পার্ব্বতি পাপবৃত্তয়ে ন
　　রূপমিত্যব্যভিচারি তদ্বচঃ।
তথাহি তে শীল-মুদার-দর্শনে
　　তপস্বিনী সপ্যুপ-দেশতাং গতম্॥ ৩৬॥

বিকীর্ণ-সপ্তর্ষি-বলি প্রহাসিভি-
　　স্তথা ন গাঙ্গৈঃ সলিলৈর-দিবশ্চ্যুতৈঃ।
যথা ত্বদীয়ৈশ্-চরিতৈর-নাবিলৈর্-
　　মহীধরঃ পাবিত এব সান্বয়ঃ॥ ৩৭॥

অনেন ধর্ম্মঃ সবিশেষমদ্য
　　মে ত্রিবর্গসারঃ প্রতিভাতি ভাবিনি।
ত্বয়া মনো-নির্ব্বিষয়ার্থ-কাময়া
　　যদেক এব প্রতি গৃহ্য সেব্যতে॥ ৩৮॥

প্রযুক্ত-সৎকার-বিশেষমাত্মনা
　　ন মাং পরং সম্প্রতি পন্তু-মর্হসি।
যতঃ সতাং সন্নতগাত্রি!
　　সঙ্গতং মনীষিভিঃ সাপ্তপদীন-মুচ্যতে॥ ৩৯

অতোহত্র কিঞ্চিদ্-ভবতীং বহুক্ষমাং
　　দ্বিজাতিভাবা-দুপপন্ন-চাপলঃ।
অয়ং জনঃ প্রষ্টুমনা-স্তপোধনে!
　　ন চেদ্রহস্যং প্রতিবক্তুমর্হসি॥ ৪০॥

কুলে প্রসূতিঃ প্রথমস্য বেধস
　　স্ত্রিলোক সৌন্দর্য্যমিবোদিতং বপুঃ।
অমৃগ্যমৈশ্বর্য্য সুখং নবং বয়
　　স্তপঃ ফলং স্যাৎ কিমতঃ পরং বদ॥ ৪১॥

সুন্দর কান্তিতে নাহি পরশয় ব্যাভিচার
তোমা হেরি এই বাক্য সত্য বলে মানি
হে দীর্ঘনয়না উমা, নির্ম্মল চরিত্র তব
তপশ্চারী ঋষিরও আদর্শ তা জানি। ॥ ৩৬ ॥

সপ্তর্ষির পূজা দ্রব্য পুষ্পাদি বহণ করি
গঙ্গা স্রোত হিমাদ্রীকে করেছে পবিত্র,
কিন্তু তাহা হইতেও পবিত্র করিল আজ
সবান্ধব গিরীশকে তোমার চরিত্র। ॥ ৩৭ ॥

ধর্ম্ম অর্থ কাম এই ত্রিবর্গের মধ্যে তুমি
ধর্ম্মকে নিয়াছ করি অন্তরে বর্জ্জন,
তাই ভাবি ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ, নতুবা তোমার মত
মেধাবিনী না করিত উহারে বরণ। ॥ ৩৮ ॥

হে তাপসী, যে আতিথ্য প্রদর্শিলে তুমি আজ
তাতে তুমি না ভাবিতে পার মোরে পর।
কিন্তু অত লজ্জা কেন ? পাঁচ সাত কথাতেই
সাধু সজ্জনেরা হয় বন্ধু পরস্পর। ॥ ৩৯ ॥

তব অন্তরঙ্গ এই ব্রাহ্মণ যুবার তুমি
চাপল্য করিও ক্ষমা হে ক্ষমাদায়িনী,
যদি জানিবারে চাই দুই চারি কথা তব
গোপনীয় না হইলে বল তপস্বিনী ! ॥ ৪০ ॥

জন্ম তব আদি পিতা হিরণ্যগর্ভের কূলে
ত্রিলোকের সেরা রূপ তনুতে তোমার,
নবীন যৌবন তব, অপার ঐশ্বর্য্য সুখ,
তথাপি কি প্রয়োজন আছে তপস্যার ? ॥ ৪১ ॥

ভবত্যনিষ্টাদপি নাম দুঃসহাৎ
মনস্বিনীনাং প্রতিপত্তিরীদৃশী।
বিচার-মার্গপ্রহিতেন চেতসা
ন দৃশ্যতে তচ্চ কৃশোদরি ত্বয়ি ॥ ৪২ ॥

অলভ্য-শোকাভিভবেয়মাকৃতির্
বিমানানা সুভ্রু কুতঃ পিতুর্গৃহে !
পরাভিমর্শো ন তবাস্তি কঃ করং
প্রসারয়েৎ পন্নগ-রত্ন সূচয়ে ॥ ৪৩ ॥

কিমিত্যপাস্যা-ভরণানি যৌবনে
ধৃতং ত্বয়া বার্দ্ধকশোভি বল্কলম্।
বদ প্রদোষে স্ফুট-চন্দ্রতারকা
বিভাবরী যদ্যরুণায় কল্পতে ॥ ৪৪ ॥

দিবং যদি প্রার্থয়সে বৃথা শ্রমঃ
পিতুঃ প্রদেশাস্তব দেব ভূময়ঃ।
অথোপযন্তার-মলং সমাধিনা
ন রত্নমন্বিষ্যতি মৃগ্যতে হি তৎ ॥ ৪৫ ॥

নিবেদিতং নিশ্বসিতেন সোষ্মণা
মনস্তু মে সংশয়মেব গাহতে।
ন দৃশ্যতে প্রার্থয়িতব্য এব তে
ভবিষ্যতি প্রার্থিত-দুর্লভঃ কথম্ ॥ ৪৬ ।

অহো স্থিরঃ কোঽপি তবেপ্সিতো যুবা
চিরায় কর্ণোৎপল-শূন্যতাং গতে।
উপেক্ষতে যঃ শ্লথলম্বিনীর্ জটাঃ
কপোলদেশে কলমাগ্রপিঙ্গলাঃ ॥ ৪৭

দুঃসহ বেদনা ভারে কখনো এমতাবস্থা
জীবনে ঘটিতে পারে অভিমানিনীর ;
কিন্তু ওগো কৃশোদরি, ভাবিয়া পাইনা আমি
কি বিপত্তি হতে পারে এরূপ নারীর। ॥ ৪২ ॥

তোমার শরীরে নাই শোকের লক্ষণ কিছু
পিতৃগৃহে অসম্মান হইতে না পারে,
কলুষিছে অঙ্গ তব কে এমন দুরাচার !
কার সাধ্য ফণিণীর মণি স্পর্শিবারে ! ॥ ৪৩ ॥

কি কারণে যৌবনের আভরণ পরিহরি
পরেছ বৃদ্ধের বেশ বল্কল ধারণ ?
প্রদোষে চন্দ্রমা হাসে গগনে নক্ষত্র সহ
এ সময় উদ্ভাষিত হয় কি তপন ? ॥ ৪৪ ॥

স্বর্গ কি কামনা তব ? তাহলে এ বৃথা শ্রম,
দেবের আবাস ভূমি তব পিত্রালয়।
যদি চাহ যোগ্য পতি তথাপি এ নিরর্থক
গ্রহীতাই রত্ন খোঁজে, রত্ন তারে নয়। ॥ ৪৫ ॥

কিন্তু তব দীর্ঘশ্বাসে সকল প্রশ্নের মম
উত্তর লভিনু আমি, জানিলাম সব
তথাপি সংশয় মোর, যে জন তোমার কাম্য,
সে দুর্লভ তব কাছে, এও কি সম্ভব ? ॥ ৪৬ ॥

তাই যদি হয় তবে সে জন পাষাণ অতি
পায়না যে ব্যথা হেরি অবস্থা তোমার
পদ্মের কেউর নাহি দোলে গণ্ডদেশে তব,
শিথিল বন্ধনে শ্লথ শিরে জটাভার। ॥ ৪৭ ॥

মুনি ব্রতৈ-স্ত্বামতিমাত্র-কর্শিতাং
দিবাকরাপ্লুষ্ট-বিভূষণাস্পদাম্ ।
শশাঙ্কলেখা মিব পশ্যতো দিবা
সচেতসঃ কস্য মনো ন দূয়তে ॥ ৪৮ ॥

অবৈমি সৌভাগ্যমদেন বঞ্চিতং
তব প্রিয়ং যশ্চতুরাব লোকিনঃ ।
করোতি লক্ষ্যং চিরমস্য চক্ষুষো
ন বক্ত্র-মাত্মীয়-মরাল-পক্ষ্মণঃ ॥ ৪৯ ॥

কিয়চ্চিরং শ্রাম্যসি গৌরি বিদ্যতে
মমাপি পূর্ব্বাশ্রম-সঞ্চিতং তপঃ ।
তদর্দ্ধ ভাগেন লভস্ব কাঙ্খিতং
বরং তমিচ্ছামি চ সাধু বেদিতুম্ ॥ ৫০ ॥

ইতি প্রবিশ্যা-ভিহিতা দ্বিজন্মনা
মনোগতং সা ন শশাক শংসিতুম্ ।
অথো বয়স্যাং পরিপার্শ্ববর্ত্তিনীং
বিবর্ত্তিতাঞ্জন-নেত্রমৈক্ষত ॥ ৫১ ॥

সখী তদীয়া তমুবাচ বর্ণিনং
নিবোধ সাধো তব চেৎ কুতূহলম্ ।
যদর্থমম্ভোজ-মিবোষ্ণবারণং
কৃতং তপঃ-সাধনমেতয়া বপুঃ ॥ ৫২ ॥

ইয়ং মহেন্দ্র-প্রভৃতী-নধিশ্রিয়শ্
চতুর্দিগীশা-নবমত্য মানিনী ।
অরূপহার্য্যং মদনস্য নিগ্রহাৎ
পিনাক পাণিং পতিমাপ্তু-মিচ্ছতি ॥ ৫৩ ॥

মুনি যোগ্য ব্রতাদি ও প্রখর রবির তাপে
পুড়িয়া হয়েছে কালি আভরণ স্থান,
দিবসে চন্দ্রের ক্ষীণ রেখার সমান তব
শরীর হেরিয়া কার নাহি কাঁদে প্রাণ ! ॥ ৪৮ ॥

হায় তব প্রিয় ব্যক্তি অতিশয় অভাজন
পারিলনা দেখিতে যে কটাক্ষ তোমার,
কুঞ্চিত পল্লবযুক্ত চটুল বিলোল নেত্র—
যা তার দর্শন লাগি ব্যগ্র অনিবার ॥ ৪৯ ॥

আর কতকাল গৌরী কাটাইবে ব্যথশ্রমে ?
তব সিদ্ধি লাগি আমি তোমারে দিলাম
সঞ্চিত অর্দ্ধেক ভাগ তপস্যার ফল মম,
শুধু একবার মোরে বল তার নাম। ॥ ৫০ ॥

এই প্রশ্ন শুনিয়াও লজ্জা হেতু পারিল না
করিবারে উমা তার অভিষ্ট জ্ঞাপন,
অঞ্জনবিহীন নেত্রে সমীপবর্ত্তিনী এক
সখীরে নির্দ্দেশ দিলা ইঙ্গিতে তখন। ॥ ৫১ ॥

তখন সে সহচরী সম্বোধি ব্রাহ্মণে কহে,
যদি কৌতূহল থাকে ওগো ব্রহ্মচারী
শুন কি কারণে সহে পদ্ম যথা সৌরতাপ
তপস্যার কঠোরতা এ পুষ্পকুমারী। ॥ ৫২ ॥

অধিক ঐশ্বর্য্যশালী ইন্দ্রাদি দেবতাবৃন্দে
কামনা করেনা কভু মানিনী পার্ব্বতী,
মদন নিগ্রহকারী রূপে অবিচল সেই
পিনাকপাণিই তার মনোমত পতি। ॥ ৫৩ ॥

অসহ্য হুঙ্কার-নিবর্ত্তিতঃ পুরা
পুরারি-মপ্রাপ্তমুখঃ শিলীমুখঃ।
ইমাং হৃদি ব্যায়ত-পাতমক্ষিণো
দ্বিশীর্ণ মূর্ত্তেরপি পুষ্পধন্বনঃ ॥ ৫৪ ॥

তদা প্রভৃত্যুন্-মদনা পিতুর্গৃহে
ললাটিকা-চন্দন ধূসরালকা
ন জাতু বালা লভতে স্ম নির্বৃতিং
তুষার সঙ্ঘাত-শিলাতলেষপি ॥ ৫৫ ॥

উপাত্তবর্ণে চরিতে পিনাকিনঃ
সবাষ্প-কণ্ঠ-স্খলিতৈঃ পদৈরিয়ম্।
অনেকশঃ কিন্নর-রাজকন্যকা
বনান্ত সঙ্গীত সখীররোদয়ৎ ॥ ৫৬ ॥

ত্রিভাগশেষাসু নিশাসু চ
ক্ষণং নিমীল্য নেত্রে সহসা ব্যবুধ্যত।
ক নীলকণ্ঠ ব্রজসীত্য লক্ষ্যবাক
অসত্য কণ্ঠার্পিত বাহু বন্ধনা ॥ ৫৭ ॥

যদা বুধৈঃ সর্ব্বগতস্ত্ব মুচ্যসে
ন বেৎসি ভাবস্থ-মিমং জনং কথম্।
ইতি স্বহস্তোল্লিখিতশ্চ মুগ্ধয়া
রহস্যুপালভ্যত চন্দ্রশেখরঃ ॥ ৫৮ ॥

যদা চ তস্যাধিগমে জগৎপতে
রপশ্যদন্যং ন বিধিং বিচিন্বতী।
তদা সহাস্মাভি-রনুজ্ঞয়া
গুরোরিয়ং প্রপন্না তপসে তপোবনম্ ॥ ৫৯ ॥

অতীতে রুদ্রের রোষ সহিতে না পারি ভয়ে
মদনের পুষ্পবাণ আসিল ফিরিয়া।
কিন্তু তাহা শৈলজার হৃদয় বিদ্ধিল তাই
অহর্নিশি মরিছে সে জ্বলিয়া পুড়িয়া। ॥ ৫৪ ॥

পিতৃগৃহে থাকাকালে প্রশমিতে স্মরতাপ
ললাটে চন্দন লেপি ধূসরিত কেশ,
কঠিন তুষার পরে থাকিত পড়িয়া তবু
কমিত না শরীরের কামনার রেশ। ॥ ৫৫ ॥

বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠ হতে নিষ্ক্রমিত বাক্য তার
পিনাকীর কীর্ত্তিগাথা গাহিত যখন,
হেরি তা সখীরা তার রাজকুল কিন্নরীরা
না পারিত করিবারে অশ্রুসংবরণ। ॥ ৫৬ ॥

কাটায়ে বিনিদ্র রাত্রি যামিনীর শেষভাগে
তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব হতে উঠিত জাগিয়া।
নীলকণ্ঠ মোরে তুমি ত্যাজি কোথা যাও-বলি
বাঁধিত অলক্ষ্য কণ্ঠ ভূজলতা দিয়া। ॥ ৫৭ ॥

স্বহস্তে অঙ্কন করি চন্দ্রশেখরের ছবি
জানাত ব্যাকুলভাবে আবেদন তার,
জ্ঞানী বলে সর্ব্বঘটে আছ তুমি, তাই যদি
তবে কেন নাহি বোঝ অবস্থা আমার। ॥ ৫৮ ॥

লভিতে জগৎপতি বহুবিধ চিন্তাতেও
অন্যপথ যবে নাহি উপজিল মনে,
লভি পিতৃ অনুমতি আসিছে মোদের সাথে
তপস্যার লাগি সখী এই তপোবনে। ॥ ৫৯

ক্রমেষু সখ্যা কৃতজন্মসু স্বয়ং
ফলং তপঃ সাক্ষিষু দৃষ্টমেষ্বপি।
ন চ প্ররোহাভিমুখো হপি দৃশ্যতে
মনোরথোহস্যাঃ শশি-মৌলি-সংশ্রয়ঃ ।। ৬০ ।।

ন বেদ্মি স প্রার্থিত দুর্লভঃ কদা
সখীভিরস্রোত্তর মীক্ষিতামিমাম্।
তপঃ কৃশা-মভ্যুপপৎস্যতে সখী
বৃষেব সীতাং তদবগ্রহ ক্ষতাম্ ।। ৬১ ।।

অগূঢ় সদ্ভাব-মিতীঙ্গিতজ্ঞয়া
নিবেদিতো নৈষ্টিক সুন্দরস্তয়া
অয়ীদমেবং পরিহাস ইত্যুমাম
পৃচ্ছদব্যঞ্জিতহর্ষলক্ষণঃ ।। ৬২ ।।

অথাগ্রহস্তে মুকুলীকৃতাঙ্গুলৌ
সমর্পয়ন্তী স্ফটিকাক্ষ-মালিকাম্।
কথঞ্চিদদ্রে-স্তনয়া মিতাক্ষরং
চিরব্যবস্থাপিত-বাগভাষত ।। ৬৩ ।।

যথা শ্রুতং বেদবিদাং বর ত্বয়া
জনোহয় মুচ্চৈঃ-পদলঙ্ঘনোৎসুকঃ।
তপঃ কিলেদং তদবাপ্তিসাধনং
মনোরথা নাম গতির্ন বিদ্যতে ।। ৬৪ ।।

অথাহ বর্ণী বিদিতো মহেশ্বর
স্তদর্থিনী ত্বং পুনরেব বর্ত্তসে।
অমঙ্গলাভ্যাস রতিং বিচিন্ত্য
তং তবানুবৃত্তিং ন চ কর্ত্তু-মুৎসহে ।। ৬৫

ফলভারে নত আজ তপস্যার সাক্ষীরূপী
স্বহস্তে রোপিত তার এই তরুগণ,
চন্দ্রমৌলি লভিবার সখীর ইচ্ছার কিন্তু
অঙ্কুরিত হবারও না আছে লক্ষণ। ॥ ৬০ ॥

বর্ষাভাবে ক্ষিতি সম প্রার্থিতের অপ্রাপ্তিতে
তপঃক্লিষ্টা গৌরী হল রুক্ষা শুষ্কা ক্ষীণা,
বৃষ্টি ছাড়া ভূমি যথা নাহি ভিজে সেইরূপ
শীতলা না হবে উমা মহেশ্বর বিনা। ॥ ৬১ ॥

সখীর মুখেতে শুনি গৌরীর ইচ্ছার কথা
তাপসের মুখ হল আনন্দে উজ্জ্বল,
হর্ষভাব গুপ্ত রাখি জিজ্ঞাসিলা পার্ব্বতীরে
যা শুনিনু সত্য কিবা পরিহাস ছল। ॥ ৬২ ॥

সে কথা শ্রবণ করি কুসুম-মুকুল সম
আঙুলে ধারণ করি স্ফটিকের মালা
কোনরূপে রাখি স্থির আপনার চিত্তখানি
সংক্ষেপে মনের কথা কহে শৈলবালা। ॥ ৬৩ ॥

যা শুনিলে সব সত্য, ওহে বেদ-বিজ্ঞবর,
অতিশয় উচ্চ স্থান করিতে লঙ্ঘন,
তপস্যায় হইয়াছে রত এই হতভাগী
মনোরথ নাহি চিন্তে সামর্থ্য আপন। ॥ ৬৪ ॥

ব্রহ্মচারী কহে, আমি জানি ভাল মহেশকে
তার প্রতি অনুরাগ তব পুনরায়।
সতত অশুভ কার্য্যে লিপ্ত মহেশ্বরে স্মরি
তব কার্য্য সমর্থন করা নাহি যায়। ॥ ৬৫ ॥

অবস্তু নির্বন্ধপরে কথং নু তে
করোঽয়় মামুক্ত বিবাহ-কৌতুকঃ।
করেণ শম্ভোর্‌-বলয়ীকৃতা হিনা
সহিষ্যতে তৎ প্রথমাবলম্বনম্‌॥ ৬৬॥

ত্বমেব তাবৎ পরিচিন্তয় স্বয়ং
কদাচিদেতে যদি যোগমর্হতঃ।
বধূদুকূলং কলহংস-লক্ষণং
গজাজিনং শোনিত-বিন্দু-বর্ষি চ॥ ৬৭॥

চতুষ্ক-পুষ্প-প্রকরাব কার্ণয়োঃ
পরোঽপি কো নাম তবানু মন্যতে।
অলক্ত কাঙ্কানি পদানি পাদয়োর্‌
বিকীর্ণ-কেশাসু পরেত-ভূমিষু॥ ৬৮॥

অযুক্তরূপং কিমতঃ পরং বদ
ত্রিনেত্র-বক্ষঃ সুলভং তবাপি যৎ।
স্তনদ্বয়েঽস্মিন্‌ হরি-চন্দনাস্পদে
পদং চিতাভস্ম-রজঃ করিষ্যতি॥ ৬৯॥

ইয়ংচ তেঽন্যা পুরতো বিড়ম্বনা
যদূঢ়য়া বারণ রাজ-হার্য্যয়া।
বিলোক্য বৃদ্ধোক্ষম ধিষ্ঠিতং
ত্বয়া মহাজনঃ স্মেরমুখো ভবিষ্যতি॥ ৭০॥

দ্বয়ং গতং সম্প্রতি শোচনীয়তাং
সমাগম-প্রার্থনয়া পিনাকিনঃ।
কলা চ সা কান্তিমতী কলাবত
স্তমস্ত লোকস্য চ নেত্র কৌমুদী॥ ৭১॥

তুচ্ছ দ্রব্যে তব রুচি! কেমনে অর্পিবে তারে
সুসজ্জিত হস্ত তব বিবাহ সময়?
কাল সর্প জড়াইয়া রয়েছে যে হাতে তাহা
দেখিয়া কি মনে তব জন্মিবেনা ভয়? ॥ ৬৬ ॥

কেমনে বাঁধিবে বল বিবাহ-বন্ধন গ্রন্থি
পরস্পর অসমঞ্জ দু'য়ের বসন
কলহংস বিচিত্রিত তব পরিধেয় বস্ত্র
রক্তঝরা গজচর্ম্ম পরে ত্রিলোচন। ॥ ৬৭ ॥

অলক্ত রঞ্জিত তব পা দু'খানি পড়িবেনা
কুসুম বিস্তীর্ণ পথে চতুরাঙ্গিনায়
শবের মাথার খুলি পরিপূর্ণ ভয়াবহ
শ্মশানের মধ্যে তা কি কভু শোভা পায়? ॥ ৬৮ ।

বিকৃত দর্শন সেই ত্রিনয়ন মহেশ্বর
করিবে তোমারে যবে বক্ষে আলিঙ্গন,
শ্মশানের ভস্ম চূর্ণ লাগিবে তোমার বুকে
হরি চন্দনই যার যোগ্য প্রসাধন। ॥ ৬৯ ॥

ইহার পরেও আছে বহু বিড়ম্বনা তব
যবে অধিষ্টিবে তুমি বৃদ্ধ বৃষোপরি,
হাসিবে সকল লোক নেহারিয়া সেই দৃশ্য
যদিও সাধুরা রবে মাথা নীচু করি। ॥ ৭০ ॥

হায় সেই পিনাকীর সমাগম প্রার্থনায়
দু'জনের শোচনীয় হল পরিণতি,
কান্তিমতী চন্দ্রকলা হারায়েছে তার আলো
জগতের নেত্রও তা হারাবে সম্প্রতি। ॥ ৭১ ॥

বপুর্ব্ বিরূপাক্ষ-মলক্ষ্য জন্মতা
দিগম্বরত্বেন নিবেদিতং বসু।
বরেষুযদ্ বালমৃগাক্ষি মৃগ্যতে
তদস্তি কিং ব্যস্তমপি ত্রিলোচনে ॥ ৭২ ॥

নিবর্ত্তয়াস্মা-দসদীপ্সিতান্-মনঃ
ক তদ্বিধস্ত্বং ক চ পুণ্যলক্ষণা।
অপেক্ষ্যতে সাধুজনেন বৈদিকী
শ্মশান শূলস্য ন যূপ সৎ ক্রিয়া। ৭৩ ॥

ইতি দ্বিজাতৌ প্রতিকূল বাদিনি
প্রবেপ মানাধর-লক্ষ্য-কোপয়া।
বিকুঞ্চিত-ভ্রূলত-মাহিতে তয়া
বিলোচনে তির্য্য-গুপান্তলোহিতে ॥ ৭৪ ॥

উবাচ চৈনং পরমার্থতো হরং
ন বেৎসি নূনং যত এবমাথ মাম্।
অলোক সামান্য-মচিন্ত্য হেতুকং
দ্বিষন্তি মন্দাশ্-চরিতং মহাত্মনাম ॥ ৭৫ ॥

বিপৎ-প্রতীকার-পরেণ মঙ্গলং
নিষেব্যতে ভূতি-সমুৎ সুকেন বা।
জগচ্ছরণ্যস্য নিরাশিষঃ সতঃ
কিমেভি-রাশো পহতাত্ম-বৃত্তিভিঃ ॥ ৭৬ ॥

অকিঞ্চনঃ সন্ প্রভবঃ স সম্পদাং
ত্রিলোকনাথঃ পিতৃ-সদন-গোচরঃ।
স ভীমরূপঃ শিব ইত্যুদীর্য্যতে
ন সন্তি যাথার্থ্যবিদঃ পিনাকিনঃ ॥ ৭৭ ॥

বিষম নয়ন তার, জন্মের ঠিকানা নাই
কভু নাগ চর্ম্মধারী, কভু দিগম্বর,
কি গুণ দেখিলে তুমি হে মৃগনয়না, যাতে
তব যোগ্য পতি হতে পারে মহেশ্বর ? ॥ ৭২ ॥

সে হেতু তোমারে আমি নিবৃত্ত করিতে চাই
তব এ বাসনা হতে ওগো সুলক্ষণা,
শ্মশানের শূলকে কি বৈদিকসম্মত পূতঃ
যূপকাষ্ঠ ভাবি কেহ করে আরাধনা ? ॥ ৭৩ ॥

ব্রাহ্মণের মুখে শুনি এরূপ অপ্রিয় বাক্য
অধরোষ্ঠ ক্রোধে তার কাম্পত হইল,
কুঞ্চিত ভ্রূযুগ আর রক্তবর্ণ চক্ষু লয়ে
তির্য্যক দৃষ্টিতে তারে দেখিতে লাগিল। ॥ ৭৪ ॥

অতঃপর কহে তারে, আমার ধারণা এই
হরের সম্বন্ধে তুমি কিছুই জান না,
মহান চরিত্ররীতি বুঝিতে পারে না, তাই
অজ্ঞজনে করে তার নিন্দার রটনা। ॥ ৭৫ ॥

বিপন্মুক্তি চাহে যে ব্যস্ত সুখের লাগি
সে সতত খোঁজে কিসে মঙ্গল তাহার,
সকলের আশ্রয় যে, যার কিছু কাম্য নাই
অমঙ্গল মঙ্গলে সে তুল্য নির্বিকার। ॥ ৭৬ ॥

যতই দরিদ্র কেন, তিনি সম্পদের রাজা
যদি ও শ্মশানবাসী, প্রভু সকলার,
ভীষণ দর্শন তবু শুভঙ্কর শিব তিনি
সেই পিনাকীরে জানে হেন সাধ্য কার ? ॥ ৭৭ ॥

বিভূষণোদ্ভাসি পিনদ্ধভোগি বা
গজাজিনালম্বি দুকূল ধারি বা।
কপালি বা স্যাদ-থবেন্দু শেখরং
ন বিশ্বমূর্ত্তে-রবধার্য্যতে বপুঃ ॥ ৭৮ ॥

তদঙ্গ-সংসর্গ-মবাপ্য কল্পতে
ধ্রুবং চিতা-ভস্ম রজো বিশুদ্ধয়ে।
তথাহি নৃত্যাভিনয়ক্রিয়াচ্যুতং
বিলিপ্যতে মৌলিভি-রম্বরৌকসাম্ ॥ ৭৯ ॥

অসম্পদস্তস্য বৃষেণ গচ্ছতঃ
প্রভিন্ন-দিগ্বারণ-বাহনো বৃষা।
করোতি পাদা-বুপগম্য মৌলিনা
বিনিদ্র-মন্দার—রজোহরুণাঙ্গুলী ॥ ৮০ ॥

বিবক্ষতা দোষমপি চ্যুতাত্মনা
ত্বয়ৈকমীশং প্রতি সাধু ভাষিতম্।
যমামনন্ত্যাত্ম-ভুবোহপি কারণং
কথং সলক্ষ্য-প্রভবো ভবিষ্যতি ॥ ৮১ ॥

অলং বিবাদেন যথা শ্রুতস্ত্বয়া
তথাবিধস্তাব-দশেষমস্তু সঃ।
মমাত্র ভাবৈকরসং মনঃ স্থিতং
ন কামবৃত্তির্বচনীয়-মীক্ষতে ॥ ৮২ ॥

নিবার্য্যতামালি কিমপ্যয়ং বটুঃ
পুনর্-বিবক্ষুঃ স্ফুরিতোত্তরাধরঃ
ন কেবলং যো মহতো-হপ-ভাষতে
শৃণোতি তস্মাদপি-যঃ স পাপভাক্ ॥ ৮৩ ॥

রত্ন আভরণ কিম্বা ভুজঙ্গের কণ্ঠমালা
পরিধানে ক্ষৌম্য বস্ত্র কিম্বা গজচর্ম্ম,
থাক শিরে চন্দ্রকলা, কপালের খুলি হাতে
তিনি বিশ্বরূপ তার কি বুঝিবে মর্ম্ম। ॥ ৭৮ ॥

শ্মশান ভস্মও যবে অঙ্গ স্পর্শ করে তার
পবিত্র হয় তা ইহা জানিও যথার্থ,
নৃত্যকালে অঙ্গ হতে বিচ্ছুরিত সেই ভস্ম
দেবগণ শিরে লয়ে হইলা কৃতার্থ। ॥ ৭৯ ॥

দারিদ্র্যবশতঃ বৃষে আরূঢ় রুদ্রকে হেরি
গজ হতে নামি ইন্দ্র তার পুরোভাগে,
স্থাপিয়া চরণমূলে আপন মস্তকখানি
রাঙায় অঙ্গুলি তার মন্দার পরাগে। ॥ ৮০ ॥

কিন্তু হে নিন্দুক, তুমি অতি সত্য কথা এক
বলিয়াছ তার নিন্দা রটাইতে গিয়া,
স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মার যিনি জন্মের কারণ সেই
ঈশ্বরের জন্মসূত্র পাবে কি করিয়া ? ॥ ৮১ ॥

তবে এই তর্ক বৃথা, যেরূপ শুনেছ তুমি
হোক সে সেমত কিম্বা অধিক দুর্জ্জন
আমি অর্পিয়াছি তারে আমার হৃদয়খানি
স্বেচ্ছাচারী নাহি মানে অন্যের বচন। ॥ ৮২ ॥

হে সখি নিবার ওঁকে, কি কথা বলিতে পুনঃ
অধরোষ্ঠ যেন ওঁর হতেছে কম্পিত,
মহতের নিন্দাবাক্যে নহে শুধু স্পর্শে পাপ,
শোনাও অধিকতর পাপী জনোচিত। ॥ ৮৩ ॥

ইতো গমিষ্যাম্যথবেতি বাদিনী
　　চচাল বালাস্তন-ভিন্ন-বল্কলা।
স্বরূপমাস্থায় চ তাং কৃতস্মিতঃ
　　সমাললম্বে বৃষরাজ-কেতনঃ ॥ ৮৪ ॥

তং বীক্ষ্য বেপথুমতী সরসাঙ্গযষ্টির্
　　নিক্ষেপণায় পদ-মুদ্ধৃত-মুদ্বহন্তী
মার্গাচল-ব্যতিকরা-কুলিতেব সিন্ধুঃ
　　শৈলাধিরাজ-তনয়া ন যযৌ ন তস্থৌ ॥ ৮৫ ॥

অদ্য প্রভৃত্যাবনতাঙ্গি তবাস্মি দাসঃ
　　ক্রীত-স্তপোভিরিতি বাদিনি চন্দ্রমৌলৌ।
অহ্নায় সা নিয়মজং ক্লম-মুৎসসর্জ্জ ক্লেশঃ
　　ফলেন হি পুনর্-নবতাং বিধত্তে ॥ ৮৬ ॥

ইতি পঞ্চমঃ সর্গঃ

অথবা আমিই যাই—বলিতে গমনোদ্যোত
উমার বল্কল খানি হল বক্ষচ্যুত,
অমনি সস্মিত মুখে পথ অবরোধ করি
স্বরূপে বৃষভরাজ হল আবির্ভূত। ॥ ৮৪ ॥

হেরি তারে শিহরিলা বিহ্বলা ক্ষীণাঙ্গী উমা
উত্থিত চরণখানি রহিল তেমন
অগ্রে কিম্বা পশ্চাতে সে না পারিল চলিবারে
অকস্মাৎ বাধা প্রাপ্তে তটিনী যেমন। ॥ ৮৫ ॥

কহে চন্দ্রমৌলি তব তপস্যায় হইলাম
হে অবনতাঙ্গী আজি তব ক্রীতদাস
এ কথা শুনিয়া গৌরী ভোলে সব দুঃখ ক্লেশ
লভে পুনর্জন্ম পূর্ণ হলে অভিলাষ। ॥ ৮৬ ॥

পঞ্চম সর্গ সমাপ্ত

সপ্তমঃ সর্গঃ

অথৌষধীনা-মধিপস্য বৃদ্ধৌ
তিথৌ চ জামিত্র-গুণান্বিতায়াম্।
সমেত বন্ধুর্-হিমবান সুতায়া
বিবাহ দীক্ষা-বিধিমন্বতিষ্ঠৎ ॥ ১ ॥

বৈবাহিকৈঃ কৌতুক-সংবিধানৈর্
গৃহে গৃহে ব্যগ্র-পুরন্ধ্রিবর্গম।
আসীৎ পুরং সানুমতো-হনুরাগা
দন্তঃ পুরং চৈক-কুলোপ মেয়ম্ ॥ ২ ॥

সন্তান কাকীর্ণ-মহাপথং তচ্
চীনাং শুকৈঃ কল্পিত-কেতুমালম্।
ভাসোজ্জ্বলৎ কাঞ্চন-তোরণানাং
স্থানান্তরং স্বর্গ ইবাব ভাসে ॥ ৩ ॥

একৈব সত্যামপি পুত্র পঙ্‌ক্তৌ
চিরস্য দৃষ্টেব মৃতোত্থিতেব।
আসন্ন-পানি গ্রহণেতি পিত্রো
রুমা বিশেষোচ্ছ্ব-সিতং বভুব ॥ ৪ ॥

অঙ্কাদ্ যযাবঙ্ক-মুদীরিতাশীঃ
সা মণ্ডনান্-মণ্ডন-মন্ব ভুঙ্‌ক্ত।
সম্বন্ধি-ভিন্নোহপি গিরেঃ কুলস্য
স্নেহ-স্তদে কায়তনং জগাম ॥ ৫ ॥

সপ্তম সর্গ

অনন্তর নির্দ্ধারিত ত্রিদিবস অবসানে
স্বজন-বান্ধব সহ গিরি হিমালয়,
শুক্লপক্ষে শুভক্ষণে সপ্তমীর পুণ্যলগ্নে
সম্পাদিলা দুহিতার শুভ পরিণয়। ॥ ১ ॥

অনুরাগ হেতু সবে ব্যস্ত হল গৃহে গৃহে
বিবাহের মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান কাজে,
সাম্নুদেশ নগর ও প্রতিবেশী অন্তঃপুর
একাকার হল যেন উৎসবের সাজে। ॥ ২ ॥

চীনা বস্ত্র পতাকায় সুসজ্জিত রাজপথ
আবৃত হইল যাহা মন্দার কুসুমে,
মধ্যে মধ্যে সুবর্ণের তোরণের দীপ্তি লভি
পরিণত হল তাহা যেন স্বর্গভূমে। ॥ ৩ ॥

আসন্ন বিবাহ তাই মনে হল উমা যেন
মৃত্যুপুরী হতে পুণঃ এসেছে ফিরিয়া,
ছিল বহু পুত্র কন্যা তথাপি উমার প্রতি
অতৃপ্ত নয়নে পিতা থাকিত চাহিয়া। ॥ ৪ ॥

আপন সন্তান প্রতি নিবদ্ধ ছিল যে স্নেহ
সেই স্নেহ উমা প্রতি করিল বর্ষিত,
সকলের ক্রোড়ে ক্রোড়ে ঘুরিয়া ফিরিয়া গৌরী
নব নব অলঙ্কারে হইল ভূষিত। ॥ ৫ ॥

মৈত্রে মুহূর্ত্তে শশলাঞ্ছনেন
যোগং গতাসূত্তর-ফল্গুনীষু।
তস্যাঃ শরীরে প্রতিকর্ম্ম চক্রুর্
বন্ধুস্ত্রিয়ো যাঃ পতিপুত্রবত্যঃ ॥ ৬ ॥

সা গৌরসিদ্ধার্থ-নিবেশবদ্ভির্
দূর্ব্বা প্রবালৈঃ প্রতি ভিন্ন শোভম্।
নির্নাভি-কৌশেয়-মুপাত্ত-বাণ
মভ্যঞ্জনে পথ্য-মলঞ্চকার ॥ ৭ ॥

বভৌ চ সম্পর্ক-মুপেত্য বালা
নবেন দীক্ষাবিধি-সায়কেন।
করেণ ভানোর্-বহুলাবসানে
সন্ধুক্ষ্যমাণেব শশাঙ্করেখা ॥ ৮ ॥

তাং লোধ্রকল্কেন হৃতাঙ্গ তৈলা
মাশ্যান-কালেয়-কৃতাঙ্গ রাগাম্।
বাসো বসানা-মভিষেক যোগ্যং
নার্য্যশ্চতুষ্কাভি-মুখং ব্যনৈষুঃ ॥ ৯ ॥

বিন্যস্ত-বৈদূর্য্য-শিলাতলে-হস্মিন্
নাবদ্ধ-মুক্তা-ফল-ভক্তি-চিত্রে।
আবর্জ্জি তাষ্টা-পদ-কুম্ভতোয়ৈঃ
সতূর্য্য মেনাং স্নপয়াম্বভূবুঃ ॥ ১০ ॥

সা মঙ্গল স্নান-বিশুদ্ধ গাত্রী
গৃহীত পত্যুদ্‌গমনীয়-বস্ত্রম।
নির্বৃত্ত-পর্জন্য-জলাভিষেকা
প্রফুল্ল কাশা বসুধেব রেজে ॥ ১১ ॥

কল্যাণ মুহূর্তে যবে তৃতীয়ার শুভলগ্নে
উত্তর ফাল্গুনী যুক্ত হল চন্দ্র সঙ্গে
আত্মীয়-বান্ধব সব পতি পুত্রবতী নারী
লেপিলা বিবিধ দ্রব্য পার্ব্বতীর অঙ্গে। ॥ ৬ ॥

শ্বেত সর্ষপের সহ নবদূর্ব্বাদল দ্বারা
কমনীয় সিঁথি তার হইল শোভিত,
নাভিদেশ পরিবৃত কৌশেয় বসন, আর,
হস্তস্থিত বাণ অঙ্গে হল অলঙ্কৃত। ॥ ৭ ॥

নবীন যৌবনারম্ভে বাণ হস্তে পার্ব্বতীর
অপরূপ রূপ পুঞ্জে ভরে কলেবর,
যেন কৃষ্ণপক্ষ অন্তে শুক্লার প্রথমা রাত্রে
ক্রমবর্দ্ধমান রূপে শোভে শশধর। ॥ ৮ ॥

লোধ্রফুল-রেণু দ্বারা মার্জ্জনা করিয়া তৈল
কালেয় সুরভী দ্রব্য লেপিলা শরীরে,
অভিষেক যোগ্য বস্ত্র পরাইয়া নারীগণ
চতুঃস্তম্ভ স্নানাগারে আনিলা গৌরীরে। ॥ ৯

মরকত শিলাময় মণি-মুক্তা সুশোভিত
স্নানাগারে নিয়া তারে আয়ুষ্মতীগণ,
হেমকুম্ভ বারি দ্বারা স্নান করাবার কালে
মঙ্গল বাদ্যের শব্দে ভরিল গগন। ॥ ১০ ॥

মঙ্গল স্নানের পরে শুদ্ধগাত্রী শৈলসুতা
পতি সন্দর্শন যোগ্য বসন পরিল,
বর্ষাকাল অবসানে কাশফুল পরিবৃত
ধরিত্রীর সম রূপে শোভিত হইল। ॥ ১১ ॥

তস্মাৎ প্রদেশাচ্চ বিতান বন্তং
যুক্তং মণিস্তম্ভ-চতুষ্টয়েন।
পতিব্রতাভিঃ পরিগৃহ্য নিন্যে
ক্লৃপ্তাসনং কৌতুক বেদিমধ্যম্॥ ১২॥

তাং প্রাঙ্মুখীং তত্র নিবেশ্য তন্বীং
ক্ষণং ব্যলম্বন্ত পুরো নিষণ্ণাঃ।
ভূতার্থ শোভা-হ্রিয়মাণ নেত্রাঃ
প্রসাধনে সন্নিহিতেঽপি নার্যঃ॥ ১৩॥

ধূপোষ্মণা ত্যাজিত-মাদ্রভাবং
কেশান্তমন্তঃ কুসুমং তদীয়ম্।
পর্য্যাক্ষিপৎ কাচি-দুদার বন্ধং
দূর্ব্বাবতা পাণ্ডু-মধুকদাম্না॥ ১৪॥

বিন্যস্ত-শুক্লাগুরু চক্রুরঙ্গং
গোরোচনা-পত্র-বিভক্ত-মস্যাঃ।
সা চক্র বাকাঙ্কিত-সৈকতায়া
স্ত্রিস্রোতসঃ কান্তিমতীত্য তস্থৌ॥ ১৫॥

লগ্নদ্বিরেফং পরিভূয় পদ্মং
সমেঘরেখং শশিনশ্চ বিম্বম্।
তদাননশ্রী-রলকৈঃ প্রসিদ্ধৈশ্
চিচ্ছেদ সাদৃশ্য-কথা প্রসঙ্গম্॥ ১৬॥

কর্ণার্পিতো লোধ্র কষায় রুক্ষে
গোরোচনা ক্ষেপ-নিতান্ত গৌরে।
তস্যাঃ কপোলে পরভাগলাভাদ্
ববন্ধ চক্ষুংষি যবপ্ররোহঃ॥ ১৭॥

বাহুতে বন্ধন করি সেথা হতে নিয়া তারে
চতুঃস্তম্ভ সমন্বিত চন্দ্রাতপতলে
সুসজ্জিত বেদীপরে মণিময়-রত্নাসনে
বসাল সাজাতে তারে সতীরা সকলে। ॥ ১২ ॥

পূর্ব্বমুখী করি তন্বী পার্ব্বতীরে বসাইয়া
রমণীরা তার প্রতি চাহিয়া রহিল।
নিকটেই প্রসাধন কিন্তু অকৃত্রিম রূপা
উমারে সাজাতে গিয়া দ্বিধায় পড়িল। ॥ ১৩ ॥

ধূপের আতপে শুষ্ক করি কলেবর তার
কুসুমখচিত কেশ দিল বিনাইয়া,
দূর্ব্বাদল সুশোভিত হরিতাভ বর্ণদীপ্ত
মধুদ্রুম কুসুমের মালাখানি দিয়া। ॥১৪ ॥

শ্বেত অগুরুর পঙ্কে গোরোচন মিশাইয়া
রচিল এমন পত্র কমনীয় অঙ্গে,
চক্রবাক সুশোভিত সৈকত শালিনী শুভ্রা
গঙ্গার শোভাও নহে তুল্য তার সঙ্গে। ॥ ১৫ ॥

কুঞ্চিত অলকগুচ্ছে শোভিত আনন তার
এমন অপূর্ব্ব রূপ করিল বিস্তার,
মধুকর পরিবৃত পদ্ম কিম্বা মেঘাবৃত
চন্দ্রের কান্তিও নহে সমান তাহার। ॥ ১৬ ॥

লোধ্ররেণু গোরোচন লেপনে কপোল তার
ধবল রক্তাভ বর্ণ করিল ধারণ,
নবোদ্গত যবাঙ্কুর কর্ণদ্বয়ে পরি উমা
আবদ্ধ করিলা রূপে সবার নয়ন। ॥ ১৭ ॥

রেখা বিভক্তঃ সুবিভক্ত গাত্র্যাঃ
কিঞ্চিন্-মধুচ্ছিষ্ট-বিমৃষ্টরাগঃ।
কামপ্যভিখ্যাং স্ফুরিতৈর-পুষ্য
দাসন্ন লাবণ্য-ফলো-ঽধরোষ্ঠঃ॥ ১৮॥

পত্যুঃ শিরশ্চন্দ্র-কলামনেন
স্পৃশেতি সখ্যা পরিহাসপূর্ব্বম।
সারঞ্জয়িত্বা চরণৌ কৃতাশীর্
মাল্যেন তাং নির্ব্বচনং জঘান॥ ১৯॥

তস্যাঃ সুজাতোৎপল-পত্রকান্তে
প্রসাধিকাভির্-নয়নে-নিরীক্ষ্য।
ন চক্ষুষোঃ কান্তি-বিশেষবুদ্ধ্যা
কালাঞ্জনং মঙ্গলমিত্যুপাত্তম্॥ ২০॥

সা সম্ভবদ্ভিঃ কুসুমৈর্-লতেব
জ্যোতির্ভি-রুদ্যদ্ভি-রিব ত্রিযামা।
সরিদ্‌বিহঙ্গৈ-রিব লীয়মানৈ
রামুচ্য মানা ভরণা চকাশে॥ ২১॥

আত্মান মালোক্য চ শোভমান
মাদর্শ বিম্বে স্তিমিতায়তাক্ষী।
হরোপযানে ত্বরিতা বভূব
স্ত্রীণাং প্রিয়ালোক ফলো হি বেশঃ॥ ২২॥

অথাঙ্গুলিভ্যাং হরিতালমার্দ্রং
মাঙ্গল্যমাদায় মনঃ শিলাঞ্চ।
কর্ণাবসক্তা-মলদন্তপত্রং
মাতা তদীয়ং মুখমুন্নমষ্য॥ ২৩॥

রেখা দ্বারা সুবিভক্ত অধরোষ্ঠখানি তার
মধু প্রলেপনে হল মাধুর্য্য মণ্ডিত,
অচিরে হরের সঙ্গে মিলন আসন্ন তাই
লাবণ্যে যে বিম্বাধর হইল স্ফুরিত। ॥ ১৮ ॥

অলক্তে রঞ্জিত করি চরণ দু'খানি তার,
পরিহাস ছলে সখী কহিলা উমারে,
স্পর্শিও এ পায়ে তব পতি-শির চন্দ্রকলা,
শুনি গৌরী মালা দ্বারা প্রহারিলা তারে। ॥ ১৯ ॥

কমল সদৃশ চক্ষে অঞ্জন পরাতে গিয়া
প্রসাধিকা নির্নিমেষ চাহিয়া রহিল,
মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান তাই এর প্রয়োজন
নতুবা ইহাতে আর কি শোভা বাড়িল।। ২০ ॥

কুসুমের ভারে শোভে ব্রততী যেমন কিম্বা,
নক্ষত্রে যেমন হয় রজনী আপ্লুতা,
ভাসমান পক্ষীলয়ে তটিনী যেমন শোভে
ভূষণে তদ্রূপ শোভে গিরিরাজ-সুতা। ॥ ২১ ॥

দর্পণে দর্শন করি আপনার প্রতিবিম্ব
আবেশে বিহ্বলা হয়ে তরুণী বরাঙ্গী
মিলিতে হরের সাথে অধীরা হইলা অতি,
রমণীর বেশ শুধু প্রিয়তম লাগি। ॥ ২২ ॥

মনঃশিলা চূর্ণসহ হরিদ্রার দ্রবণের
তিলক প্রস্তুত করি অঙ্গুলিতে নিয়া
পরাতে কন্যার ভালে অবতংস সুশোভিত
মুখখানি তার মেনা তুলিল ধরিয়া। ॥ ২৩ ॥

উমা-স্তনোদ্ভেদ-মনু প্রবৃদ্ধো
মনোরথো যঃ প্রথমং বভূব।
তমেব মেনা দুহিতুঃ কথঞ্চিদ্
বিবাহদীক্ষা-তিলকঞ্চকার ॥ ২৪ ॥

ববন্ধ চাস্রাকুল দৃষ্টি রস্যাঃ
স্থানান্তরে কল্পিত সন্নিবেশম।
ধাত্র্যঙ্গুলীভিঃ প্রতিসার্য্যমাণ
মূর্ণাময়ং কৌতুক হস্ত সূত্রম্ ॥ ২৫ ॥

ক্ষীরোদ বেলেব সফেন পুঞ্জা—
পর্য্যাপ্তচন্দ্রেব শরত্রিযামা।
নবং নবক্ষৌম-নিবাসিনী সা
ভূয়ো বভৌ দর্পণ মাদধানা ॥ ২৬ ॥

তামর্চিতাভ্যঃ কুলদেবতাভ্যঃ
কুল প্রতিষ্ঠাং প্রণমষ্য মাতা।
অকারয়ৎ কারয়িতব্য-দক্ষা
ক্রমেণ পাদগ্রহণং সতীনাম্ ॥ ২৭ ॥

অখণ্ডিতং প্রেম লভস্ব পত্যু
রিত্যুচ্যতে তাভি-রুমা স্ম নম্রা।
তয়া তু তস্যার্দ্ধ শরীর ভাজা
পশ্চাৎকৃতাঃ স্নিগ্ধ-জনাশিষোঽপি ॥ ২৮ ॥

ইচ্ছাবিভূত্যো রনুরূপ মদ্রি
স্তস্যাঃ কৃতী কৃত্য-মশেষয়িত্বা।
সভ্যঃ সভায়াং সুহৃদাস্থিতায়াং
তস্থৌ বৃষাঙ্কগমন প্রতীক্ষঃ ॥ ২৯ ॥

হেরি ক্রমবর্দ্ধমান দুহিতার স্তনাঙ্কুর
মাতা মেনকার বাঞ্ছা সুপাত্রে অর্পণ,
ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি লাভ আজি সাফল্যের পথে,
কোনরূপে মাতা তাই আঁকিলা অঞ্জন। ॥ ২৪ ॥

মাঙ্গলিক সূত্রগ্রন্থি পরাতে কন্যার হাতে
সাশ্রুনেত্রে করে তাহা অন্যত্র স্থাপন
ধাত্রী আসি পুরোভাগে প্রসারি ধরিলে হস্ত,
যথাস্থানে সূত্র মাতা করিলা বন্ধন। ॥ ২৫ ॥

পরি নব ক্ষৌমবস্ত্র নতুন দর্পণ লয়ে
ধরিলা অপূর্ব্ব শোভা পর্ব্বত-নন্দিনী,
যেন ফেণারাশি ধৌত ক্ষীরসিন্ধু বেলাভূমি,
কিম্বা চন্দ্রেকরোজ্জ্বল শারদ যামিনী। ॥ ২৬ ॥

আচার-নিপুণা মেনা অর্চ্চিকুলদেববৃন্দে,
করাল কন্যারে দিয়া প্রণাম সবারে,
পরে একে একে সেই পতিপুত্রবতীগণে
বন্দনা করায় মাতা প্রবীণানুসারে। ॥ ২৭ ॥

অখণ্ড পতির প্রেম লভ এই আশীর্ব্বাদ
প্রণতা গৌরীরে করে সাধ্বী নারীগণ,
অচিরে হইলা সতী মহেশের অর্দ্ধাঙ্গিনী
অতিক্রমি তাহাদের আশীষ বচন। ॥ ২৮ ॥

সভ্য দক্ষ হিমালয় আশাতীত সমারোহে
বিবাহের ব্যবস্থাদি সম্পন্ন করিয়া
বৃষাঙ্কের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলা
আত্মীয় বন্ধুর সহ সভায় বসিয়া। ॥ ২৯ ॥

তাবদ্‌-ভবস্যাপি কুবের শৈলে
তৎপূর্ব্ব-পাণি গ্রহণানুরূপম্‌
প্রসাধনং মাতৃভি রাদৃতাভির্‌
ন্যস্তং পুরস্তাৎ পুরশাসনস্য ॥ ৩০ ॥

তদ-গৌরবান্‌-মঙ্গলমণ্ডন শ্রীঃ
সা পস্পৃশে কেবলমীশ্বরেণ।
স এব বেশঃ পরিণে তুরিষ্টং
ভাবান্তরং তস্য বিভোঃ প্রপেদে ॥ ৩১ ॥

বভূব ভস্মৈব সিতাঙ্গরাগঃ
কপাস সেবামলশেখরশ্রীঃ।
উপান্তভাগেষু চ রোচনাঙ্কো
গজাজিনস্যৈব দুকূলভাবঃ ॥ ৩২ ॥

শঙ্খান্তরদ্যোতি বিলোচনং য
দন্ত নিবিষ্টা-মল-পিঙ্গতারম্‌।
সান্নিধ্যপক্ষে হরিতালমষ্যা
স্তদেব জাতং তিলকক্রিয়ায়াঃ ॥ ৩৩ ॥

যথা প্রদেশং ভুজগেশ্বরাণাং
করিষ্যতা-মাভরণান্তরত্বম।
শরীরমাত্রং বিকৃতিং প্রপেদে
তথৈব তস্থুঃ ফণরত্নশোভাঃ ॥ ৩৪ ॥

দিবাপি নিষ্ঠ্যূত-মরীচিভাসা—
বাল্যা-দনাবিষ্কৃত-লাঞ্ছনেন।
:চন্দ্রেন নিত্যং প্রতিভিন্ন-মৌলেশ
চূড়ামণেঃ কিং গ্রহণং হরস্য ॥ ৩৫ ॥

হোথা গিরি কৈলাসেও প্রথম বিবাহ সম
সাড়ম্বরে ধূর্জটির সজ্জার কারণে
মাতৃগণ মিলি সবে প্রসাধন ও রত্নাদি
রাখিলা সম্মুখে তার অতি সযতনে । ।। ৩০ ।।

মাতৃমণ্ডলীর প্রতি গৌরব দেখাতে শুধু,
ঈশ্বর যেমন দ্রব্য স্পর্শ করে নাই
পরিল স্বকীয় বেশ যা ছিল তা ভূষণ হল
বিবাহের যোগ্য তার ইচ্ছা অনুযায়ী । ।। ৩১ ।

ভস্মচূর্ণ হল তার অঙ্গের গন্ধানুলেপ
নরের কপালখণ্ড শিরের ভূষণ,
রোচন-রঞ্জিত তার গজাজিন খণ্ডখানি
শোভিতে লাগিল যেন পট্টের বসন ।। ৩২ ।।

ললাটস্থ পিঙ্গলাভ তৃতীয় নয়ন তার,
যদিও স্তিমিত তবু দীপ্ত জ্যোতিষ্মান,
স্বীয় মহিমায় শোভে বিবাহ কালোপযোগী
হরিতাল দ্রবোদ্ভূত তিলক সমান । ।। ৩৩ ।।

অঙ্গের যে স্থানে যত বিষধর সর্পছিল
আভরণ রূপে তারা সেথায় রহিল ।
সে হেতু তাহারা শুধু বাঁকাইল দেহখানি
কিন্তু শিরোস্থিতমণি জ্বলিতে লাগিল । ।। ৩৪ ।

জটা জাল মধ্যে ছিল ক্ষীণ বক্র চন্দ্রকলা,
দিবসেও যাহা হতে ঝরিত কিরণ,
তৃতীয়ার শশীসম অকলঙ্ক ছিল তাহা
অন্য চূড়ামণি তবে কিসে প্রয়োজন । ।। ৩৫ ।।

ইত্যদ্ভুতৈক প্রভবঃ প্রভাবাৎ
প্রসিদ্ধ-নেপথ্য-বিধেৰ্ব্বিধাতা।
আত্মান-মাসন্ন-গণোপনীতে
খড়্গে নিবিষ্ট-প্রতিমং দদর্শ ॥ ৩৬ ॥

স গোপতিং নন্দিভুজাবলম্বী
শার্দূল চৰ্ম্মান্তরিতোরুপৃষ্ঠম্।
তদ্ভক্তি-সংক্ষিপ্ত-বৃহৎ প্রমাণ
মারুহ্য কৈলাসমিব প্রতস্থে ॥ ৩৭ ॥

তং মাতরো দেব মনুব্রজন্ত্যঃ
স্ববাহন ক্ষোভ চলাবতংসাঃ।
মুখৈঃ প্রভামণ্ডল রেণু-গৌরৈঃ
পদ্মাকরং চক্রু-রিবান্তরীক্ষম্। ॥ ৩৮ ॥

তাসাঞ্চ পশ্চাৎ কনক-প্রভাণাং
কালী কপালাভরণা চকাশে
বলাকিনী নীল-পয়োদরাজী
দূরং পুরঃক্ষিপ্ত শত হ্রদেব। ॥ ৩৯ ॥

ততো গণৈঃ শূলভৃতঃ পুরোগৈ
রুদীরিতো মঙ্গলতূর্য্যঘোষঃ।
বিমান শৃঙ্গাণ্য-বগাহমানঃ
শশংস সেবাবসরং সুরেভ্যঃ। ॥ ৪০ ॥

উপাদদে তস্য সহস্ররশ্মি
স্ত্বষ্ট্রা নবং নির্ম্মিত-মাতপত্রম্।
স তদ্দুকুলা-দবিদুর মৌলির্
বভৌ পতদ্গঙ্গ ইবোত্তমাঙ্গে। ॥ ৪১ ॥

হেনরূপে অপ্রতিম প্রভাবের ফলে শম্ভু,
স্বজিয়া বিবাহ যোগ্য অপরূপ বেশ
পার্শ্বস্থ প্রমথ দ্বারা আনীত খড়্গের মধ্যে
আপনার প্রতিবিম্ব হেরিলা মহেশ। ॥ ৩৬ ॥

সশ্রদ্ধে বৃষভরাজ সঙ্কুচিলে স্বীয় দেহ
নন্দীর বাহুতে ভর অর্পণ করিয়া,
ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত পৃষ্ঠে আরোহিলা মহেশ্বর
কৈলাসে শঙ্কর যেন বসিল চড়িয়া। ॥ ৩৭ ॥

মাতৃগণ স্ব স্ব যানে তাহার পশ্চাতে চলে
কর্ণ অবতংস দোলে লভি আন্দোলন,
নীলাকাশ রূপ জলে পদ্মের সমান শোভে
পরাগ লাঞ্ছিত সব সুন্দর আনন। ॥ ৩৮ ॥

কনক প্রভায় দীপ্তা মাতৃমণ্ডলীর পিছে
চলে কৃষ্ণা মহাকালী কপাল ধারিণী,
ধবল বলাকাযুক্ত সুনীল মেঘের অগ্রে
ছুটিয়া চলেছে যেন হেম সৌদামিনী। ॥ ৩৯ ॥

বিবাহের শোভাযাত্রা এইরূপে হলে শুরু
অগ্রগামী প্রমথের শুভ বাদ্যধ্বনি
স্পর্শিয়া বিমান যানে জানাইল দেবগণে
বিশ্বনাথে সেবিবার সময় এখনি। ॥ ৪০ ॥

বিশ্বকর্ম্মা-বিনির্ম্মিত নূতন ছত্রটি তার
বহুরশ্মি সূর্য্য শিরে করিলা ধারণ।
শোভে তার প্রান্তগুলি হর-উত্তমাঙ্গ ঘেরি
হিমাদ্রী-নিঃসৃত গঙ্গা ধারার মতন। ॥ ৪১ ॥

মূর্ত্তে চ গঙ্গা-যমুনে তদানীং
স চামরে দেবমসেবিষাতাম্ ।
সমুদ্রগারূপ-বিপর্য্যয়েঽপি
সহংসপাতে ইব লক্ষ্যমাণে । ॥ ৪২ ॥

তমভ্যগচ্ছৎ প্রথমো বিধাতা
শ্রীবৎসলক্ষ্মা পুরুষশ্চ সাক্ষাৎ
জয়েতি বাচা মহিমানমস্য
সংবর্দ্ধয়ন্তৌ হবিষেব বহ্নিম্ । ॥ ৪৩ ॥

একৈব মূর্ত্তির্ বিভিদে ত্রিধা সা
সামান্যমেষাং প্রথমাবরত্বম্ ।
বিষ্ণোর্-হরস্তস্য হরিঃ কদাচিদ্
বেধাস্তয়ো-স্তাবপি ধাতুরাদ্যৌ । ॥ ৪৪ ॥

তং লোকপালাঃ পুরুহূতমুখ্যাঃ
শ্রীলক্ষণোৎসর্গ বিনীতবেষাঃ ।
দৃষ্টিপ্রদানে কৃতনন্দিসংজ্ঞা
স্তদ্দর্শিতাঃ প্রাঞ্জলয়ঃ প্রণেমুঃ । ॥ ৪৫ ॥

কম্পেন মূর্দ্ধ্নঃ শতপত্রযোনিং
বাচা হরিং বৃত্রহণং স্মিতেন ।
আলোকমাত্রেন সুরান শেষান্
সম্ভাবয়ামাস যথাপ্রধানম্ । ॥ ৪৬ ॥

তস্মৈ জয়াশীঃ সসৃজে পুরস্তাৎ
সপ্তর্ষিভিস্তান্ স্মিত পূর্বমাহ ।
বিবাহযজ্ঞে বিততেঽত্র
যূয়মধ্বর্য্যবঃ পূর্ব্ব-বৃতা ময়েতি । ॥ ৪৭ ॥

গঙ্গা ও যমুনা ত্যজি সিন্ধুগামী স্রোতধারা,
ব্যাজন করিছে রুদ্রে ধরি কলেবর,
শুভ্র হংসমালা সম তাহাদের দেহ তটে
উড়িছে খেলিছে যেন সুদৃশ্য চামর। ॥ ৪২ ॥

হবির সংযোগে যথা বহ্নির মাহাত্ম্য বাড়ে
সেরূপ মহিমা তার সংবর্দ্ধিত করি
জয়তু বলিয়া আসে প্রথম বিধাতা সেই
শ্রীবৎস শোভিত শ্রেষ্ঠ পুরুষ শ্রীহরি। ॥ ৪৩ ॥

এক মূর্ত্তি তিনরূপে বিরাজিছে নিত্য তাই
প্রথম দ্বিতীয় জ্ঞান নহে সমীচীন
কখনো বা হরি আদি, কভু হর জ্যেষ্ঠতম
কভু ব্রহ্মা এ তিনের মধ্যেতে প্রবীণ। ॥ ৪৪ ॥

মহেন্দ্রাদি লোকপাল ইঙ্গিতে নন্দীর কাছে
প্রার্থনা জানাল তার দর্শনের তরে।
নন্দীও সবারে নিয়া বলে শঙ্করের কাছে,
এই ইন্দ্র, এই চন্দ্র প্রণিপাত করে। ॥ ৪৫ ॥

ঈষৎ আন্দোলি শির পদ্মযোনী বিধাতারে
বিষ্ণুর সহিত করি মৃদু আলাপণ
স্মিত হাস্যে ইন্দ্রকে ও দৃষ্টিতে অন্যান্য দেবে
যথাযোগ্য আপ্যায়ণ করে ত্রিলোচন। ॥ ৪৬ ॥

অগ্রসরি সপ্তর্ষিরা 'জয়হোক' এ শুভেচ্ছা
জ্ঞাপন করিলে শিব কহিলা তখন,
এবিবাহ রূপ যজ্ঞে আপনাদিগকে আমি
পূর্ব্বেই অধ্বর্যুপদে করেছি বরণ। ॥ ৪৭ ॥

বিশ্বাবসুপ্রাগ্র-হরৈঃ প্রবীণৈঃ
সঙ্গীয় মান-ত্রিপুরাবদানঃ।
অধ্বান-মধ্বান্ত-বিকারলঙ্ঘ্যা
স্তুতার তারাধিপখণ্ড-ধারী।॥ ৪৮ ॥

খে খেলগামী তমুবাহ বাহঃ
সশব্দ-চামীকরকিঙ্কিণীকঃ
তটাভিঘাতাদিব লগ্নপঙ্কে
ধুন্বন্-মুহুঃ প্রোত-ঘনে বিষাণে ॥ ৪৯ ॥

স প্রাপদ প্রাপ্তপরাভিযোগং
নগেন্দ্রগুপ্তং নগরং মুহূর্ত্তাৎ।
পুরোবিলগ্নৈর্-হরদৃষ্টি পাতৈঃ
সুবর্ণসূত্রৈ-রিব কৃষ্যমাণঃ ॥ ৫০ ॥

তস্যোপকণ্ঠে ঘননীলকণ্ঠঃ
কুতূহলা-দুন্মুখ-পৌরদৃষ্টঃ।
স্ববাণচিহ্নাদবতীর্য্য মার্গা
দাসন্ন-ভূপৃষ্ঠ-মিয়ায়দেবঃ ॥ ৫১ ॥

তমৃদ্ধি-মদ্বন্ধু-জনাধিরূঢৈর
বৃন্দৈর্-গজানাং গিরিচক্রবর্ত্তী।
প্রত্যুজ্জগা-মাগমনপ্রতীতঃ
প্রফুল্লবৃক্ষৈঃ কটকৈরিব স্বৈঃ ॥ ৫২ ॥

বর্গাবুভৌ দেব-মহীধরাণাং
দ্বারে পুরস্যোদ্-ঘটিতাপিধানে।
সমীয়তুর্-দূরবিসর্পিঘোষৌ
ভিন্নৈকসেতু পয়সামিবৌঘৌ ॥ ৫৩ ॥

বিশ্বাবসু প্রমুখাদি নিপুণ গায়কগণ
ত্রিপুর জয়ের গাথা গাহিল বীণায় !
তামসিক গুণাতীত নির্ব্বিকার মহেশ্বর,
চলিলা, শৈলেন্দ্রপুরী বিরাজে যেথায় । ॥ ৪৮ ॥

শূন্য মার্গে বৃষরাজ চলিবার কালে তার
কণ্ঠের ঘণ্টিকাগুলি বাজে ঝম্ ঝম্,
স্তূপে স্তূপে মেঘখণ্ড শোভে তার শৃঙ্গে, যেন
তটভূমি প্রত্যাঘাতে আপ্লুত কর্দ্দম । ॥ ৪৯ ॥

নগরাজ সুরক্ষিত শত্রুর অগম্য পুরে
মুহূর্ত্তে বৃষভরাজ আসিল উড়িয়া
যেন সে পুরীকে, শিব আনিল নিকটে টানি
সুবর্ণের সূত্রসম দৃষ্টি জাল দিয়া । ॥ ৫০ ॥

স্ব-নিক্ষিপ্ত বাণদ্বারা চিহ্নিত আকাশ পথে
নামি আসে ভূ-পৃষ্ঠে সে পুর উপকণ্ঠে,
উন্মুখ নগরবাসী নিবারিলা কৌতূহল ;
হেরি নবমেঘসম ঘন নীলকণ্ঠে । ॥ ৫১ ॥

তার আগমন বার্ত্তা শুনি গিরি চক্রবর্ত্তী
লয়ে গজ-পৃষ্ঠারূঢ় আত্মীয় স্বজন
জানাইতে অভ্যর্থনা চলিলা আনন্দে, যেন
গিরির নিতম্বদেশ চলে নিয়া বন । ॥ ৫২ ॥

বিশাল তোরণ দ্বার হইলে অর্গলমুক্ত
দুইদিক হতে আসি দেব নগদল,
চাহিলা মিলিত হতে, বিপরীত ধারা যেন,
ভাঙিতে একই সেতু উদ্দাম উচ্ছল । ॥ ৫৩ ॥

হ্রীমানভূদ্ভূমিধরো হরেণ
ত্রৈলোক্যবন্দ্যেন কৃত প্রণামঃ ।
পূর্ব্বং মহিম্না স হি তস্য দূর-
মাবর্জ্জিতং নাত্মশিরো বিবেদ ॥ ৫৪ ॥

স প্রীতিযোগাদ্বিকসন্-মুখশ্রীর্
জামাতুরগ্রেসরতা-মুপেত্য ।
প্রাবেশয়ন্মন্দির-মৃদ্ধমেন-
মাগুল্ফ-কীর্ণাপণ-মার্গপুষ্পম্ ॥ ৫৫ ॥

তস্মিন্ মুহূর্ত্তে পুরসুন্দরীণা-
মীশান-সন্দর্শন-লালসানাম্ ।
প্রাসাদ মালাসু বভূবুরিত্থং
ত্যক্তান্য কার্য্যাণি বিচেষ্টিতানি ॥ ৫৬ ॥

আলোকমার্গং সহসা ব্রজন্ত্যা
কয়াচি-দুদ্বেষ্টন-বান্ত-মালাঃ ।
বন্ধুং ন সম্ভাবিত এব তাবৎ
করেণ রুদ্ধোঽপি চ কেশপাশঃ ॥ ৫৭ ॥

প্রসাধিকা-লম্বিত-মগ্রপাদ-
মাক্ষিপ্য কাচিদ্ দ্রবরাগমেব ।
উৎসৃষ্ট-লীলা-গতিরা গবাক্ষা-
দলক্তকাঙ্কাং পদবীং ততান ॥ ৫৮ ॥

বিলোচনং দক্ষিণ-মঞ্জনেন
সম্ভাব্য তদ্-বঞ্চিত-বামনেত্রা ।
তথৈব বাতায়ন-সন্নিকর্ষং
যযৌ শলাকামপরা বহন্তী ॥ ৫৯ ॥

ত্রিলোক বন্দিত হর প্রণমিলে গিরিরাজে
হইলা সে ম্রিয়মান সঙ্কোচে লজ্জায়,
যদিও অজ্ঞাতে তার নত হয়েছিল শির,
পূর্ব্বাহ্নেই শঙ্করের মাহাত্ম্য প্রভায়। ॥ ৫৪ ॥

জামাতার আগমনে প্রীতি পূর্ণ মুখে গিরি
অগ্রসরি সম্ভাষিলা পিনাক পাণিরে
আগুল্ফ কুসুমাকীর্ণ পণ্য বীথিকার পথে
চলিলা জামাতৃ সহ সমৃদ্ধ মন্দিরে। ॥ ৫৫ ॥

ঈশান দর্শন লাগি অধীরা ও লালায়িতা
পুর সুন্দরীরা সবে মহা কলরোলে,
ত্যাজিয়া হাতের কাজ যে যেমন ভাবে পারে
ছুটিলা প্রাসাদালিন্দে ব্যগ্র কুতূহলে। ॥ ৫৬ ॥

উপযুক্ত স্থান লক্ষি ছুটিবার কালে কোন
সুন্দরী খসায় তার কবরী বন্ধন,
স্খলিত মালার সহ হস্তে ধরি সেই কেশ
ছোটে সে, বাঁধিতে খোঁপা হল না স্মরণ। ॥ ৫৭ ॥

প্রসাধিকা হস্ত হতে সরায়ে চরণখানি
ছুটিল গবাক্ষ পার্শ্বে সুন্দরী যুবতি
ফুটিল অলক্তরাগ রঞ্জিত চরণ চিহ্ন
রহিল না আর তার মন্দ মন্দ গতি। ॥ ৫৮ ॥

দক্ষিণ নয়নে শুধু টানি কজ্জলের রেখা
ভুলি কেহ বাম নেত্রে পরিতে অঞ্জন
তেমনি ভাবেতে তন্বী হস্তে লয়ে শলাকাটি
বাতায়ন পার্শ্বে দ্রুত করিল গমন। ॥ ৫৯ ॥

জালান্তর-প্রেষিত-দৃষ্টিরন্যা
প্রস্থানভিন্নাং ন ববন্ধ নীবীম্।
নাভি-প্রবিষ্টাভরণ-প্রভেণ
হস্তেন তস্থা-ববলম্ব্য বাসঃ ॥ ৬০ ॥

অর্দ্ধাচিতা সত্বর-মুত্থিতায়াঃ
পদে পদে দুর্নিমিতে গলন্তী।
কস্যাশ্চি দাসা-দ্রশনা তদানী-
মঙ্গুষ্ঠ-মূলাপিত-সূত্রশেষা ॥ ৬১ ॥

তাসাং মুখৈরাসব-গন্ধগর্ভৈর্
ব্যাপ্তান্তরাঃ সান্দ্র-কুতূহলানাম্।
বিলোল নেত্র-ভ্রমরৈর্ গবাক্ষাঃ
সহস্র পত্রা ভরণা ইবাসন্ ॥ ৬২ ॥

তাবৎ পতাকাকুল-মিন্দুমৌলি
রুত্তোরণং রাজপথং প্রপেদে।
প্রাসাদ-শৃঙ্গানি দিবাপি কুর্ব্বন্
জ্যোৎস্নাভিষেক-দ্বিগুণ দ্যুতীনি ॥ ৬৩ ॥

তমেক দৃশ্যং নয়নৈঃ পিবন্ত্যো
নার্য্যো ন জগ্মু-বিষয়ান্তরাণি।
তথাহি শেষেন্দ্রিয়-বৃত্তিরাসাং
সর্ব্বাত্মনা চক্ষুরিব প্রবিষ্টা ॥ ৬৪ ॥

স্থানে তপো দুশ্চর-মেতদর্থ
মপর্ণয়া পেলবয়াপি তপ্তম্।
যা দাস্যমপ্যস্য লভেত নারী
সা স্যাম কৃতার্থা কিমুতাঙ্কশয্যাম্ ॥ ৬৫ ॥

গবাক্ষের প্রতি দৃষ্টি রাখি কোন রমণীর
ছুটিবার কালে খসি পড়িল কাপড়,
হস্তে ধরি শ্লথ বস্ত্র ছুটিল সে সেইভাবে
ভরিল গহনালোকে নাভির গহ্বর ॥ ৬০ ॥

দেখিতে বরের রূপ ত্যাজি চন্দ্রহার গাঁথা
সত্বর উঠিতে গেলে কোন বা সুন্দরী
শুধুমাত্র সূত্রটুকু আঙুলে রহিল তার
মালা হতে মুক্তাগুলি পড়ে গেল ঝরি। ॥ ৬১ ॥

আসবের গন্ধ মুখে রূপসী নারীর দল,
আসি দাঁড়াইল সবে বাতায়ন পাশে।
সুন্দর মুখের সহ বিলোল মদির আঁখি
শোভে যেন শতদল ভ্রমর সকাশে। ॥ ৬২ ॥

পতাকা তোরণযুক্ত সেই রাজপথে আসি
ততক্ষণে মহেশ্বর হল উপনীত
ললাট চন্দ্রের দীপ্তি প্রাসাদ শীর্ষের দ্যুতি
দিবসেও করি দিল দ্বিগুণ বর্দ্ধিত। ॥ ৬৩ ॥

ভুলি অন্য সব কিছু তাহার রূপের সুধা
নারীরা করিল পান নয়ন ভরিয়া।
সকল ইন্দ্রিয় যেন দেখিতে লাগিল তারে,
একত্রে নেত্রের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া। ॥ ৬৪ ॥

কোমলাঙ্গী অপর্ণা যে সাধিলা দুঃসহ তপ
সার্থক হইল তাহা লভি ত্রিপুরারি
যাঁর দাসীত্বেও মানে জীবন কৃতার্থ বলি
কি বলিব, অঙ্কশয্যা লভিলে সে নারী! ॥ ৬৫ ॥

পরস্পরেণ স্পৃহণীয়শোভং
ন চেদিদং দ্বন্দ্ব-মযোজয়িষ্যৎ।
অস্মিন্ দ্বয়ে রূপবিধানযত্নঃ
পত্যুঃ প্রজানাং বিফলো-ঽভবিষ্যৎ॥ ৬৬॥

ন নূন মারূঢ়-রুষা শরীর-
মনেন দগ্ধং কুসুমায়ুধস্য।
ব্রীড়াদমুং দেব-মুদীক্ষ্য মন্যে
সন্ন্যস্ত দেহঃ স্বয়মেব কামঃ॥ ৬৭॥

অনেন সম্বন্ধ-মুপেত্য দিষ্ট্যা
মনোরথ-প্রার্থিত-মীশ্বরেণ।
মূর্দ্ধানমালি! ক্ষিতিধারণোচ্চ
মুচ্চৈস্তরং বক্ষ্যতি শৈলরাজঃ॥ ৬৮

ইতোৌষধি প্রস্থ-বিলাসিনীনাং
শৃণ্বন্ কথাঃ শ্রোত্র সুখা-স্ত্রিনেত্রঃ।
কেয়ূর-চূর্ণীকৃত-লাজ মুষ্টিঃ
হিমালয়স্যালয়-মাসসাদ॥ ৬৯।

তত্রাবতীর্য্যা-চ্যুতদত্তহস্তঃ
শরদ্-ঘনাদ্দীধিতিমানিব্রোক্ষঃ।
ক্রান্তানি পূর্ব্বং কমলাসনেন
কক্ষান্ত-রাণ্যদ্রিপতের-বিবেশ॥ ৭০

তমন্বগিন্দ্র-প্রমুখাশ্চ দেবাঃ
সপ্তর্ষিপূর্ব্বাঃ পরমর্ষয়শ্চ।
গণাশ্চ গিয্যালয়-মন্বগচ্ছন্
প্রশস্ত মারম্ভ-মিবোত্তমার্থাঃ॥ ৭১॥

অপূর্ব্ব শোভন এই দম্পতিরে প্রজাপতি
যদি নাহি মিলাতেন বিবাহ বন্ধনে,
উভয়ের অঙ্গে সে যে আরোপিলা রূপরাশি
ব্যর্থ হ'ত না লাগি তা কোন প্রয়োজনে। ॥ ৬৬।

ক্রোধবশে পঞ্চশরে দগ্ধিয়াছে মহেশ্বর
ইহা সত্য হতে নাহি পারে কদাচন,
হেরি চন্দ্রমৌলি-রূপ লজ্জায় কুসুমধনু
নিজেই নিজের দেহ দিলা বিসর্জ্জন। ॥ ৬৭ ॥

হে সখি, ধরিত্রীধারী শৈলরাজ হিমাদ্রীর,
স্বভাবতঃ উচ্চশির ইহা সুবিদিত
ঈশ্বরের সঙ্গে তার বাঞ্ছিত সম্বন্ধ হেতু
সে শির হইল আরো গৌরবে উন্নত। ॥ ৬৮

ওষধী প্রস্থের সেই বিলাসিনীদের মুখে
শুনি শ্রুতিসুখকর এই আলাপন,
কেয়ূর সংস্পর্শে চ্যুত লাজ বৃষ্টিধারা মধ্যে
হিমালয় গৃহে আসি পৌছে ত্রিনয়ন। ॥ ৬৯

মাধবের হস্ত ধরি উত্তরিলা বৃষ হতে
শরতের মেঘ হতে সূর্য্য যথা সরে,
অগ্রে পদ্মাসন ব্রহ্মা, তাহার পশ্চাতে শিব,
প্রবেশিলা প্রাসাদের কক্ষ অভ্যন্তরে। ॥ ৭০ ॥

ইন্দ্রাদি দেবতাবৃন্দ লইয়া সপ্তর্ষিবৃন্দে
হরসহ গিরিগৃহে করে আগমন
ভূতেরাও আসে সেথা, যেন কার্য্য সিদ্ধি লাগি
কারণ পরম্পরার একত্র মিলন ॥ ৭১ ॥

তত্রেশ্বরো বিষ্টরভাগ্ যথাবৎ
সরত্নমর্ঘ্যং মধুমচ্চ গব্যম্।
নবে দুকূলে চ নগোপনীতং
প্রত্যগ্রহীৎ সর্ব্বমমন্ত্রবর্জ্জম্ ॥ ৭২ ॥

দুকূল-বাসাঃ স বধূ-সমীপং
নিন্যে বিনীতৈ-রবরোধ-দক্ষৈঃ
বেলা-সমীপং স্ফুট-ফেনরাজির্
নবৈরুদন্বা-নিব চন্দ্রপাদৈঃ ॥ ৭৩ ॥

তয়া প্রবৃদ্ধানন-চন্দ্র-কান্ত্যা
প্রফুল্লচক্ষুঃ-কুমুদঃ কুমার্য্যা।
প্রসন্নচেতঃ-সলিলঃ শিবোঽভূৎ
সংসৃজ্যমানঃ শরদেবলোকঃ ॥ ৭৪ ॥

তয়োঃ সমাপত্তিষু কাতরাণি
কিঞ্চিদ্ ব্যবস্থাপিত-সংহৃতানি।
হ্রীযন্ত্রণাং তৎক্ষণ-মন্বভূব-
নন্যোন্য লোলানি বিলোচনানি ॥ ৭৫ ॥

তস্যাঃ করং শৈল-গুরূপনীতং
জগ্রাহ তাম্রাঙ্গুলিমষ্টমূর্ত্তিঃ
উমাতনৌ গূঢ়তনোঃ স্মরস্য
তচ্ছঙ্কিনঃ পূর্ব্বমিব প্ররোহম্ ॥ ৭৬ ॥

রোমোদ্গমঃ প্রাদুরভূদুমায়াঃ
স্বিন্নাঙ্গুলিঃ পুঙ্গবকেতুরাসীৎ।
বৃত্তিস্তয়োঃ পাণিসমাগমেন
সমং বিভক্তেব মনোভবস্য ॥ ৭৭ ॥

সেথা হিমালয়ালয়ে আনীত অর্ঘ্যসহ
মধুপূর্ণ দধি আর বিবিধ রতন,
আর দুই প্রস্থ নব ক্ষৌম বস্ত্র মহেশ্বর
গ্রহণ করিলা করি মন্ত্র উচ্চারণ। ॥ ৭২ ॥

অন্তঃপুর রক্ষিগণ ক্ষৌমবস্ত্রধারী রুদ্রে,
বিনয়ে লইয়া গেল বধূর সকাশে।
নবচন্দ্র কর স্পর্শে ক্ষিপ্ত ফেন মালা সহ
সিন্ধু যেন চলিয়াছে বেলাভূমি পাশে। ॥ ৭৩ ॥

শারদ সঙ্গমে যথা বিকশিত হয় পদ্ম,
যেমন নির্ম্মল রূপ ধরে সরোবর,
চন্দ্রমুখী উমা পাশে সেরূপ হরের চক্ষু
বিকশিল, আর হল নির্ম্মল অন্তর। ॥ ৭৪ ॥

যদিও উভয়ে তারা পরস্পরে দেখিবারে
ছিল অতিশয় ব্যগ্র, তথাপি যখন,
মিলিল তাদের নেত্র ক্ষণেক দেখিয়া পুনঃ
লজ্জা হেতু অন্যদিকে ফিরাল নয়ন। ॥ ৭৫ ॥

তাম্রাভ সুন্দর তার হস্তখানি গিরিরাজ
প্রদানিলে অষ্ট মূর্ত্তি করিলা গ্রহণ,
বুঝি রুদ্ররোষে ভীত কামেরে লইয়া শম্ভু
উমা অঙ্গে করেছিল যে আত্মগোপন। ॥ ৭৬ ॥

আবেশে পার্ব্বতী হল কণ্টকিত তনু, আর
স্বেদাক্ত অঙ্গুলিযুক্ত পুরুষ রতন,
আসন্ন মিলন ক্ষণে সমভাবে করে কাম,
উভয়ের পরে তার প্রভাব বণ্টন। ॥ ৭৭ ॥

প্রযুক্ত পাণি গ্রহণং যদন্যদ্-
বধূবরং পুষ্যতি কান্তিমগ্র্যাম্।
সান্নিধ্যযোগা-দনয়োস্তদানীং
কিং কথ্যতে শ্রী-রুভয়স্য তস্য ॥ ৭৮ ॥

প্রদক্ষিণ-প্রক্রমণাৎ কৃশানো-
রুদর্চ্চি-ষস্তন্-মিথুনং চকাশে।
মেরো-রুপান্তেষ্বিব বর্ত্তমান
মন্যোন্য-সংসক্ত-মহাস্ত্রিযামম্ ॥ ৭৯ ॥

তৌ দম্পতী ত্রিঃ পরিণীয় বহ্নি-
মন্যোন্য-সংস্পর্শ নিমীলিতাক্ষৌ
স কারয়ামাস বধূং পুরোধা-
স্তস্মিন সমিদ্ধার্চ্চিষি লাজমোক্ষম্ ॥ ৮০ ॥

স লাজ-ধূমাঞ্জলি-মিষ্টগন্ধং
গুরূপদেশাদ্-বদনং নিনায়।
কপোল-সংসর্পি-শিখঃ স তস্যা
মুহূর্ত্ত-কর্ণোৎপলতাং প্রপেদে ॥ ৮১ ॥

তদীয়-দার্দ্রারুণ-গণ্ডলেখ-
মুচ্ছ্বাসি-কালাঞ্জন-রাগমক্ষ্ণোঃ।
বধূমুখং ক্লান্ত-যবাবতংস-
মাচারধূম-গ্রহণাদ্ বভূব ॥ ৮২ ॥

বধূং দ্বিজঃ প্রাহ তবৈষ বৎসে!
বহ্নির্-বিবাহং প্রতি কর্ম্মসাক্ষী।
শিবেন ভর্ত্রা সহ ধর্ম্মাচর্য্যা
কার্য্যা ত্বয়া মুক্ত-বিচারয়েতি ॥ ৮৩ ॥

অন্যান্য বিবাহস্থলে থাকিলে মহেশ উমা,
　　সে বর বধূর শোভা অধিক বাড়ায়,
আর তারা নিজেরাই সাজিলে বিবাহবেশে
　　যে শোভায় সৃষ্টি হয়, তা কি বলা যায়! ॥ ৭৮ ॥

জ্যোতিষ্মান সুমেরুকে প্রদক্ষিণ করে যথা
　　পরস্পর সংলগ্ন রাত্রি আর দিন,
বিবাহ বন্ধনে যুক্ত সেরূপ এ বর বধূ,
　　দীপ্তশিখ অনলকে করে প্রদক্ষিণ। ॥ ৭৯ ॥

উভয়ের সংস্পর্শে উভয় আসিয়া তারা,
　　হল যেন তন্দ্রালসে মুদিত নয়ন
তিনবার প্রদক্ষিণ সারা হলে পুরোহিত
　　করাল বধূরে দিয়া লাজ বিসর্জ্জন। ॥ ৮০ ॥

গুরুসম পুরোহিত আজ্ঞা দিলে নববধূ
　　মুখে দিলা সেই লাজ ধূম্রের অঞ্জলি
ক্ষণকাল তরে যেন কর্ণ অবতংসরূপী
　　কমলের স্থান নিল সে ধূম্রকুণ্ডলী। ॥ ৮১ ॥

আচার ধূম্রের জাল পার্ব্বতীর গণ্ডদেশ
　　ঈষৎ আরক্ত বর্ণে করিল রঞ্জিত
যবাঙ্কুর অবতংস হইল অত্যন্ত ম্লান
　　নয়নের কৃষ্ণাঞ্জন রাগ উচ্ছ্বসিত। ॥ ৮২ ॥

ব্রাহ্মণ কহিলা, বৎসে, তোমাদের বিবাহের
　　রহিলা হইয়া সাক্ষী এই হুতাশন,
আজি হতে নির্দ্বিধায় শিবের সহিত তুমি
　　করিতে পারিবে সর্ব্ব ধর্ম্মের সাধন। ॥ ৮৩

আলোচনান্তং শ্রবণে বিতত্য
পীতং গুরোস্তদ্-বচনং ভবান্যা।
নিদাঘ-কালোল্বণতাপয়েব
মাহেন্দ্রমন্তঃ প্রথমং পৃথিব্যা ॥ ৮৪ ॥

ধ্রুবেণ ভর্ত্রা ধ্রুবদর্শনায়
প্রযুজ্যমানা প্রিয় দর্শনেন।
স দৃষ্ট ইত্যানন-মুন্নমষ্য
হ্রী-সন্ন-কণ্ঠী কথমপ্যুবাচ। ॥ ৮৫ ॥

ইত্থং বিধিজ্ঞেন পুরোহিতেন
প্রযুক্ত-পাণি-গ্রহণোপচারৌ।
প্রণেমতুস্তৌ পিতরৌ প্রজানাং
পদ্মাসনস্থায় পিতামহায়। ॥ ৮৬ ॥

বধূর বিধাত্রা প্রতিনন্দ্যতে স্ম
কল্যাণি! বীরপ্রসবা ভবেতি।
বাচস্পতি : সন্নপি সোঽষ্টমূর্ত্তৌ
ত্বাশাস্য-চিন্তা স্তিমিতো বভূব। ॥ ৮৭ ॥

ক্লৃপ্তোপচারং চতুরস্রবেদীং
তাবেত্য পশ্চাৎ কনকাসনস্থৌ।
জায়াপতী লৌকিক-মেষণীয়
মার্দ্রাক্ষতা-রোপণ-মন্বভূতাম্। ॥ ৮৮ ॥

পত্রান্ত-লগ্নৈর্-জলবিন্দুজালৈ
রাকৃষ্ট-মুক্তা-ফল-জাল শোভম্।
তয়ো-রুপর্য্যায়ত নলদণ্ড
মাধত্ত লক্ষ্মীঃ কমলাতপত্রম্। ॥ ৮৯ ।

আনেত্র বিস্তারি কর্ণ পরম আগ্রহ ভরে
শুনিলা সে বাক্যসুধা পর্ব্বত নন্দিনী,
নিদাঘে প্রথম ধারা আকণ্ঠ করিয়া পান
শীতল হইল যেন বিশুষ্ক মেদিনী। ॥ ৮৪ ॥

ধ্রুব আর চিরন্তন প্রিয়দর্শী স্বামী তার
কহিলা, ঐ ধ্রুবতারা করহ দর্শন।
লজ্জানম্র কণ্ঠে উমা কহে শুধু দেখিয়াছি,
ঈষৎ তুলিয়া ঊর্দ্ধে আরক্ত বদন। ॥ ৮৫ ॥

বিধিমতে এইভাবে পুরোহিত সাহচর্য্যে
শুভকার্য্য সুসম্পন্ন হলে অতঃপর,
প্রণমিলা পদ্মাসন পিতামহ বিধাতারে
জগতের পিতামাতা পার্ব্বতী শঙ্কর। ॥ ৮৬ ॥

বধুকে আশীষ করি কহিলেন পদ্মযোনী
হে কল্যাণি, হও তুমি বীর প্রসবিনী,
অষ্টমূর্ত্তি শঙ্করকে কি বলিয়া আশীষিবে
চিন্তা করি নাহি পান বাচস্পতি যিনি। ॥ ৮৭ ॥

তখন সে জায়াপতি চতুষ্কোণ বেদীপরে
বসিলা কনকাসন করি আলোকিত
বাঞ্ছিত আচারযোগ্য আর্দ্রদূর্ব্বাদল রাজি
তাহাদের শিরোপরি হইল বর্ষিত। ॥ ৮৮ ॥

পদ্মালয়া লক্ষ্মী আসি ধরিলা মস্তকোপরি
মৃণালের দণ্ডসহ পদ্মের ছাতাটি
শতদল প্রান্তভাগে বিস্ফারিত বারিবিন্দু
সৃজিলা মুক্তারসম শোভা পরিপাটী। ॥ ৮৯ ॥

দ্বিধা প্রযুক্তেন চ বাঙময়েণ
সরস্বতী তন্ মিথুনং নুনাব।
সংস্কার পুতেন বরং বরেণ্যং
বধুং সুখগ্রাহ্য নিবন্ধনেন।॥ ৯০ ॥

তৌ সন্ধিষু ব্যঞ্জিতবৃত্তি-ভেদং
রসান্তরেষু প্রতিবদ্ধরাগম্।
অপশ্যতা মপ্সরসাং মুহূর্ত্তং
প্রয়োগমাদ্যং ললিতাঙ্গহারম্।॥ ৯১ ॥

দেবাস্তদন্তে হরমূঢ়ভার্য্যং
কিরীট বদ্ধাঞ্জলয়ো নিপত্য।
শাপাবসানে প্রতিপন্নমূর্ত্তের
যযাচিরে পঞ্চশরস্য সেবাম্।॥ ৯২ ॥

তস্যানুমেনে ভগবান বিমন্যুর
ব্যাপার-মাত্মন্যপি সায়কানাম্।
কালপ্রযুক্তা খলু কার্য্যবিদ্ভি
বিজ্ঞাপনা ভর্ত্তৃষু সিদ্ধিমেতি।॥ ৯৩

অথ বিবুধ-গণাংস্তা
মিন্দুমৌলির-বিসৃজ্য
ক্ষিতিধরপতি-কন্যা
মাদদানঃ করেণ।
কনক কলস-যুক্তং
ভক্তি-শোভা-সনাথং
ক্ষিতি বিরচিত শয্যাং
কৌতুকাগার মাগাৎ।॥ ৯৪ ॥

দেবী সরস্বতী আসি দম্পতির পুরোভাগে
করিলেন স্তুতি স্তব সুমধুর গানে,
বিশুদ্ধ সংস্কৃতে ছিল শঙ্করের স্তব, আর
উমাস্তুতি সুখশ্রাব্য প্রাকৃত বয়ানে। ॥ ৯০ ॥

তারপর নানাবিধ অঙ্গের ভঙ্গিমা সহ
ব্যাঞ্জনায় করি নানা রসের সৃজন
অপ্সরারা প্রদর্শিল যে আদি নাটকখানি
হেরি তা ক্ষণেক মুগ্ধ হইলা দু'জন। ॥ ৯১ ॥

আপন কিরীটে রাখি অঞ্জলি নিবদ্ধ কর
বিবাহিত শঙ্করকে কহে দেবগণ
তব শাপানলে দগ্ধ কন্দর্পেরে মুক্তি দিলে
সে আসিয়া তব সেবা করিবে এখন। ॥ ৯২ ॥

গতক্রোধ ভগবান সানন্দে দিলেন সায়
কন্দর্পেরে যত খুশী বাণ বরিষণে
যে জানে সাধিতে কার্য, আপন প্রার্থনাজাত
এমনি সুযোগ করে প্রভুর সদনে। ॥ ৯৩

অনন্তর বিদায়ে জানায়ে
একে একে সব দেবতারে,
ইন্দুমৌলি প্রবেশিলা নিয়া
হস্তে ধরি হিমাদ্রী কন্যারে।
আলিম্পনে চিত্রিত, সজ্জিত
স্বর্ণকুম্ভ শোভিত দুয়ারে,
ভূমিতলে শয্যা বিরচিত
যেথাছিল, সে বাসরাগারে। ॥ ৯৪ ॥

নব পরিণয় লজ্জা
ভূষণাং তত্র গৌরীং
বদন-মপহরন্তীং
তৎকৃতা ক্ষেপমীশঃ।
অপি শয়ন-সখীভ্যো
দত্তবাচং কথঞ্চিৎ
প্রথম মুখ বিকারৈর্
হাসয়া মাস গূঢ়ম্। ॥ ৯৫ ॥

ইতি সপ্তমঃ সর্গঃ

নববধূ লজ্জায় ভূষিতা
নতমুখে সেথায় রহিলা,
যতই না মহেশ্বর তার
মুখখানি তুলিয়া ধরিলা।
শুধু শয্যা সহচরী গণে
দুইচারি বচন কহিলা,
প্রমথের মুখভঙ্গী হেরি
অবশেষে পার্ব্বতী হাসিলা। ॥ ৯৫ ॥

সপ্তম সর্গ সমাপ্ত

অষ্টমঃ সর্গঃ

পাণি-পীড়নবিধে-রনন্তরং
শৈলরাজ দুহিতুর-হরং প্রতি
ভাব-সাধ্বস পরিগ্রহাদভূৎ
কামদোহদ-সুখং মনোহরম্ ॥ ১ ॥

ব্যাহৃতা প্রতিবচো ন সন্দধে
গন্তু মৈচ্ছদ বলম্বিতাংশুকা।
সেবতে স্ম শয়নং পরাঙ্মুখী
সা তথাপি রতয়ে পিনাকিনঃ ॥ ২ ॥

কৈতবেন শয়িতে কুতূহলাৎ
পার্ব্বতী প্রতিমুখং নিপাতিতম্।
চক্ষুরুন্মিষতি সস্মিতং প্রিয়ে
বিদ্যুদাহত-মিব ন্যমীলয়ৎ ॥ ৩ ॥

নাভিদেশনিহিতঃ সকম্পয়া
শঙ্করস্য রুরুধে তয়া করঃ।
তদ্দুকূলমথ চাভবৎ স্বয়ং
দূরমুচ্ছ্বসিত-নীবিবন্ধনম্ ॥ ৪ ॥

এবমালি! নিগৃহীত-সাধ্বসং
শঙ্করো রহসি সেব্যতামিতি।
সা সখীভি-রুপদিষ্ট-মাকুলা
নাস্মরৎ প্রমুখবর্ত্তিনি প্রিয়ে ॥ ৫ ॥

অষ্টম সর্গ

পাণি পীড়নোৎসব সম্পন্ন হবার পরে
শৈলরাজ দুহিতার শরীরে যখন,
সঙ্গ সুখ কামনার গুপ্ত সুখ বোধ হেতু
আসিল লাবণ্য, মুগ্ধ হল ত্রিলোচন। ॥ ১ ॥

কিন্তু তার ইচ্ছামত কথা না বলিত উমা,
আকর্ষিলে বস্ত্র হত ছাড়াতে উন্মুখ,
শয্যায় শয়ন করি থাকিত যে পার্শ্বফিরি
এ সব সত্ত্বেও হর লভিত কৌতুক। ॥ ২ ॥

কপট নিদ্রায় কভু শয়ান থাকিলে শম্ভু,
চাহিত তাহার প্রতি উমা অপলক,
অকস্মাৎ মহেশ্বর মেলিলে নয়ন ত্রয়
খেলিত দুয়ের চক্ষে বিদ্যুৎ ঝলক। ॥ ৩ ॥

উমার বসন গ্রন্থি শিথিল করিতে যবে,
নাভিতে করিত শিব কর সঞ্চালন,
সভয়ে চাহিত গৌরী নিবৃত্ত করিতে তারে
আপন উচ্ছ্বাসে কিন্তু খসিত বন্ধন। ॥ ৪ ॥

এভাবে করিও তুমি শঙ্করের সেবা যত্ন
সখীরা শিখাবে দিয়া উপদেশ দিতে
মনে মনে সেই চেষ্টা করিলেও কিন্তু, উমা
শিবের সম্মুখে আসি সকলি ভুলিত। ॥ ৫ ॥

অপ্যবস্তুনি কথা প্রবৃত্তয়ে
প্রশ্ন তৎপর-মনঙ্গশাসনন্‌।
বীক্ষিতেন পরিগৃহ্য পার্ব্বতী
মূর্দ্ধকম্পময়-মুত্তরং দদৌ ॥ ৬ ॥

শূলিনঃ করতলদ্বয়েন সা
সন্নিরুধ্য নয়নে হৃতাংশুকা।
তস্য পশ্যতি ললাটলোচনে
মোঘযত্ন বিধুরা রহস্যভূৎ ॥ ৭ ॥

চুম্বনেষধরদান-বর্জ্জিতং
সন্নহস্ত-মদয়োপগূহনে।
ক্লিষ্ট মন্মথমপি প্রিয়ং প্রভোর্‌
দুর্লভ-প্রতিকৃতং বধূরতম্‌ ॥ ৮ ॥

যন্মুখ গ্রহণক্ষতাধরং
দানমব্রণপদং নখঞ্চ যৎ।
যন্রতং চ সদয়ং প্রিয়স্য তৎ
পার্ব্বতী বিসহতে স্ম নেতরৎ ॥ ৯ ॥

রাত্রিবৃত্ত-মনুযোক্ত মুদ্যতং সা
প্রভাত সময়ে সখীজনম্‌।
নাকরোদপ-কুতূহলং হ্রিয়া
শংসিতুং চ হৃদয়েন তত্বরে ॥ ১০ ॥

দর্পণে চ পরিভোগ দর্শিনী
পৃষ্ঠতঃ প্রণয়িনো নিষেদুষঃ।
প্রেক্ষ্য বিম্বমনু বিম্বমাত্মনঃ
কানি কানি ন চকার লজ্জয়া ॥ ১১ ॥

নানারূপ প্রশ্ন করি পার্ব্বতীর বাক্যসুধা
　　শুনিতে চাহিত যবে অনঙ্গশাসন
ঈষৎ চাহিয়া শুধু দিত সে উত্তর তার
　　আনত মস্তক খানি করি সঞ্চালন। ॥ ৬ ॥

কাড়ি নিলে বস্ত্র তার করতল দ্বারা উমা,
　　ঢাকিত হরের চক্ষু দৃষ্টি রোধিবারে,
কিন্তু ললাটের নেত্রে চাহিয়া দেখিত শূলী
　　হৃতবস্ত্রা লজ্জারুণা বিমূঢ়া উমারে। ॥ ৭ ॥

চুম্বনের প্রতিদান দিত না পার্ব্বতী তারে
　　আলিঙ্গনে ছিল যেন পাষাণ প্রতিমা
নব স্ত্রীর এইসব কামনা বিরুদ্ধ ভাবে
　　প্রভুর সুখের কিন্তু নাহি ছিল সীমা। ॥ ৮ ॥

অধর দংশন ক্ষত বর্জ্জিত চুম্বনে কিম্বা,
　　নখাঘাত ছাড়া অন্য মৃদু আচরণে,
পার্ব্বতীর নাহি ছিল আপত্তি বিশেষ কিছু
　　অধিক কিছুকে স্থান না দিত সে মনে। ॥ ৯

জানিতে রাত্রির কথা প্রভাত সময়ে যবে
　　সখীরা করিত তারে ত্যাক্ত জ্বালাতন,
নিরাশ না করিত সে, যদিও বা লজ্জাযুক্তা
　　অন্তরে অধীরা ছিল করিতে বর্ণন। ॥ ১০ ॥

দেখিতে সম্ভোগ চিহ্ন দর্পন লইয়া যবে
　　বসিত নির্জ্জনে গৌরী, প্রিয়তম তার,
আসি দাঁড়াইলে পিছে লজ্জায় সে হত সারা
　　তার প্রতিবিম্ব পার্শ্বে হেরি আপনার। ॥ ১১ ॥

নীলকণ্ঠ-পরিভুক্ত যৌবনাং তাং
বিলোক্য জননী সমাশ্বসীৎ।
ভর্তৃবল্লভ তয়া হি মানসীং
মাতুরস্যতি শুচং বধূজনঃ ॥ ১২ ॥

বাসরানি কতিচিৎ কথঞ্চন
স্থাণুনা পদমকার্য্যত প্রিয়া।
জাত মন্মথ-রসা শনৈঃ শনৈঃ
সা মুমোচ রতি দুঃখ শীলতাম্ ॥ ১৩ ॥

সস্বজে প্রিয়-মুরোনি পীড়িতা
প্রার্থিতং মুখ-মনেন নাহরৎ।
মেখলা-প্রণয়-লোলতাং গতং
হস্তমস্য শিথিলং রুরোধ সা ॥ ১৪ ॥

ভাবসূচিত মদৃষ্ট বিপ্রিয়ং
চাটুমৎ ক্ষণ-বিয়োগকাতরম্।
কৈশ্চিদেব দিবসৈ-স্তদা তয়োঃ
প্রেম রূঢ-মিতরেতরা শ্রয়ম্ ॥ ১৫ ॥

তং যথাত্ম সদৃশং বরং বধূ
রন্বরজ্যত বরস্তথৈব তাম্।
সাগরাদনপগা হি জাহ্নবী
সোঽপি তন্মুখ-রসৈক-নিবৃতিঃ ॥ ১৬ ॥

শিষ্যতাং নিধুবনোপদেশিনঃ
শঙ্করস্য রহসি প্রপন্নয়া।
শিক্ষিতং যুবতি নৈপুণ্যং তয়া
যত্তদেব গুরুদক্ষিণীকৃতম্ ॥ ১৭ ॥

নীলকণ্ঠ-পরিভুক্ত কন্যার যৌবন হেরি
মাতা মেনকার হল আনন্দ অপার,
নবোঢ়া দুহিতা যদি পতি-সোহাগিনী হয়,
স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ে জননী তাহার। ॥ ১২ ॥

কয়েক দিনের মধ্যে সক্ষম হইলা স্থাণু
আনিতে স্ব-বশে তার প্রিয়া পার্ব্বতীরে,
মন্মথের রসসুধা আস্বাদন করি ক্রমে
প্রতিকূল ভাব উমা ত্যাজে ধীরে ধীরে। ॥ ১৩ ॥

আলিঙ্গনে দিত তারে প্রতি আলিঙ্গন, আর
না ফিরাত মুখখানি চাহিলে চুম্বন,
মেখলা কাড়িতে গেলে লোলুপ পতির হস্ত
নাহি নিবারিত আর পূর্ব্বের মতন। ॥ ১৪ ॥

উভয়ের হৃদয়ের অনুরাগ কিম্বা প্রেম,
কতিপয় দিবসেই হল গাঢ়তর,
না ফিরায়ে দৃষ্টি তারা করিত কটাক্ষপাত
ক্ষণিক বিরহে তারা হইত কাতর। ॥ ১৫ ॥

মনোমত বর লভি পার্ব্বতীর অনুরাগ
যেরূপ বাড়িয়া ছিল, শিবের তেমন,
সাগরের অভিমুখে জাহ্নবী ছুটিতে চাহে
সিন্ধুও উন্মুখ তারে করিতে গ্রহণ। ॥ ১৬ ॥

শঙ্করের সন্নিকটে কামশাস্ত্র রীতিনীতি
অনেক শিখিয়াছিল যে শিষ্যা নবীনা
শিখাইয়া দিয়া তারে যুবতীর নিপুণতা
উপযুক্ত রূপে দিলা গুরুর দক্ষিণা। ॥ ১৭ ॥

দষ্টমুক্ত-মধরোষ্ঠ-মম্বিকা
　　বেদনা-বিধুত-হস্ত পল্লবা ।
শীতলেন নিরবাপয়ৎ ক্ষণং
　　মৌলিচন্দ্র শকলেন শূলিনঃ ॥ ১৮ ॥

চুম্বনা-দলক চূর্ণ-দূষিতং
　　শঙ্করোঽপি নয়নং ললাটজম্ ।
উচ্ছ্বসৎ-কমল-গন্ধয়ে দদৌ
　　পার্ব্বতী বদন- গন্ধ বাহিনে ॥ ১৯ ॥

এবমিন্দ্রিয়-সুখস্য বর্ত্মনঃ
　　সেবনা-দনুগৃহীত-মন্মথঃ ।
শৈলরাজ ভবনে সহোময়া
　　মাসমাত্রমবসদ বৃষধ্বজঃ ॥ ২০ ॥

সোঽনুমান্য হিমবন্ত-মাত্মভূ
　　রাত্মজা-বিরহ-দুঃখ পীডিতম্ ।
তত্র তত্র বিজহার সঞ্চরণ্
　　অপ্রমেয়-গতিনা ককুদ্মতা ॥ ২১ ॥

মেরুমেত্য মরুদাশু বাহনঃ
　　পার্ব্বতী স্তন-পুরস্কৃতঃ কৃতী ।
হেমপল্লব-বিভঙ্গ-সংস্তরা
　　নন্বভূৎ সুরত-তৎপরঃ ক্ষপাম্ ॥ ২২ ॥

পদ্মনাভ-চরণাঙ্কিতা-শ্মসু
　　প্রাপ্তবৎ-স্বমৃত-বিপ্রুষো নবাঃ ।
মন্দরস্য কটকেষু চাবসৎ
　　পার্ব্বতী-বদন-পদ্ম-ষট্পদঃ ॥ ২৩ ॥

বেদনা কম্পিত করে ক্ষণেক নিবৃত্ত করি
অসহিষ্ণু চন্দ্রমৌলি শম্ভু ত্রিলোচনে,
গৌরী তার দষ্টমুক্ত অধর পল্লবদ্বয়
শীতলিত ললাটের চন্দ্রের কিরণে। ॥ ১৮ ॥

শঙ্করের ললাটস্থ নয়ন চুম্বন কালে
অলকের গন্ধ চূর্ণ পড়িলে উড়িয়া,
বিদূরিত করিত তা পদ্মানন হতে উমা
পদ্মের সুরভি সম বায়ু নিঃশ্বাসিয়া। ॥ ১৯ ॥

পুণরুজ্জীবিত করি ভস্মীভূত মদনকে,
এভাবে ইন্দ্রিয় সুখ সেবন করিয়া
একমাস কাল মাত্র শৈলরাজ-নিকেতনে
রহিলা বৃষভধ্বজ পার্ব্বতীরে নিয়া। ॥ ২০ ॥

লভি অনুমতি শিব দ্রুতগতি বৃষে চড়ি
উমা সহ যত্র তত্র করিলা ভ্রমণ
গিরিও এদিকে কিন্তু দুহিতার অদর্শনে
বেদনা কাতর হয়ে হল ক্ষুন্নমন। ॥ ২১ ॥

বায়ুসম দ্রুতগতি বাহনের পৃষ্ঠে চড়ি,
পীনস্তনী পার্ব্বতীরে সম্মুখে বসায়ে
সুবর্ণ মণ্ডিত মেরু পর্ব্বতে আসিয়া শম্ভু,
যাপিলা রজনী স্বর্ণ পল্লব শয্যায়। ॥ ২২ ॥

বিষ্ণুর বলয়াঙ্কিত অমৃত মন্থন দণ্ড,
অমৃত শীকড় স্পর্শে শীতল ভূধর ;
মন্দারের পাদদেশে কাটাইলা কিছুক্ষণ
উমা পদ্মমুখ-সেবী ভ্রমর শঙ্কর। ॥ ২৩ ॥

রাবণ ধ্বনিত-ভীতয়া তয়া
কণ্ঠ সক্ত-দৃঢ় বাহু বন্ধনঃ
এক পিঙ্গল গিরৌ জগদ্‌গুরুর্-
নির্বিবেশ বিশদাঃ শশিপ্রভাঃ ।। ২৪ ।।

তস্য জাতু মলয়স্থলীরতের
ধৃত চন্দন লতঃ প্রিয়া ক্লমম্ ।
আচ্চাম সলবঙ্গ কেশরশ্‌
চাটুকার ইব দক্ষিণানিলঃ ॥ ২৫ ॥

হেম-তামরস-তাড়িত প্রিয়া
তৎকরাম্বু-বিনি মীলিতেক্ষণা ।
খে ব্যগাহত তরঙ্গিণীমুমা
মীনপঙ্‌ক্তি-পুণরুক্তমেখলা ॥ ২৬ ॥

তাং পুলোমত-নয়াল কোচিতৈ
পারিজাত-কুসুমৈঃ প্রসাধয়ন্ ।
নন্দনে চির-মযুগ্মলোচনঃ
সস্পৃহং সুরবধূভি-রীক্ষিতঃ ॥ ২৭ ॥

ইত্যভৌম-মনুভূয় শঙ্করঃ
প্রাথিবঞ্চ বনিতাসখঃ সুখম্ ।
লোহিতায়তি কদাচিদাতপে
গন্ধমাদন বনং ব্যগাহত ॥ ২৮ ॥

তত্র কাঞ্চন-শিলাতলা শ্রয়ো
নেত্রগম্য মবলোক্য ভাস্করম্ ।
দক্ষিণেতরভূজ-ব্যপাশ্রয়াং
ব্যাজহার সহ ধর্মচারিণীম্ ॥ ২৯ ॥

একদা কৈলাসে তারা চন্দ্রের আলোকে যবে
বসিয়া করিতেছিলা কথোপকথন,
রাবণ-হুঙ্কারে ভীতা উমা তার বাহু দ্বারা
শঙ্করের কণ্ঠ দৃঢ় করিল বন্ধন। ॥ ২৪ ॥

মলয় পর্ব্বত পরে দু'জনে যখন ছিলা
বিহার প্রমোদে মত্ত, দক্ষিণ পবন
লবঙ্গ কেশর আনি শঙ্কর-প্রিয়ার শ্রান্তি
হরণ করিলা চাটুকারের মতন। ॥ ২৫ ॥

স্বর্ণপদ্ম দ্বারা উমা তাড়িত করিলে হরে,
সেও চোখে মুখে জল ছিটাইয়া দিত
দিশাহারা হয়ে উমা, ঝাঁপায়ে পড়িলে জলে
মেখলা অঞ্চল সম সফরী উড়িত। ॥ ২৬ ॥

নন্দন কাননে যবে শচী-প্রিয় পারিজাতে
সাজাইত পার্ব্বতীর কেশ ত্রিলোচন,
সুর কামিনীরা তাহা সস্পৃহ হৃদয়ে আর,
নির্নিমেষ নেত্র মেলি করিত দর্শন। ॥ ২৭ ॥

পার্থিব ও অপার্থিব এভাবে সকল সুখ,
বনিতার সহ ভোগ করি মহেশ্বর
সূর্য্যাস্ত গমন কালে প্রবেশিলা একদিন
গিরি গন্ধমাদনের কাননাভ্যন্তরে ॥ ২৮ ॥

সেথা এক সুবর্ণের শিলা পরে বসি শিব
সূর্য্যের সুসহ মৃদু আলো নেহারিয়া,
পার্শ্বে উপবিষ্টা তার বাম বাহু সংলগ্না
সহধর্ম্মচারিণীকে কহে সম্বোধিয়া। ॥ ২৯ ॥

পদ্মকান্তি-মরুণত্রিভাগয়োঃ
সংক্রমষ্য তব নেত্রয়োরিব।
সংক্ষয়ে জগদিব প্রজেশ্বরঃ
সংহরত্যহ্-রসা-বহর্পতিঃ ॥ ৩০ ॥

শীকরব্যতিকরং মরীচিভিঃ
দূরয়ত্যবনতে! বিবস্বতি।
ইন্দ্রচাপ-পরিবেষশূণ্যতাং
নির্ঝরা স্তব পিতুর্ব্রজন্ত্যমী ॥ ৩১ ॥

দষ্ট তামরস-কেশরত্যজোঃ
ক্রন্দতোবিপরিবৃত্ত কণ্ঠয়োঃ
নিঘ্নয়োঃ সরসি চক্রবাকয়ো-
অল্পমন্তর মনল্পতাং গতম্ ॥ ৩২ ॥

স্থান মাহ্নিক-মপাস্য দন্তিনঃ
সল্লকী বিটপ-ভঙ্গ-বাসিতম্।
আবিভাত-চরণায় গৃহ্ণতে
বারি বারিরুহ-বদ্ধষট্পদম্ ॥ ৩৩ ॥

পশ্য পশ্চিমদিগন্ত-লম্বিনা
নির্ম্মিতং মিতকথে! বিবস্বতা।
দীর্ঘয়া প্রতিমরা সরোহম্ভসাং
তাপণীয়মিব সেতুবন্ধনম্ ॥ ৩৪ ॥

উত্তরন্তি বিনিকীর্য্য পল্বলং
গাঢ়পঙ্কমতিবাহিতা তপাঃ।
দংষ্ট্রিণো বনবরাহযূথপা
দষ্টভঙ্গুরবিসাঙ্কুরা ইব ॥ ৩৫ ॥

সূর্য্য তার পদ্মসম অরুণাভ বর্ণচ্ছটা
তব নয়নের এক তৃতীয়াংশ মাঝে
গচ্ছিত রাখিয়া চলি যায় সঙ্গোপনে, যেন
প্রজাপতি রত তার সৃষ্টি ধ্বংশ কাজে। ॥ ৩০ ॥

দেখ প্রিয়ে, আনতাঙ্গি! সৌরকর রাশি আর
পূর্ব্ববৎ না পড়িছে নির্ঝরের গায়,
সরিয়াছে আলো দূরে, তাই তব জনকের
ঝর্ণাস্রোতে ইন্দ্রধনু শোভা নাহি পায়। ॥ ৩১ ॥

পদ্মের কেশরটুকু সম্পূর্ণ খাবার আগে
নামিয়া আসিছে রাত্রি, তাই মনোদুখে
দিবসের স্বল্পস্থায়ী বিরহ বাড়িবে চিন্তি
চক্রবাক পতিপত্নী আছে ভিন্নমুখে! ॥ ৩২ ॥

প্রভাত পর্য্যন্ত যাতে তৃষ্ণায় না কষ্ট পায়
তাই দেখ হস্তিযূথ লইতেছে জল,
সুগন্ধি-নির্য্যাস পূর্ণ শল্লকীর ছায়া ছাড়ি
ভোমরা হইল বন্দী মুদিলে কমল। ॥ ৩৩ ॥

হে মিতভাষিণী, দেখ পশ্চিম দিগন্ত প্রান্তে
ধীরে ধীরে সূর্য্যদেব করিলে প্রয়াণ,
সরসীর স্নিগ্ধ বক্ষে পড়িয়াছে প্রতিবিম্ব
সুদীর্ঘ সোনার এক সেতুর সমান। ॥ ৩৪ ॥

ধবল দংষ্ট্রযুক্ত বনবরাহের দল
দিনের প্রবল তাপ করি প্রশমিত,
দেখ চাহি, যেন শ্বেত মৃণালের দণ্ডসহ
পঙ্কিল সরসী হতে হইল উত্থিত। ॥ ৩৫ ॥

এষ বৃক্ষশিখরে কৃতাস্পদঃ
জাতরূপরস-গৌরমণ্ডলঃ।
হীয়মান-মহরত্যয়াতপং
পীবরোরু! পিবতীব বর্হিণঃ। ৩৬॥

পূর্ব্বভাগ তিমির-প্রবৃত্তিভিঃ
ব্যক্ত পঙ্কমিব জাত মেকতঃ।
খং হৃতাতপ-জলং বিবস্বতা
ভাতি কিঞ্চিদিব শেষবৎসরঃ॥ ৩৭॥

আবিশদ্ভি-রুটজাঙ্গনং
মৃগৈঃ-মূলসেক-সরসৈশ্চ বৃক্ষকৈঃ।
আশ্রমাঃ প্রবিশদগ্নি-ধেনবঃ
বিভ্রতি শ্রিয়-মুদীরিতাগ্নয়ঃ॥ ৩৮॥

বদ্ধকোষমপি তিষ্ঠতি ক্ষণং
সাবশেষ বিবরং কুশেশয়ম্।
ষট্পদায় বসতিং গ্রহীষ্যতে
প্রীতিপূর্ব্বমিব দাতুমন্তরম্॥ ৩৯॥

দূরলগ্ন-পরিমেয়রশ্মিনা
বারুণী দিগরুণেন ভানুনা।
ভাতি কেশরবতের মণ্ডিতা
বন্ধুজীব-তিলকেন কন্যকা॥ ৪০॥

সামভিঃ সহচরাঃ সহস্রশঃ
স্যন্দনাশ্ব-হৃদয়ঙ্গম-স্বনৈঃ।
ভানুমগ্নি-পরিকীর্ণ-তেজসং
সংস্তুবন্তি কিরণোষ্ম-পায়িনঃ॥ ৪১॥

অয়ি পীনস্তনি! দেখ, বৃক্ষ শাখে বসি কেকা
সন্ধ্যার মৃদুল ভাব করিতেছে পান,
অস্তগামী তপনের লোহিত কিরণ জালে
হয়েছে কলাপ তার স্বর্ণের সমান। ॥ ৩৬ ॥

গগনের পূর্ব্বভাগে আঁধার আসিল নামি,
অন্যান্য স্থানেও তার আলো অতি কম,
মনে হয় ব্যোমরূপ তড়াগের স্থানে স্থানে
আছে অল্প জল আর পূর্ব্বাংশে কর্দ্দম। ॥ ৩৭ ॥

মৃগরা আসিছে ফিরে পর্ণশালাঙ্গনে আর
তরুমূলে জলধারা হতেছে সিঞ্চিত,
ফিরিতেছে হোমধেনু, উঠিছে হোমাগ্নি জ্বলি
আশ্রম অপূর্ব্ব সাজে হইল মণ্ডিত। ॥ ৩৮ ॥

যদিও আসিছে মুদে কমলের দলগুলি
ঈষৎ উন্মুক্ত তবু আছে কার তরে!
আসিলে ভ্রমরবন্ধু নিরাশ না করি তারে
হৃদয়ে বসাবে তারে পরম আদরে। ॥ ৩৯ ॥

অস্তগামী ভাস্করের অন্তিম লোহিতচ্ছটা
দূরের পশ্চিমাকাশে হল অপসৃতা,
মনে হয় কন্যা এক কেশর মালার সহ
বন্ধুজীব কুসুমের তিলকে শোভিতা। ॥ ৪০ ॥

অগ্নিতে রাখিয়া তেজ ভানু হল অন্তর্হিত,
আর তার রশ্মিপায়ী সহচরগণ
সুমধুর সামগীতে গাহিলে সবিতৃ-স্তুতি
সূর্য-রথ-অশ্বগণ করে তা শ্রবণ। ॥ ৪১ ॥

লোহয়-মানত-শিরোধরৈর্-হয়ৈঃ
কর্ণচামর-বিঘট্টিতেক্ষণৈঃ।
অস্তমেতি যুগভুগ্ন-কেশরৈঃ
সন্নিধায় দিবসং মহোদধৌ ॥ ৪২ ॥

খং প্রসুপ্তমিব সংস্থিতে রবৌ
তেজসো মহত ঈদৃশী গতিঃ।
তৎ প্রকাশয়তি যাবদুত্থিতং
মীলনায় খলু তাবতশ্চ্যুতম্ ॥ ৪৩ ॥

সন্ধ্যয়াপ্যনুগতং রবের্-বপুঃ
বন্দ্য-মস্ত শিখরে সমর্পিতম্।
প্রাক্ তথেয়মুদয়ে পুরস্কৃতা
নানুযাস্যতি কথং তমাপদি ॥ ৪৪ ॥

রক্তপীত-কপিশাঃ পয়োমুচাং
কোটয়ঃ কুটিলকেশি! ভান্ত্যমূঃ।
দ্রক্ষ্যসি ত্বমিতি সন্ধ্যমানয়া
বর্ণিকা ভিরিব সাধুমণ্ডিতাঃ ॥ ৪৫ ॥

সিংহকেশর-সটাসু ভূভৃতাং
পল্লব প্রসবিষু দ্রুমেষু চ।
পশ্য ধাতুশিখরেষু ভাস্বনা
সংবিভক্ত মিব সান্ধ্যমাতপম্ ॥ ৪৬ ।

পার্ষ্ণি-মুক্ত-বসুধা-স্তপস্বিনঃ
পাবনাম্বু-বিহিতাঞ্জলি-ক্রিয়াঃ।
ব্রহ্ম গূঢ়-মভিসন্ধ্য-মাদৃতাঃ
শুদ্ধয়ে বিধিবিদো গৃণন্ত্যমী ॥ ৪৭ ॥

সিন্ধুর সলিল মধ্যে দিনকে রাখিতে রবি
ছুটিছে নিম্নাভিমুখে নিয়া তার রথ,
অশ্বের কেশররাজি জড়াইয়া রথদণ্ড
ঢাকিয়া তরঙ্গ-নেত্র রোধিতেছে পথ। ॥ ৪২ ॥

রবি অস্তে গেলে নভ হল যেন নিদ্রাচ্ছন্ন
তেজস্বীজনের এই পরিণতি হয়,
তাহাদের অভ্যুদয়ে বিশ্ব হয় আলোকিত
তিরোধান মাত্র সব অন্ধকারময়। ॥ ৪৩ ॥

অস্তাচলে ভাস্করের স্থাপিত হইলে বপু
চলিলা পশ্চাতে তার সন্ধ্যা পতিব্রতা,
যাহাকে রাখিয়া অগ্রে তপন উদিত হয়
অন্তিমে সে কেন নাহি হবে অনুগতা ? ॥ ৪৪ ॥

দেখহে, কুঞ্চিতকেশি ! কপিশ রক্ত বা পীত
নানা বর্ণে সুরঞ্জিত মেঘ প্রান্তগুলি,
মনে হয় সন্ধ্যা দেবী তব বিনোদন লাগি
রাঙায়েছে জলদেরে নিয়া তার তুলি। ॥ ৪৫ ॥

ভূধরস্থ কেশরির কেশর বা পল্লবিত
তরুরাজি কিম্বা ধাতু শোভিত শিখর,
দেখ সম ভাবে আলো বণ্টন করিয়া সবে
সন্ধ্যাকালে রাঙাইয়া দিলা প্রভাকর। ॥ ৪৬ ॥

দেখ ঐ তাপসগণ পাদাগ্রে করিয়া ভর
অর্ঘ্য উপহার যোগে ভক্তি পূর্ণ মনে,
অঞ্জলি ভরিয়া নিয়া পুতঃ বারি বিধিমতে
জপিছে গায়ত্রীমন্ত্র সন্ধ্যার লগনে। ॥ ৪৭ ॥

তন্মুহূর্ত্ত-মনুমন্ত-মর্হসি
প্রস্তুতায় নিয়মায় মামপি।
ত্বাং বিনোদবিপুণঃ সখীজনঃ
বল্গুবাদিনি! বিনোদয়িষ্যতি ॥ ৪৮ ॥

নির্বিভূজ্য দশনচ্ছদং ততঃ
বাচি ভর্ত্তু্রবধীরণা পরা।
শৈলরাজতনয়া সমীপগা
মাললাপ বিজয়া-মহেতুকম্ ॥ ৪৯ ॥

ঈশ্বরোঽপি দিবসাত্যয়োচিতং
মন্ত্রপূর্ব্ব-মনুতস্থিবান্ বিধিম্।
পার্ব্বতী-মবচনা-মসূয়য়া
প্রত্যুপেত্য পুনরাহ সস্মিতম্ ॥ ৫০ ॥

মঞ্চ কোপ-মনিমিত্ত কোপনে!
সন্ধ্যয়া প্রণমিতো ঽস্মি নান্যথা।
কিং ন বেৎসি সহধর্ম্মচারিণং
চক্রবাক-সমবৃত্তি-মাত্মনঃ ॥ ৫১ ॥

নির্ম্মিতেষু পিতৃষু স্বয়ম্ভুবা
যা তনুঃ সুতনু! পূর্ব্বমুজ্ঝিতা
সেয়মস্ত-মুদয়ঞ্চ সেবাতে
তেন মানিনি! মমাত্র গৌরবম্ ॥ ৫২ ॥

তামিমাং তিমিরবৃত্তি-পীড়িতাং
ভূমিলগ্নমিব সম্প্রতি স্থিতাম্।
এক তস্তট-তমাল মালিনীং
পশ্য ধাতুরস-নিম্নগামিব ॥ ৫৩ ॥

ক্ষণিক সময় দাও, আমিও প্রস্তুত হয়ে
সন্ধ্যা বন্দনাদি কার্য্য করি সমাপন,
এই অবসরে তব বাক পটু বান্ধবীরা
আলাপে করিবে তব চিত্ত বিনোদন। ॥ ৪৮ ॥

শুনিয়া পতির কথা ভ্রূ যুগ কুঞ্চিত করি
সমীপবর্ত্তিনী সখী বিজয়ার সনে
কহিতে লাগিলা নানা অহেতুক কথা যত
শৈল রাজ পুত্রী উমা ক্ষুব্ধ রুষ্ট মনে ॥ ৪৯ ॥

ঈশানও সেইকালে মন্ত্র উচ্চারণ সহ
যথাবিধি সায়ং কার্য্য করি সমাপন,
বাক্যালাপে পরাঙ্মুখী প্রিয়ার নিকটে আসি
কহিলা সস্মিতমুখে নিম্নোক্তবচন। ॥ ৫০ ॥

অকারণে ক্রুদ্ধা ওগো, পরিহার কর ক্রোধ,
সন্ধ্যাদি ছাড়া তো আর কিছু করি নাই,
জান না কি আমি তব সহধর্ম্মচারী কভু
চক্রবাক সম যদি দূরেও বা যাই ? ॥ ৫১ ॥

হে সুতনু ! পূরাকালে সৃজি পিতৃ পুরুষেরে
অর্পিলা যে আপনার মূর্ত্তি প্রজাপতি
সে মূর্ত্তিই উদয়ে ও অস্তকালে সন্ধ্যা নামে
পরিচিত, তাই তাহা মম প্রিয় অতি। ॥ ৫২ ॥

আসিছে তিমির ব্যাপি মনে হয় সন্ধ্যা তাই
লুটাইয়া ভূমিতলে শোভিছে, যেমন
শোভে রাঙা ধাতুরসে উৎসৃষ্ট স্রোতস্বতী
পৃষ্ঠতটে লয়ে তার তমালের বন। ॥ ৫৩ ॥

সান্ধ্যমস্তমিত-শেষমাতপং
রক্তলেখমপরা বিভর্ত্তি দিক্।
সম্পরায়-বসুধা সশোণিতং
মণ্ডলাগ্রমিব তির্য্যগুজ্‌ঝিতম্॥ ৫৪ ॥

যামিনীদিবস-সন্ধিসম্ভবে
তেজসি ব্যবহিতে সুমেরুণা
এত-দন্ধতমসং নিরর্গলং
দিক্ষু দীর্ঘনয়নে! বিজৃম্ভতে ॥ ৫৫ ॥

নোর্দ্ধমীক্ষণ-গতির্ন চাপ্যধো
নাভিতো ন পুরতো ন পৃষ্ঠতঃ।
লোক এব তিমিরৌঘ-বেষ্টিতঃ
গর্ভবাস ইব বর্ত্ততে নিশি ॥ ৫৬ ॥

শুদ্ধ-মাবিল-মবস্থিতং চলং
বক্র-মার্জ্জব-গুণান্বিতং চ যৎ।
সর্ব্বমেব তমসা সমীকৃতং
ধিঙ্‌মহত্ত্ব-মসতাং হৃতান্তরম্॥ ৫৭ ॥

নূনমুন্নয়তি যজ্জনাং প্রিয়ঃ
শার্বরস্য তমসো নিষিদ্ধয়ে।
পুণ্ডরীকমুখি! পূর্ব্বদিঙ্‌মুখং
কৈতকৈরিব রজোভি-রাহৃতম্॥ ৫৮ ॥

মন্দরান্তরিত-মূর্ত্তিনা নিশা
লক্ষ্যতে শশভৃতা সতারকা।
ত্বং ময়া প্রিয়সখী সমাগতা
শ্রোষ্যতেব বচনানি পৃষ্ঠতঃ ॥ ৫৯ ॥

অন্য প্রান্তে দেখ চাহি সন্ধ্যার অন্তিম রশ্মি
শোভিছে তির্য্যকভাবে রক্তিম লেখনে,
মনে হয় কেহ যেন রক্তস্নাত তরবারী
ঘুরাইছে চক্রাকারে সমর প্রাঙ্গনে। ॥ ৫৪ ॥

হে দীর্ঘ নয়নে! দেখ, দিবস ও রজনীর
সন্ধিক্ষণে সায়াহ্নের অন্তিম আলোক,
সুমেরু পর্ব্বত দ্বারা আচ্ছন্ন হইল তাই
গভীর তিমির আসি ঢাকিল ত্রিলোক। ॥ ৫৫ ॥

ঊর্দ্ধে কিম্বা অধঃ কিম্বা সম্মুখে পশ্চাতে পার্শ্বে
গাঢ় অন্ধকারে কিছু দেখা নাহি যায়,
মনে হয় লোক যেন কাটাইছে বিভাবরী
অন্ধকারে পরিবৃত গর্ভ যন্ত্রণায়। ॥ ৫৬ ॥

ভাল মন্দ ঋজু বক্র চলমান কিম্বা স্থির
তিমির প্রভাবে হল সকল সমান
অসতের বৃদ্ধিতেও এইরূপ ফল হয়
ধিক্ এরে! বৈশিষ্ট্যকে যেবা করে ম্লান। ॥ ৫৭ ॥

যাজ্ঞিকগনের প্রিয় নিশানাথ উদিতেছে
অন্ধকার করি খর্ব্ব, দেখ পদ্মাননে,
পূর্ব্ব দিকবধূর ঐ বদনকে কেহ যেন
করেছে ভাস্বর গন্ধ চূর্ণ প্রলেপনে। ॥ ৫৮ ॥

মন্দারের অন্তরালে উদিছে শশাঙ্ক তাই
স-তারকা রাত্রি দেখ কি শোভা ধরিছে,
সখীদের মধ্যে যেন তুমি আছ, আর আমি
শুনিতে তোমার কথা দাঁড়ায়েছি পিছে। ॥ ৫৯ ॥

রুদ্ধনির্গমন-মা দিন ক্ষয়াৎ
পূর্ব্বদৃষ্টতনু-চন্দ্রিকাস্মিতম্‌।
এত-দুদ্গিরতি চন্দ্রমণ্ডলং
দিগ্‌রহস্যমিব রাত্রিনোদিতস্প ।। ৬০ ।।

পশ্য পক্কফলিনী-ফলত্বিষা
বিম্বলাঞ্ছিত-বিয়ৎ-সরোহম্ভসা-
বিপ্রকৃষ্ট-বিধুরং হিমাংশুনা
চক্রবাক-মিথুনং বিড়ম্ব্যতে ॥ ৬১ ॥

শক্য-মোষধিপতের্‌-নবোদয়া ;
কর্ণপুর-রচনাকৃতে তব।
অপ্রগল্‌ভ-যবসূচি-কোমলা-
শ্ছেত্তু-মগ্রনখ-সম্পুটৈঃ করা ॥ ৬২ ॥

অঙ্গুলীভিরিব কেশসঞ্চয়ং
সন্নিগৃহ্য তিমিরং মরীচিভিঃ।
কুট্মলীকৃত-সরোজলোচনং
চুম্বতীব রজনীমুখং শশী ॥ ৬৩ ॥

পশ্য পার্ব্বতী! নবেন্দুরশ্মিভিঃ
সবিভিন্ন-তিমিরং নভস্তলম্‌।
লক্ষ্যতে দ্বিরদ-ভোগদূষিতং
স প্রসাদমিব মানসং সরঃ ॥ ৬৪ ॥

রক্তভাব-মপহায় চন্দ্রমসাং-
জাত এব পরিশুদ্ধমণ্ডলঃ।
বিক্রিয়া ন খলু কালদোষজা
নির্ম্মল প্রকৃতিষু স্থিরোদয়া ॥ ৬৫ ॥

নারী যথা স্মিত হাস্যে সখী পার্শ্বে ব্যক্ত করে
সন্ধ্যাবধি অবরুদ্ধ স্বীয় অভিলাষ,
সে রূপ ঐ দিকবধূ রজনী সখীর কাছে
শুভ্রালোকে চন্দ্রমাকে করিছে প্রকাশ। ॥ ৬০ ॥

দেখ, পক্ক ফলসম ঝুলিছে গগনে চাঁদ
প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে সরসীর নীরে,
মনে হয় তুল্য বর্ণ চক্রবাক চক্রবাকী
মিলিতে অশক্ত তাই আছে দুই তীরে। ॥ ৬১ ॥

হোথা অচিরোদ ভিন্ন যবের অঙ্কুর সম
এত বেশী ঘনাভূত চন্দ্রের কিরণ,
যেন অনায়াসে কিছু নখাগ্রের দ্বারা আনি
নির্ম্মাইতে পারি তব কর্ণের ভূষণ। ॥ ৬২ ॥

রশ্মিরূপ অঙ্গুলিতে আকর্ষি তিমির কেশ,
প্রিয়া রজনীরে চন্দ্র করিছে চুম্বন,
আর সেই সুখ স্পর্শে আবেশ বিহ্বলা রাত্রি
কমল দলের ন্যায় মুদিছে নয়ন। ॥ ৬৩ ॥

নব চন্দ্রোদয়ে দেখ কাটিলেও অন্ধকার
আংশিক তিমিরাবৃত আছে নভস্তল,
হস্তিযুথ ক্রীড়া হেতু মানসসরের যথা
অর্দ্ধাংশ পঙ্কিল আর অর্দ্ধাংশ নির্ম্মল। ॥ ৬৪ ॥

পরিহরি রক্তবর্ণ এতক্ষণে শশধর
হইয়াছে শুভ্র পরিমণ্ডলে আবৃত,
নির্ম্মল প্রকৃতিযুক্ত মন্ত্রীদের সাহচর্য্যে
নৃপতির রোষ নাহি হয় স্থায়ীকৃত। ॥ ৬৫ ॥

উন্নতেষু শশিনঃ প্রভা স্থিতা
নিম্নসংশ্রয়পরং নিশাতমঃ।
নূনমাত্মসদৃশী প্রকল্পিতা
বেধসা হি গুণদোষয়োর্-গতিঃ ॥ ৬৬ ॥

চন্দ্রপাদজনিত—প্রবৃত্তিভি
শ্চন্দ্রকান্তজল-বিন্দুভির্গিরিঃ
মেখলা তরুষু নিদ্রিতানমূন্
বোধয়ত্য সময়ে শিখণ্ডিনঃ ॥ ৬৭ ॥

কল্পবৃক্ষ শিখরেষু সম্প্রতি
প্রস্ফুরদ্ভি-রবিকল্পসুন্দরি।
হারযষ্টিগণনা—মিবাংশুভিঃ
কর্ত্তুমুদ্যত-কুতূহলঃ শশী ॥ ৬৮ ॥

উন্নতাবনত-ভাববত্তয়া
চন্দ্রিকা সতিমিরা গিরেরিয়ম্।
ভক্তিভির্-বহুবিধাভি-রর্পিতা
ভাতি ভূতিরিব মত্তহস্তিনঃ ॥ ৬৯ ॥

এতদুচ্ছ্বসিত-পীতমৈং
বোঢ়ুমক্ষমমিব প্রভারসম্।
মুক্তষট্পদ-বিরাব মঞ্জুসা
ভিদ্যতে কুমুদমা নিবন্ধনাৎ ॥ ৭০ ॥

পশ্য কল্পতরুলম্বি শুদ্ধয়া
জ্যোৎস্নয়া জনিত-রূপসংশয়ম
মারুতে চলতি চণ্ডি! কেচলং
ব্যজ্যতে বিপরিবৃত্ত-মংশুকম্ ॥ ৭১ ।

সমুন্নত স্থানে গিয়া পড়েছে চন্দ্রের আলো,
অন্ধকার লুকায়েছে গুহা ও গহ্বরে,
দোষগুণ অনুযায়ী বিধাতাই এই রূপে
নির্দ্দেশিছে পরিণাম সকলের তরে। ॥ ৬৬ ॥

নিদ্রামগ্ন শিখণ্ডির ভাঙ্গিল সুখের নিদ্রা
হিমাদ্রীর নিম্নদেশে তরুর শাখায়
চন্দ্রকান্ত শিলা হতে চন্দ্রের কিরণ জাত
বিন্দু বিন্দু বারিকণা নিঃসরিলে গায়। ॥ ৬৭ ॥

অনিন্দ্যসুন্দরি! দেখ, কল্পতরু শীর্ষপরে
শশাঙ্কের রশ্মিরেখা পড়েছে আসিয়া,
চন্দ্রযেন কররূপ কর প্রসারণ করি
নিতে চাহে মুক্তা হার গণিয়া গণিয়া। ॥ ৬৮ ॥

পর্ব্বতের উন্নত ও অবনত ভাগ হেতু
সর্ব্বত্র সমান ভাবে না পড়ে কিরণ,
যেন কোন মত্ত হস্তি পরিয়াছে অঙ্গে তার
বিবিধ রঙের নানা তিলক চন্দন। ॥ ৬৯ ॥

আর দেখ এই দিকে কুমুদ ফুলের দশা,
আকণ্ঠ করিয়া পান স্নিগ্ধ চন্দ্রকর;
বিবশা হইল বলি খুলে গেল দল, তাই
বন্দী দশা হতে মুক্তি পাইল ভ্রমর। ॥ ৭০ ॥

বৃক্ষমূলে পত্রাদির ভিতর হইতে আসি
পুষ্পসম জ্যোৎস্না রাশি পড়েছে ছড়ায়ে,
মনে হয় পুষ্পগুলি ইচ্ছিলেই নিতে পারি
চাই কি তদ্বারা তব কেশ বাঁধা যায়। ॥ ৭১

শক্যমঙ্গুলিভি-রুদ্ধতৈরধঃ
শাখিনাং পতিত-পুষ্পকোমলৈঃ
পত্র-জর্জর-শশি-প্রভালবৈ
রেভিরুৎকচয়িতুং তবালকম্ ॥ ৭২ ॥

এষ চারুমুখি ! যোগ্যতারয়া
যুজ্যতে তরলবিম্বয়া শশী
সাধ্ব যাতুপগত প্রকম্পয়া
কন্যয়েষ নবদীক্ষয়া বরঃ ॥ ৭৩ ॥

পাক ভিন্ন-শরকাণ্ড-গৌরয়োঃ
উল্লসৎ-প্রতিকৃতি-প্রদীপ্তয়োঃ ।
রোহতীব তব গণ্ডলেখয়োঃ
চন্দ্রবিম্ব-নিহিতাক্ষি চন্দ্রিকা ॥ ৭৪ ;

লোহিতার্ক-মণিভজেনার্পিতং
কল্পবৃক্ষমধু বিভ্রতী স্বয়ম্ ।
ত্বামিয়ং স্থিতিমতী-মুপস্থিতা
গন্ধমাদন বনাধিদেবতা ॥ ৭৫ ॥

আর্দ্রকেশর সুগন্ধি তে মুখং
মত্তমেব নয়নং স্বভাবতঃ ।
অত্র লব্ধবসতির গুণান্তরং
কিং বিলাসিনি ! মদঃ করিষ্যতি ॥ ৭৬ ॥

মান্তভক্তি-রথবা সখীজনঃ
সেব্যতামিদ-মনঙ্গদীপনম্ ।
ইত্যুদার-মভিধায় শঙ্কর
স্তামপারয়ত পানমম্বিকাম্ ॥ ৭৭ ॥

হে চণ্ডি, চাহিয়া দেখ, উজ্জ্বল জ্যোৎস্নালোকে
কল্পতরু শাখা হতে লম্বিত বসন,
এমনিই মিশেছে যে নাহি যায় চেনা তারে
যদি তাকে দোলা নাহি দেয় সমীরণ। ॥ ৭২ ॥

হে সুন্দরি, যোগতারা মিলিতে শশীর সনে
আলোক বেষ্টনী সহ আসে ধীরে ধীরে,
নবোঢ়া বালিকা যথা বরের নিকটে আসে
লজ্জা আর কুণ্ঠা নিয়া কম্পিত শরীরে। ॥ ৭৩ ॥

তব দৃষ্টি চন্দ্র প্রতি, কিন্তু শরখণ্ড সম
তব গণ্ডদেশে তার প্রতিবিম্ব প'ড়ে
ভরেছে উজ্জ্বলালোকে, আর যেন সেই আলো
হইতেছে বিচ্ছুরিত বিশ্ব চরাচরে। ॥ ৭৪ ॥

লোহিতাভ চন্দ্রকান্ত প্রস্তরের নিম্নভাগে
সঞ্চিত হতেছে জল চন্দ্রের কিরণে,
গন্ধমাদনাধিপতি আপনি ভরিছে যেন
কল্পবৃক্ষ মধুপাত্র তোমার কারণে। ॥ ৭৫ ॥

কেশর সৌরভসম মুখের সুবাস তব
নয়ন যুগল তব ঈষৎ আরক্ত,
অতএব সুরাপানে তব চক্ষু বদনের
কি আর বাড়িবে শোভা বুঝিতে অশক্ত। ॥ ৭৬ ॥

কিন্তু এই সখীদের সম্মান তো রাখা চাই
অতএব হে পার্ব্বতী, কাম বৃদ্ধি কর,
করহ এ মদ্যপান, একথা বলিয়া তারে
করাইল মধুপান আপনি শঙ্কর। ॥ ৭৭ ॥

পার্ব্বতী তদুপভোগ সম্ভবাং
বিক্রিয়ামপি সতাং মনোহরাম্ ।
অপ্রতর্ক্য-বিধিযোগ-নির্ম্মিতা
মাম্রতেব সহকারতাং যযৌ ॥ ৭৮ ॥

তৎক্ষণেং বিপরিবর্ত্তিত-হ্রিয়োঃ
নেষ্যতোঃ শয়ন-মিদ্ধরাগয়োঃ ।
সা বভূব মশবর্ত্তিক দ্বয়োঃ
শূলিনঃ সুবদনা মদস্য চ ॥ ৭৯ ॥

ঘূর্ণমান-নয়নং স্খলৎকথং
স্বেদবিন্দু মেদকারণস্মিতম্ ।
আননেন নতু তাবদীশ্বর
চক্ষুষা চিরমুমা-মুখং পপৌ ॥ ৮০ ॥

তাং বিলম্বি-তপনীয়মেখলা
মুদ্বহন্-জঘনভার-দুর্ব্বহাম্ ।
ধ্যান সম্ভৃত-বিভূতি-সঙ্গতং
প্রাবিশন্-মণিশিলাগৃহং রহঃ ॥ ৮১ ॥

তত্র হংস ধবলোত্তরচ্ছদং
জাহ্নবী পুলিন-চারুদর্শনম্ ।
অধ্যশেত শয়নং প্রিয়াসখঃ
শারদা ভ্রমিব রোহিণীপতিঃ ॥ ৮২ ॥

ক্লিষ্টকেশ-মবলুপ্তচন্দনং
ব্যত্যর্পিত-নখং সমৎসরম্ ।
তস্য তচ্ছিদুর মেখলাগুণং
পার্ব্বতীরত-মভূন্ন তৃপ্তয়ে ॥ ৮৩ ॥

সেই সুরা পান করি দেখা দিল অতিশয়
সুন্দর বিক্রিয়া তার দেহ আর মনে,
তাহার সে সময়ের ভাবের তুলনা শুধু
রসাল লতার যথা সহকার সনে। ॥ ৭৮ ॥

আরক্ত বদনা গৌরী পানীয় সেবন করি
আর পতি অনুরাগে হয়ে লজ্জাহীনা,
মন্ত্রেরই নহে শুধু, হারাইয়া আত্মসত্তা
শূলপাণি শম্ভুরও হইলা অধীনা। ॥ ৭৯ ॥

সুরার প্রভাবে তার ঘুর্ণিত নয়নদ্বয়
মুক্তানিভ স্বেদ-বিন্দু, স্খলিত বচন
আর মৃদু মৃদু হাসি—হৃদয় ভরিয়া দেখি
করিলা শঙ্কর তার বিম্বোষ্ঠ চুম্বন। ॥ ৮০ ॥

শিথিল বসনা আর জঘনের ভারে ভারী
উমারে লইয়া শিব করিলা প্রবেশ
মণিময় প্রস্তরাদি শোভিত সুরম্য গৃহে
ইচ্ছামাত্র ভোগ্যবস্তু করি সন্নিবেশ। ॥ ৮১ ॥

চন্দ্র যথা শরতের জলহীন মেঘ মধ্যে
যাপে বিভাবরী নিয়া প্রেয়সী রোহিনী,
সেরূপ প্রচ্ছদ পটে জাহ্নবী পুলিন সম
শয্যা নিলা শিব আর গিরির নন্দিনী। ॥ ৮২ ॥

আকর্ষণে ক্লিষ্ট কেশ, চন্দনে মথিত অঙ্গ
নখাঘাতে ব্যতিব্যস্ত হল কলেবর,
রতিরণে পার্ব্বতীর ছিঁড়িল মেখলা গ্রন্থি,
তথাপি না পরিতৃপ্ত হইলা শঙ্কর। ॥ ৮৩ ॥

কেবলং প্রিয়তমা-দয়ালুনা
জ্যোতিষা-মবনতাসু পঙ্‌ক্তিষু ।
তেন তৎপ্রতি-গৃহীতবক্ষসা
নেত্রমীলন-কুতূহলং কৃতম্ । ৮৪ ॥

স ব্যবুধ্যত বুধস্তব-বোধিতঃ
শাতকুম্ভকমলা-করৈঃ সমম্ ।
মূর্চ্ছনা-পরিগৃহীত-কৈশিকৈঃ
কিন্নরৈ-রুষসি গীতমঙ্গলঃ ॥ ৮৫ ॥

তৌক্ষণং শিথিলিতোপ-গূহনৌ
দম্পতী রচিত-মানসোর্ম্ময়ঃ ।
পদ্মভেদপিশুনাঃ সিষেবিরে
গন্ধমাদন-বনান্তমারুতাঃ ॥ ৮৬ ॥

ঊরুমূলনখ-মার্গ-রাজিভি-
স্তৎক্ষণং হৃত-বিলোচনো হরঃ ।
বাসসঃ প্রশিথিলস্য সংযমং
কুর্ব্বতী প্রিয়তমা-মবারয়ৎ ॥ ৮৭ ॥

স প্রজাগর-কষায়লোচনং
গাঢ়দন্ত-পরিতাড়িতাধরম্ ।
আকুলালক-মরংস্ত রুদ্ধবান্
প্রেক্ষ্য ভিন্নতিলকং প্রিয়ামুখম্ ॥ ৮৮ ॥

তেন ভিন্ন-বিষমোত্তরচ্ছদং
মধ্যপিণ্ডিত-বিসূত্র মেখলম্ ।
নির্ম্মলেঽপি শয়নং নিশাত্যয়ে
নোজ্‌ঝিতং চরণরাগ-লাঞ্ছিতম্ ॥ ৮৯

কিন্তু প্রিয়তমা প্রতি দয়া পরবশ হয়ে
বক্ষে নিয়া তারে সুপ্ত রহে কিছুক্ষণ,
জ্যোতিষ্কমণ্ডলী সেই দৃশ্য হেরি দুজনকে
সেবিলা, আলোক সুধা করিয়া বর্ষণ। ॥ ৮৪ ॥

কৈশিক রাগের সহ উষার মঙ্গল গীতি
গাহিলা মধুর স্বরে কিন্নর সকল,
সে সুরের মূর্ছনায় জ্ঞানীর আরাধ্য শিব
জাগি ওঠে, সরোবরে যেমন কমল। ॥ ৮৫ ॥

মানস বিহারী বায়ু পদ্মের সুগন্ধ নিয়া
আলোড়িত করি গন্ধমাদনের বন
স্পর্শিলে সে দম্পতিরে, ত্যাজি শ্লথ আলিঙ্গন
সেবিলা উভয়ে সেই স্নিগ্ধ সমীরণ। ॥ ৮৬ ॥

উরুমূলে নখাদির চিহ্ন আবরিতে গিয়া
ত্রস্তে টানি নিল উমা স্খলিত বসন,
হেরি তাহা মহেশ্বর সকৌতুকে পার্ব্বতীরে
সে কার্য্য হইতে তারে করিলা বারণ। ॥ ৮৭ ॥

নিশি-জাগরন হেতু উমার অরুণ নেত্র,
দন্তাঘাতে নিষ্পেশিত বিম্বোষ্ঠ অধর,
অবিন্যস্ত কেশভার, স্থানচ্যুত তিলকাদি
হেরি শঙ্করের প্রীতি হল গাঢ়তর। ॥ ৮৮ ॥

প্রভাতিল রাত্রি, তবু চরণের আলতায়
রঞ্জিত বিছানা কিম্বা বিসূত্র মেখলা,
অথবা নির্দ্দয় ভাবে দলিত প্রচ্ছদ খণ্ড
ত্যজিয়া না গাত্রোত্থান করিলেন ভোলা। ॥ ৮৯ ॥

স প্রিয়ামুখরসং দিবানিশং
হর্ষবৃদ্ধিজননং সিষেবিষুঃ।
দর্শন-প্রণয়িনা-মদৃশ্যতা-
মাজগাম বিজয়া-নিবেদিতঃ ॥ ৯০ ॥

সম-দিবস-নিশীথং
সঙ্গিনস্তত্র শম্ভোঃ
শতমগম-দৃতূনাং
সার্দ্ধমেকা নিশেব।
নতু স্বরত-স্বখেভ্যাশ্ছিন্নতৃষ্ণো বভূব
জলন ইব সমুদ্রান্তর্গতস্তজ্জলৌঘৈঃ ॥ ৯১ ॥

কুমার সম্ভবম্ সমাপ্তম্।

এরূপে আনন্দপ্রদ প্রেয়সীর মুখামৃত
অহর্নিশ সেবি শিব মজিলা এমন,
উমার দর্শন যদি মাগিত বিজয়া কভু
মঞ্জুর না করিত সে সেই আবেদন। ॥ ৯০ ॥

সারাদিন আর রাত্রি
উমারে লইয়া শম্ভু
রহিলেন যুক্ত ভাবে
সার্দ্ধশত ঋতু, তবু
বাড়িল আসঙ্গতৃষা,
সমুদ্রের তলদেশে
বারবাগ্নি বাড়ে যথা
সাগর জলের স্পর্শে। ॥ ৯১ ॥

কুমার সম্ভব সমাপ্ত।

মেঘদূত

মুখবন্ধ

সহস্র বছর পূর্ব্বে কবি কালিদাস
কি এমন লিখেছিলা যাহা পাঠ করি
বিশ্বের বিদগ্ধ যত রসিক সমাজ
হইয়াছে মুগ্ধ আর বিস্ময়ে নির্ব্বাক।
কী তার রচনা শৈলী, কি ছন্দ, কি ভাব,
কিবা সে রসের স্রোত বহিছে নিয়ত
তার বিরচিত সব কাব্যের মাঝারে
অন্তঃ-তোয়া ফল্গুর মতন,—হে পাঠক,
যদি জানিবারে তব থাকে কৌতূহল,
তবে তুমি কর পাঠ ধৈর্য্য সহকারে
কবির রচিত কাব্য মেঘদূত সহ
ছন্দে বাঁধা, সাবলীল, গদ্যের সমান
সরল প্রাঞ্জল আর দীর্ঘ বাক্যযুক্ত
গদ্য পদ্য সংমিশ্রণে মম উদ্ভাবিত
অতি অভিনব এক কাব্যিক ভাষায়
বিরচিত মম এই অনুবাদ খানি।
সেকালের গিরিনদী জনপদ শ্রেণী
হয়ত পাবেনা খুঁজি; পাবেনা দেখিতে
সে সব নাগর বৃন্দে; কিম্বা মোহময়ী
পুষ্পসাজে সুসজ্জিতা সুন্দরী নারীর
কটাক্ষ বর্ষণ তব পড়িবেনা চোখে।

"তবু তুমি একবার
খুলিয়া দক্ষিণ দ্বার
        বসি বাতায়নে,
সুদূর দিগন্তে চাহি
কল্পনায় অবগাহি
        ভেবে দেখ মনে।"

কবি-সম্পাদক

পূর্ব্বমেঘঃ

কশ্চিৎ-কান্তা-বিরহ গুরুণা স্বাধিকার প্রমত্তঃ
শাপেনাস্তং-গমিত মহিমা বর্ষভোগ্যেন ভর্ত্তুঃ।
যক্ষশ্চক্রে জনক তনয়া-স্নান পুণ্যোদকেষু
স্নিগ্ধচ্ছায়া-তরুষু বসতিং রামগির্য্যাশ্রমেষু ॥ ১ ॥

তস্মিন্নদ্রৌ কতিচিদবলা বিপ্রযুক্তঃ স কামী
নীত্বা মাসান্ কনক বলয়-ভ্রংশরিক্ত প্রকোষ্ঠঃ।
আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে মেঘমাশ্লিষ্ট-সানুং
বপ্রক্রীডা-পরিণতগজ-প্রেক্ষণীয়ং দদর্শ ॥ ২ ॥

তস্য স্থিত্বা কথমপি পুরঃ কৌতুকাধানহেতো
রন্তর্ব্বাষ্প-শ্চিরমনুচরো রাজ-রাজস্য দধ্যৌ।
মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথা-বৃত্তি চেতঃ
কণ্ঠাশ্লেষ-প্রণয়িনি জনে কিং পুনর্দূরসংস্থে ॥ ৩ ॥

পূর্ব্বমেঘ

একদা যক্ষ আপন খেয়ালে মত্ত থাকার ফলে
কুবেরের শাপে প্রিয়ার বিরহ হৃদয়ে বহন করি
হারায়ে সকল গৌরব তার বৎসরকাল তরে
রামগিরি নামে পর্ব্বত মাঝে হইলা নির্ব্বাসিত।

সেই সানুদেশ সদা সুশীতল তরুশ্রেণী-ছায়া লভি
পুতঃ যেই বন জনক-সুতার একদা বসতি হেতু,
ঝর্ণা সমূহ সে সতী নারীর অবগাহণের ফলে
তীর্থ ভূমির সলিলে যেথায় আজি রূপান্তরিত। ॥ ১ ॥

সেই হতে সেথা যাপন করিয়া সুদীর্ঘ আট মাস
বিরহ জ্বালায় জ্বলিয়া হইল এমনি চেতনা হারা
হস্ত হইতে পড়িলে খসিয়া সোনার বলয়খানি
বিবশ যে কামী পারিত না মোটে জানিতে তাহার লেশ।

শেষে একদিন আষাঢ় মাসের প্রথম দিবসে যবে
গিরি সানুদেশে ক্রীড়ায় মগ্ন মত্ত হাতীর সম
আসিলা ছুটিয়া মেঘ রাশি রাশি গগনের কোলে ভাসি'
অবাক নয়ণে যক্ষ চাহিয়া রহিল নির্নিমেষ। ॥ ২ ॥

রাজ-অনুচর বিরহী যক্ষ নবজলধর পানে
কুতূহল ভরে চাহিয়া রহিল হৃদয়ে চাপিয়া ব্যথা,
অন্তর তার উঠিল কাঁদিয়া প্রিয়ার বিরহ হেতু
কত কি ভাবিতে লাগিল সে মনে ঠিকানা ছিল না তার।

জলদের ঘটা নেহারয় যদি চিরসুখীজন কভু
থাকিলেও প্রিয়া কণ্ঠলগ্না প্রাণ ব্যাকুলিয়া উঠে
আর যে জনের প্রেয়সী কান্তা রহিয়াছে বহুদূরে
তাহার করুণ দশার কথার কিবা আছে বলিবার! ॥ ৩ ॥

প্রত্যাসন্নে নভসি দয়িতা-জীবিতালম্বনার্থী
জীমূতেন স্বকুশলময়ীং হারয়িষ্যন্ প্রবৃত্তিম্ ।
স প্রত্যগ্রৈঃ কুটজ-কুসুমৈঃ কল্পিতার্ঘ্যায় তস্মৈ
প্রীতঃ প্রীতি প্রমুখ বচনং স্বাগতং ব্যাজহার ॥ ৪ ॥

ধূম-জ্যোতিঃ-সলিল-মরুতাং সন্নিপাতঃ ক্ব মেঘঃ
সন্দেশার্থাঃ ক্ব পটুকরণৈঃ প্রাণিভিঃ প্রাপণীয়াঃ ।
ইত্যৌৎ সুক্যাদ পরিগণয়ন গুহ্যকস্তং যযাচে
কামার্ত্তা হি প্রকৃতি কৃপণা শ্চেতনা চেতনেষু ॥ ৫ ॥

জাতং বংশে ভুবনবিদিতে পুষ্করাবর্ত্তকানাং
জানামি ত্বাং প্রকৃতি পুরুষং কামরূপং মঘোনঃ ।
তেনার্থিত্বং ত্বয়ি বিধিবশাৎ দূরবন্ধুর্গ-তোঽহং
যাঞ্চা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধ কামা ॥ ৬ ॥

ঘনায়ে আসিল শ্রাবণ যখন যক্ষ ভাবিল মনে.
এই মেঘ হেরি প্রেয়সী আমার মোর লাগি দিবানিশি
ভাবিয়া ভাবিয়া হইয়াছে ক্ষীণা, হয়তো বা একদিন
বিরহ বেদনা সহিতে না পারি হারাবে জীবনখানি।

বারিদের দ্বারা জানাতে আপন কুশল-বার্ত্তা তাই,
বর্ষায় ফোটা কুরচি ফুলের অর্ঘ্য সাজায়ে ল'য়ে
স্বাগত সুভাষে গদ্‌গদ্ হ'য়ে বিরহী যক্ষ শেষে
সম্বোধি মেঘে হাসি হাসি মুখে কহিতে লাগিলা বাণী। ॥ ৪ ॥

ধূম জ্যোতি জল সমীরে পূর্ণ কোথায় বা সেই মেঘ!
আর কোথায় বা প্রাণীকুল দ্বারা বাহিত যে সংবাদ!
তথাপি সে তবু ভাবি দেখিল না সম্ভব হবে কিনা
জলেদের দ্বারা বার্ত্তা পাঠান প্রিয়ার নিকটে তার।

কিন্তু যে জন কামার্ত্ত তার চেতনা লুপ্ত হয়,
মদনের শরে থাকে নাক তার প্রাকৃতিক কোন জ্ঞান,
প্রবল আবেগে ভুলিয়া যায় সে বিচার বুদ্ধি সব,
চেতন কিম্বা অচেতন ভেদ করিতে পারেনা আর। ॥ ৫ ॥

"ভুবন-বিদিত পুষ্কর আর আবর্ত্তকের কুলে
জন্ম তোমার হে মহাবংশ জানি আমি সবিশেষ,
দেব কুলরাজ ইন্দ্রের তুমি প্রধান শক্তি, আর
ধারণ করিতে পার নানারূপ তুমি যে ইচ্ছাময়।

ললাটের দোষে আজ আমি হেথা, প্রিয়া মোর বহুদূরে,
মাগি আজ আমি ওগো মহাশয় ভিক্ষা তোমার কাছে,
যদি সে যাচ্ঞা না হয় সফল তথাপি তা শ্রেয়মানি
সফল হ'লেও নীচের নিকটে কাম্য তা মোটে নয়।" ॥ ৬ ॥

সন্তাপ্তানাং ত্বমসি শরণং তৎপয়োদ প্রিয়ায়াঃ
সন্দেশং মে হরধনপতি ক্রোধ বিশ্লেসি তস্ত
গন্তব্যাতে বসতিরলকা নাম যক্ষেশ্বরাণাং
বাহ্যোদানস্থিত হরশির শ্চন্দ্রিকা-ধৌত হর্ম্যা॥ ৭ ॥

ত্বামারূঢ়ং পবন-পদবী মুদগৃহী তালকান্তাঃ
প্রেক্ষিষ্যন্তে পথিক বণিতাঃ প্রত্যয়াদাশ্বসত্যঃ।
কঃ সন্নদ্ধে বিরহবিধুরং ত্বয্যুপেক্ষেত জায়াং
ন স্যাদন্যোঽপ্য-হমিব জনো যঃ পরাধীন বৃত্তিঃ ॥ ৮ ॥

মন্দং মন্দং নুদতিপবন-শ্চানুকূলো যথা ত্বাং
বামশ্চায়ং নদতি মধুরং চাতকস্তে সগন্ধঃ
গর্ভাধান ক্ষণ পরিচয়ান্নু নমাবদ্ধমালাঃ
সেবিষ্যন্তে নয়ন-সুভগং খে ভবন্তং বলাকাঃ ॥ ৯ ॥

ধনাধিপতির ক্রোধের কারণে বিরহ অনলে মোরা
জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছি তাই লইনু শরণ তব,
অলকাপুরীতে মম প্রিয়া পাশে সংবাদখানি দিয়া,
কর সুশীতল, ওহে তাপহর, মোদের তাপিত প্রাণ।

সেই ধাম অতি পবিত্র আর সজ্জিত নানা সাজে,
শোভিছে সেথায় যক্ষপতির অট্টালিকার সারি,
বহির্দ্বারের উদ্যানে সেথা বিরাজিছে উমাপতি,
যাঁর ললাটের চন্দ্রকিরণে সে পুরী দীপ্যমান। ॥ ৭ ।

বিরহ বিধুরা নারীরা তোমায় হেরিয়া পবন পথে,
পতি আগমন আসন্ন জানি বাহিরে আসিবে ছুটি,
এলোমেলো কেশ মাথার উপরে চাপি ধরি দুই হাতে,
কমল আনন তুলিয়া ঊর্দ্ধে চাহিবে তোমার পানে।

তারা জানে, তুমি পাঠাও তাদের স্বামীদের নিজ ঘরে,
আশার আলোক তাই তাহাদের ফুটিবে চন্দ্রমুখে।
কোথাও কি আর আমার সমান পরাধীন কেহ আছে
তোমার উদয় হেরিয়াও যেবা রহিবে অন্তস্থানে? ॥ ৮ ॥

পবন তোমার অনুকূলে আজি উত্তর দিক পানে
চলেছে ছুটিয়া আকাশের পথে ঐ দেখ, আর শোন
তব বাম দিকে গাহিছে চাতক সুমধুর সঙ্গীত,
শুভ যাত্রার কর আয়োজন বিলম্ব নাহি করি।

কিবা অপরূপ শোভাবিস্তারি বক-মিথুনের দল
আসিবে উড়িয়া তোমার আড়ালে মিলিত হবার লাগি,
সেবিবে তোমারে তাই তারা সবে তোমার সঙ্গে রহি
ভাসিবে তোমার বক্ষ ঘিরিয়া বলাকার রূপ ধরি। ॥ ৯ ॥

তাঞ্চাবশ্যং দিবসগণনা তৎপরামেক পত্নীম
ব্যাপন্নাম বিহতগতির দ্রক্ষ্যাসি ভ্রাতৃজায়াম্
আশাবন্ধঃ কুসুম সদৃশং প্রয়েশো হৃঙ্গনানাং
সদ্যং পাতি প্রণয়ি হৃদয়ং বিপ্রয়োগে রুণদ্ধি ॥ ১০ ॥

কর্ত্তুংযচ্চ প্রভবতি মহী-মুচ্ছিলীন্ধ্রা-মবন্ধ্যাং
তচ্ছ্রুত্বা তে শ্রবণ-সুভগং গর্জ্জিতং মানসোৎকাঃ
আ কৈলাসাদ বিস কিসলয়-চ্ছেদ পাথেয় বন্তঃ
সম্পৎস্যন্তে নভসি ভবতো রাজহংসাঃ সহায়াঃ ॥ ১১ ॥

আপৃচ্ছস্ব প্রিয়সখমমুং তুঙ্গ মালিঙ্গ্য শৈলং
বন্দ্যৈঃ পুংসাং রঘুপতিপদৈ রঙ্কিতং মেখলাসু ॥
কালে কালে ভবতি ভবতো যস্য সংযোগমেত্য
স্নেহ ব্যক্তি-শ্চির বিরহজং মুঞ্চতো বাষ্পমুষ্ণম্ ॥ ১২ ॥

যাও তুমি মেঘ, অবশ্য সেথা দেখিতে পাইবে;তুমি
অনন্যপ্রাণ পতির লাগিয়া তোমার ভ্রাতৃ-জায়া
এখনো বাঁচিয়া রহিয়াছে আর দিবস রজনী শুধু
বসিয়া বসিয়া কাটাইছে কাল গণনা করিয়া দিন।

আমার মিলন লাগি মোর প্রিয়া আশা লতিকার দ্বারা
হৃদয়খানিরে বাঁধিয়া রাখিয়া বক্ষের মাঝে তার
আছে প্রাণ ধরি, বৃন্ত যেমন পুষ্পকে দৃঢ়ভাবে
গাছের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিয়া রাখে তারে;অমলিন। ॥ ১০ ॥

তোমার মধুর নিনাদ শুনিয়া ধরণী বক্ষ ভেদি
বাহিরে আসিয়া ফুটিয়া উঠিয়া ভূমিকন্দলী ফুল
জানাবে সবারে, এই ধরাতল রবে না বন্ধ্যা আর.
শস্যশালিনী হইবে অচিরে বৃষ্টির পরশনে।

মরালের দল চঞ্চুতে লয়ে মৃণালখণ্ডখানি,
মানসের নীরে করিতে যাপন সুমধুর দিনগুলি,
অমল ধবল পাখনা মেলিয়া তোমার কৃষ্ণদেহে,
কৈলাসপুরী অবধি তাহারা যাইবে তোমার সনে। ॥ ১১ ॥

যাও তুমি ত্বরা, যাইবার কালে তব প্রিয়সখা ঐ
গিরিরে বাঁধিয়া বাহুপাশে তব করিও আলিঙ্গন,
ধন্য ও গিরি যার মেখলার উপল খণ্ডগুলি
রামচন্দ্রের পদরেণুপূতঃ পদচিহ্নাঙ্কিত।

গিরির অঙ্গে পড়িলে তোমার প্রথম বৃষ্টিধারা,
বাষ্পের রূপে বাহিরায় তার দীর্ঘদিনের তাপ,
অঙ্গে তাহার জমি' ওঠে ক্রমে বিন্দু বিন্দু জল
যেন তারা সবে স্নেহের বিন্দু আনন্দে বিগলিত। ॥ ১২

মার্গং তাবচ্ছৃণু কথয়ত-স্তৎপ্রয়াণা-ন্নুরূপং
সন্দেশং মে তদনু জলদ ! শ্রোষ্যসি শ্রোত্র-পেয়ম্ ।
খিন্নঃ খিন্নঃ শিখরিষু পদং ন্যস্য গন্তাসি যত্র
ক্ষীণঃ ক্ষীণঃ পরিলঘুপয়ঃ স্রোতসাঞ্চোপযুজ্য ॥ ১৩ ॥

অদ্রেঃ শৃঙ্গং হরতি পবনঃ কিং স্বিদিত্যুন্মুখী-ভির্
দৃষ্টোৎসাহ শ্চকিত-চকিতং মুগ্ধসিদ্ধাঙ্গনাভিঃ ।
স্থানাদস্মাৎ সরসনিচুলা-দুৎপতোদঙ্মুখঃ
খং দিঙনাগানাং পথি পরিহরন স্থূল-হস্তাব-লেপান্ ॥ ১৪ ॥

রত্নচ্ছায়া-ব্যাতিকর ইব প্রেক্ষ্যমেতৎ পুরস্তাদ্
বল্মীকাগ্রাৎ প্রভবতি ধনুঃ খণ্ড-মাখণ্ডলস্য ।
যেন শ্যামং বপুরতিতরাং কান্তিমাপৎস্যতে তে
বর্হেণের স্ফুরিতরুচিনা গোপবেশস্য বিষ্ণোঃ ॥ ১৫ ॥

ওহে জলধর শুনি লও তুমি আমার নিকট হতে
প্রথমে তোমার যাত্রাপথের সবিশেষ বর্ণনা,
তারপরে আমি বলিব তোমায় কিবা সে বার্ত্তা,—যাহা
পৌছাতে হবে অলকায় গিয়া আমার প্রিয়ার পাশে।

যাইতে যাইতে পথের পাহাড়ে বিরাম লভিও তুমি,
ইচ্ছা করিলে হয়ত কিছুটা জল ঢালি দিতে পার,
তারপরে পুনঃ তটিনী হইতে হাল্কা সুপেয় জল
পান করি নিয়া লভিয়া শক্তি ভাসিবে ঊর্দ্ধাকাশে। ॥ ১৩ ॥

অম্বর পথে হেরিয়া তোমার ধূম্রবরণ দেহ
চকিতে চাহিবে সিদ্ধা নারীরা মুগ্ধ নয়ন মেলি',
হয়ত তাহারা ত্রাসে শঙ্কায় চিন্তা করিবে মনে
ঝড় ঝঞ্ঝায় গিরির শৃঙ্গ উড়াইল বুঝি আজ!

তোমার যাত্রাপথের মধ্যে হয়ত আসিবে ছুটি'
দিঙ্‌নাগগণ বুলাতে তাদের হস্ত তোমার গায়,
তুমি ভাই সব এড়ায়ে চলিবে, জড়াবেনা আপনারে,
পরিহার করি' সকল বিবাদ সাধিবে আপন কাজ। ॥ ১৪ ॥

বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত নানা রত্নরাজির মত
পাহাড় চূড়ার বল্মীক-ঢিবি ভেদ করি' দেখ ঐ,
নানা বর্ণের রূপের মাধুরী ছড়ায়ে চতুর্দ্দিকে
অতি অপরূপ শোভা বিস্তারি ভাতিছে ইন্দ্রধনু।

উত্তরদিকে চলিবার কালে তব দক্ষিণ শিরে
সে রামধনুর বর্ণের ছটা উঠিবে ঝিলমিলিয়া,
মোহন চূড়ায় সজ্জিত শ্যাম ব্রজের দুলাল সম
রঙিন আলোর কিরীট ভূষণে শোভিবে শ্যামল তনু। ॥ ১৫

ত্বয্যায়ত্তং কৃষিফলমিতি ভ্রূবিলাসানভিজ্ঞৈঃ
প্রীতি-স্নিগ্ধৈর্-জনপদ বধূ-লোচনৈঃ পীয়মানঃ।
সদ্যঃ সীরোৎ-কষণ-সুরভি ক্ষেত্রমারুহ্য মালং
কিঞ্চিৎ পশ্চাদ্ ব্রজ লঘুগতির্ ভূয় এবোত্তরেণ ॥ ১৬ ॥

ত্বামাসার-প্রশমিত বনো-পপ্লবং সাধু মূর্দ্ধ্না
বক্ষ্যত্যধ্ব-শ্রমপরিগতং সানুমানাম্রকূটঃ।
ন ক্ষুদ্রোঽপি প্রথম-সুকৃতা-পেক্ষয়া সংশ্রয়ায়
প্রাপ্তে মিত্রে ভবতি বিমুখঃ কিং পুনর্য-স্তথোচ্চৈঃ ॥ ১৭ ॥

ছন্নোপান্তঃ পরিণতফল-দ্যোতিভিঃ কাননাম্রৈ
স্ত্বয্যারূঢ়ে শিখর মচলঃ স্নিগ্ধ-বেণী সবর্ণে
নূনং যাস্যত্যমর-মিথুন-প্রেক্ষণীয়া-মবস্থাং
মধ্যে শ্যামঃ স্তন ইব ভুবঃ শেষবিস্তার-পাণ্ডুঃ ॥ ১৮ ।

কৃষির ফসল তোমারই ত দান, তাই তব আগমনে
ভ্রূ-বিলাস যারা শেখে নাই সেই জনপদ-বধূ সবে,
মেলিয়া তাদের স্নিগ্ধ সরল প্রীতি-ভরা দু'নয়ন,
তোমার দেহের রূপের মাধুরী করিবেক যেন পান।

কর্ষিত মালভূমিতে যখন পড়িবে বৃষ্টি ধারা,
বাতাসে ভাসিয়া উঠিবে তা হ'তে মিষ্টি মধুর বাস,
তুমি ভাই সেই সুরভি লইয়া পশ্চিমে মৃদু হেলি'
পুনরায় সোজা উত্তরদিকে চালাইবে অভিযান। ॥ ১৬ ॥

দাবানলে পু'ড়ে যাহার কানন তোমার বৃষ্টি লভি'
ধরে পুনরায় শ্যামল বরণ, সে আম্রকূট গিরি
তব পথ চাহি আছে দাঁড়াইয়া, তাহার শৃঙ্গোপরি
বিশ্রাম লভি' ভুলিয়ো তোমার দুর্গম পথ গ্লানি।

ক্ষুদ্র যাহারা তাহারাও নাহি কদাচ বিমুখ হয়
আশ্রয় দিতে উপকারী কোন বন্ধুজনেরে কভু,
আর এ উচ্চ ভূধর তোমারে আশ্রয় করি' দান,
হবে কৃতার্থ ইহাতে কোনও সংশয় নাহি মানি। ॥ ১৭ ॥

সার্থক-নামা আম্রকূটের সু-উচ্চ আর ঢালু
শৃঙ্গটি তার রয়েছে দাঁড়ায়ে নভঃতল ভেদ করি,
কাননে সেথায় পাণ্ডুবর্ণ অসংখ্য পাকা আম
ঘিরিয়া তাহারে পাণ্ডুবর্ণে করিয়াছে সজ্জিত।

বেণীর সমান তিমির বরণ অঙ্গ লইয়া যবে
বসিবে সেথায়, ঊর্দ্ধ হইতে অমর দম্পতিরা
দেখিয়া ভাবিবে বসুন্ধরার পাণ্ডুবর্ণ স্তন
কৃষ্ণবর্ণ বৃন্তটি দ্বারা আছে যেন সুশোভিত। ॥ ১৮ ॥

স্থিত্বা তস্মিন্ বনচরবধূ-ভুক্ত কুঞ্জে মুহূর্ত্তং
তোয়োৎসর্গ-দ্রুততরগতি-স্তৎপরং বর্ত্ম তীর্ণঃ।
রেবাং দ্রক্ষ্যস্যুপল-বিষমে বিন্ধ্যপাদে বিশীর্ণাং
ভক্তিচ্ছেদৈ-রিব বিরচিতাং ভূতিমঙ্গে গজস্য ॥ ১৯ ॥

তস্যাস্তিক্তৈর্-বনগজমদৈর্-বাসিতং বান্তবৃষ্টির্
জম্বুকুঞ্জ-প্রতিহত রয়ং তোয়মাদায় গচ্ছেঃ।
অন্তঃ সারং ঘন! তুলয়িতুং নানিলঃ শক্ষ্যতি ত্বাং
রিক্তঃ সর্ব্বো ভবতি হি লঘুঃ পূর্ণতা গৌরবায় ॥ ২০ ॥

নীপং দৃষ্ট্বা হরিত কপিশং কেশরৈরর্দ্ধ-রূঢ়ৈ
রাবির্ভূত-প্রথম-মুকুলাঃ কন্দলীশ্চানু-কচ্ছম্।
জগ্ধারণ্যেষধিক-সুরভিং গন্ধমাঘ্রায় চোর্ব্ব্যাঃ
সারঙ্গাস্তে জললবমুচঃ সূচয়িষ্যন্তি মার্গম্ ॥ ২১ ॥

সেই অরণ্যে কুঞ্জ কুটিরে বনবাসী নরনারী
যাপে দিবানিশি মহা আনন্দে স্ফূর্তি রঙ্গে মাতি,
নিদাঘ পীড়িত সেই বনে কিছু বর্ষণ করি জল,
তড়িৎ গতিতে যাবে তুমি উড়ি অভিষ্ট পথে মম।

যাইতে যাইতে পাইবে দেখিতে বিন্ধ্যের পাদদেশে
উপল খণ্ডে ব্যথিতা শীর্ণা মন্থর গতি রেবা,
ভূধর হইতে নির্গত নানা রঙের ঝর্ণা ধারা
সাজায়েছে তারে নানাবিধ রঙে সজ্জিত গজসম। ॥ ১৯ ॥

জম্বুকুঞ্জে শিকড়ে বন্দী রাখি যত জঞ্জাল
স্বচ্ছসলিলা তটিনী সে রেবা নৃত্যের তালে চলে,
জামের স্পর্শে যদিও তিক্ত, গজমদ বারি হেতু
সুরভিত তাহা, বর্ষণান্তে করিও সে জল পান।

বৃষ্টির পরে শরীর তোমার হাল্কা হইয়া গেলে
ভাসিয়া যাইবে তুলার মতন বাতাসে হিল্লোলে,
যে অন্তঃসার শূণ্য তাহার এরূপ গতিই হয়
পূর্ণ করিয়া অন্তর তাই হইও শক্তিমান। ॥ ২০ ॥

বরিষণে তব ফুটিয়া উঠিবে কাননে কদমফুল
কোনটা ঈষৎ উদ্‌গত আর কোনোটা অর্দ্ধস্ফুট,
সবুজ পাংশু নানা বর্ণের কেশরে শোভিত হবে,
ভুঁইচাঁপা ফুল ফুটিয়া উঠিবে বর্ষণ ভেজা মাঠে।

হরিণ-হরিণী চিবাইবে ঐ ফুলগাছগুলি, আর
হেরিয়া কদম ফুলের শোভা ও মাটির গন্ধ শুঁকি,
বিভোর হইয়া ছুটিবে তোমার বর্ষণ-স্নাত পথে
যেন জানাইতে নবজলধর চলেছিলো এই বাটে। ॥ ২১ ॥

উৎপশ্যামি দ্রুতমপি সখে মৎপ্রিয়ার্থং যিযাসোঃ
কালক্ষেপং ককুভ-সুরভৌ পর্ব্বতে পর্ব্বতে তে।
শুক্লাপাঙ্গৈঃ সজল-নয়নৈঃ স্বাগতীকৃত্য কেকাঃ
প্রত্যুদ্‌যাতঃ কথমপি ভবান্ গন্তুমাশু ব্যবস্যেৎ ॥ ২২ ॥

পাণ্ডুচ্ছায়োপবনবৃতয়ঃ কেতকৈঃ সূচিভিন্নৈর্
নীড়ারম্ভৈর্‌-গৃহবলি ভুজামাকুল-গ্রাম-চৈত্যাঃ।
ত্বয্যাসন্নে পরিণত ফল-শ্যাম-জম্বুবনান্তাঃ
সম্পৎস্যন্তে কতিপয় দিন-স্থায়ি হংসা দশার্ণাঃ ॥ ২৩ ॥

তেষাং দিক্ষু প্রথিত-বিদিশা-লক্ষণাং রাজধানীং
গত্বা সদ্যঃ ফলমবিকলং কামুকত্বস্য লব্ধা।
তীরোপান্ত-স্তনিত-সুভগং পাস্যসি স্বাদু যস্মাৎ
সভ্রূভঙ্গং মুখমিব পয়ো বেত্রবত্যাশ্চলোর্ম্মি ॥ ২৪ ॥

যদিও আমার প্রিয়ার কারণে যাবে তুমি তাড়াতাড়ি,
তবু দেখিতেছি কিছু বিলম্ব অবশ্য হবে পথে,
সৌরভ ভরা কুরূচি পুষ্পে ছেয়ে গেছে পর্বত,
হে সখা, তুমি কি পারিবে যাইতে না থামিয়া কিছুক্ষণ ?

ময়ূর সকল হেরিবে তোমায় শুভ্র সজল চোখে
লভি আনন্দ করিবে নৃত্য পেখম মেলিয়া, আর
জানাবে তোমারে সম্বর্ধনা কেকা ধ্বনি সহ যবে
তাহাদের ছাড়ি শীঘ্র যাইতে চাহিবে কি তব মন ? ॥ ২২ ॥

দশার্ণ দেশে যাইবে যখন দেখিতে পাইবে তুমি
তাহারে ঘিরিয়া আছে চারিদিকে কেতকী লতার বেড়া,
কাঁটা গুলি তার পুষ্পিত আর মাঝে আছে উদ্যান,
যার চারি পাশে আছে জাম গাছ লয়ে পরিণত ফল।

গ্রামের মধ্যে আছে যত গাছ, তাহাদের শাখে শাখে
বাঁধিয়াছে বাস কত না পক্ষী, বর্ষার সমাগমে
সেই মনোরম পরিবেশে তুমি থাকিবে কয়েকদিন,
থাকিবে তোমার সঙ্গে সেথায় রাজ হংসের দল। ॥ ২৩ ॥

দশার্ণের যে রাজধানী তাহা দিকে দিকে পরিচিত,
অতি মনোরম সেই জনপদ, বিদিশা নামে তা খ্যাত,
তুমি যবে ভাই পৌঁছিবে সেথা তোমার সকল সাধ
পূর্ণ হইবে কারণ সে পুরী শুধুই বিলাসাগার।

বেত্রবতীর সুপেয় সলিল যদি কর পান তুমি,
মনে হবে তব দশন আঘাতে ব্যথিত সে তটিনীর
তটাঘাত হেতু বঙ্কিম ধারা আর বল বান যেন
ভ্রূভঙ্গী সহ নিবারণ আর অস্ফুট স্বর তার। ॥ ২৪ ॥

নীচৈ রাখ্যং গিরিমধিবসে-স্তত্র বিশ্রামহেতো
ত্বৎসম্পর্কাৎ পুলকিতমিব প্রৌঢ় পুষ্পৈঃ কদম্বৈঃ।
যঃ পণ্য-স্ত্রী-রতি পরিমলোদ্ গারিভির্-নাগরানা
মুদ্দামানি প্রথয়তি শিলা-বেশ্মভির্-যৌবনানি ॥ ২৫ ॥

বিশ্রান্তঃ সন্ ব্রজ বন-নদী-তীর জাতানি সিঞ্চন্
নুদ্যানানাং নবজল-কণৈর্-যূথিকা জালকানি।
গণ্ডস্বেদাপনয়নরুজাক্লান্তকর্ণোৎ পলানাং
ছায়াদানাৎ ক্ষণপরিচিতঃ পুষ্পলাবীমুখানাম্ ॥ ২৬ ॥

বক্রঃ পন্থা যদপি ভবতঃ প্রস্থিতস্যোত্তরাশাং
সৌধোৎসঙ্গ-প্রণয়বিমুখো মাস্ম ভূরুজ্জয়িন্যাঃ
বিদ্যুদ্দাম-স্ফুরিত চকিতৈ স্তত্র পৌরাঙ্গ নানং
লোলাপাঙ্গৈর্ যদি ন রমসে লোচনৈর্ বঞ্চিতোঽসি ॥ ২৭ ॥

নীচে নামে যে পর্ব্বত এক বিরাজ করিছে সেথা,
লভিতে পারিবে বিশ্রাম তুমি সেই গিরিকন্দরে,
ফুটিয়াছে সেথা থরে থরে কত কদম্বসম্ভার,
সুখে যেন তার জাগে রোমাঞ্চ লভি তব দর্শন।

সেথাকার গুহা অভ্যন্তরে রসিক নাগর যত,
পণ্যাবধূরে লইয়া সঙ্গে মিলিছে মনের সুখে
তাদের দেহের সুগন্ধ আর মথিত ফুলের বাস,
ঘোষিছে কিরূপ বন্ধনহীন বিদিশার যৌবন। ॥ ২৫ ॥

যেও ক্ষণকাল লভিয়া বিরাম সেই অপূর্ব্বদেশে,
যেথায় আকাশে চলিয়াছ তুমি, আর নীচে ধরাতলে
দুই কূলে নিয়া উদ্যানভরা যুথিকা ফুলের রাশি
সৌরভময় শ্বেতকায় পথে ছুটিছে বেত্রবতী।

কুসুম চয়নে রতা রমণীরা মুছিয়া গণ্ড-স্বেদ
স্পর্শি সে হাতে কর্ণোৎপল করিতেছে তাহা ম্লান,
সে সব ক্লান্তা তরুণীরা লভি তোমার শীতল ছায়া
পরিচিত কোন বন্ধুর সম চাহিবে তোমার প্রতি। ॥ ২৬ ॥

উত্তর মুখে চলিতে চলিতে একটু বাঁকিয়া তুমি
যেও দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে দেখিতে উজ্জয়িনী,
ঊর্দ্ধে চাহিয়া আছে তব তরে সেথায় সৌধ সারি
তাদের আদর করিওনা হেলা এই মোর প্রার্থনা।

উজ্জয়িনীর আয়তলোচনা পৌর সুন্দরীর
কিবা অপাঙ্গে চাউনি এবং চঞ্চল নেত্রের
বিদ্যুতের কি ঝলকানি তাহা নাহি যদি দেখ, তবে
জীবন তোমার বিফলে যাবে, যা নিজেকেই বঞ্চনা। ॥ ২৭ ॥

বীচিক্ষোভ-স্তনিত বিহগ-শ্রেণি কাঞ্চী গুণায়াঃ
সংসর্পন্ত্যাঃ স্খলিত সুভগং দর্শিতাবর্ত্তনাভেঃ
নির্বিন্ধ্যায়াঃ পথি ভব রসাভ্যন্তরঃ সন্নিপত্য
স্ত্রীণামাদ্যং প্রণয়বচনং বিভ্রমো হি প্রিয়েষু ॥ ২৮ ॥

বেণীভূতপ্রতনুসলিলাহসাবতীতস্য সিন্ধুঃ
পাণ্ডুচ্ছায়া তটরুহ-তরু-ভ্রংশিভি-র্জীর্ণপর্ণৈঃ।
সৌভাগ্যং তে সুভগ! বিরহাবস্থয়া ব্যঞ্জয়ন্তী
কার্শ্যং যেন ত্যজতি বিধিনা স ত্বয়ৈবোপপাদ্যঃ ॥ ২৯ ॥

প্রাপ্যাবন্তী-নুদয়ন কথা-কোবিদ-গ্রামবৃদ্ধান্
পূর্ব্বোদ্দিষ্টা-মনুসর পুরীং শ্রীবিশালাং বিশালাম্।
স্বল্পীভূতে সুচরিতফলে স্বর্গিণাং গাং গতানাং
শেষৈঃ পুণ্যৈর্হৃত মিবদিবঃ কান্তিমৎ খণ্ডমেকম্ ॥ ৩০ ॥

চঞ্চলা নদী নির্বিন্ধ্যারে দেখিতে পাইবে পথে,
কোথাও পাথরে ব্যাহত গতি ও কোথাও মুক্ত ধারা,
ছুটিতে তোমার সঙ্গে সঙ্গে পড়িছে যেন সে স্খলি
মধ্যে মধ্যে আবর্ত্তগুলি যেন তার নাভি কূপ।

উজানে ভাসিয়া চলিবার কালে হংসের সারি যত
স্রোতের সঙ্গে মিলাইয়া যেন আপনার কলধ্বনি,
সৃজিছে কেমন মধুর নিনাদ প্রণয়বচন সম
বর্ষণ দিয়া তটিনী অঙ্গে দেখ তার সেই রূপ। ॥ ২৮ ॥

প্রখর নিদাঘে তোমার বিরহে কাতরা সিন্ধু নদী,
শুকায়ে হয়েছে জীর্ণা শীর্ণা যেন একগাছি বেণী,
তটভূমি হ'তে শুষ্ক পত্র ঝরিয়া পড়িছে, তাই
পাণ্ডুবর্ণ ধরিয়াছে যেন রক্ত বিহীন দেহ।

কি সৌভাগ্য তোমার, হে মেঘ, তোমারই অদর্শনে
তীব্র মধুর বিরহদশায় জীবন কাটায় নদী
যাহাতে তাহার দুঃখের হয় অবসান তাই কর,
দরদী বন্ধু নাই যে তাহার তুমি ছাড়া আর কেহ। ॥ ২৯ ॥

তারপরে তুমি পৌঁছাবে গিয়া অবন্তী নামে দেশে
উদয়ন কথা কহে সদা যেথা গ্রামের বৃদ্ধগণ
সেখানেই আছে পূর্ব্বকথিত উজ্জয়িনী পুরী
বিশাল গরিমা সম্পদে ভরা বিশালা যাহার নাম।

মনে হয় যেন স্বর্গনিবাসী পুণ্য আত্মা সবে
পুণ্যের ফল সমস্ত ভোগ করিবার পূর্ব্বেই
এসেছে ফিরিয়া মর্ত্ত্য ভুবনে লয়ে পুণ্যার্জ্জিত
খণ্ড স্বর্গ, গড়িতে এখানে এই সুন্দর ধাম। ॥ ৩০ ॥

দীর্ঘীকুর্ব্বন পটু মদকলং কূজিতং সারসানাং
প্রত্যুষেষু স্ফুটিতকমলা মোদ মৈত্রীকষায়ঃ
যত্র স্ত্রীণাং হরতি সুরত গ্লানি মঙ্গানুকূলঃ
শিপ্রাবাতঃ প্রিয়তম ইব প্রার্থনা-চাটুকারঃ ।। ৩১ ।।

জালোদ্‌গীর্ণৈ-রুপচিত বপুঃ কেশ-সংস্কার-ধূপৈর্
বন্ধুপ্রীত্যা ভবনশিখিভির্-দত্তনৃত্যোপহার ঃ
হর্ম্ম্যেষ্বস্যাঃ কুসুম-সুরভি-ষ্বধ্বখেদং নয়েথা
লক্ষ্মীং পশ্যন্-ললিত-বনিতা-পাদ-রাগাঙ্কিতেষু ।। ৩২ ।।

ভর্ত্তুঃ কণ্ঠচ্ছাবিরিতি গণৈঃ সাদরং বীক্ষ্যমাণঃ
পুণ্যং যায়াস্ত্রি-ভুবনগুরোর্-ধাম চণ্ডীশ্বরস্য
ধুতোত্থানং কুবলয়রজো-গন্ধিভির্গন্ধবত্যা—
স্তোয় ক্রীড়া-নিয়ত যুবতি-স্নান-তিক্তৈর্-মরুদ্ভিঃ ।। ৩৩ ।।

ফুটেছে সেথায় কত না কমল শিপ্রানদীর জলে
প্রভাত সমীর স্পর্শি যা দিগে গন্ধ ছড়িয়ে দেয়
সারস শ্রেণীর মদকল ধ্বনি যেখান হইতে আসি
অর্ধসুপ্তা সুন্দরীদের পশিছে কর্ণদ্বয়ে।

নিশাশ্রম হেতু অলসগাত্রী কামিনীগণের দেহে,
শিপ্রা নদীর প্রত্যূষ বায়ু বহিতেছে ধীরে ধীরে,
যেন তাহাদের প্রিয়তম আসি বুলাইয়া হাত গায়
করিছে কতই খোসামোদ কত সুমধুর কথা কয়ে। ॥ ৩১ ॥

যেথায় ধূপের আতপে শুষ্ক সুকেশীর অলকের
সুবাস জড়ান ধূপের ধূম্রে ভরিবে তোমার দেহ
গৃহে গৃহে পোষা তোমার বন্ধু ময়ূর তোমারে হেরি
করিবে নৃত্য পেখম মেলিয়া পুলকিত অন্তরে।

হর্ম্যো হর্ম্যো কুসুমের সাজে সজ্জিতা নারীগণ
করিছে ভ্রমণ ফুলের গন্ধ ছড়ায়ে চতুর্দিকে
আলতা রাঙানো চরণচিহ্নে খচিত প্রাসাদ তল
এসব হেরিয়া লাগিবে সুখের ঢেউ তব কলেবরে। ॥ ৩২ ॥

ত্রিলোকের গুরু চণ্ডিপতির পবিত্র মন্দির
দর্শন করি লভিও অপার আনন্দ অন্তরে
প্রভু মহেশের কণ্ঠের সম তোমার বর্ণ হেরি
অনুচরগণ পরম আদরে চাহিবে তোমার পানে।

গন্ধবতীর জলে ফুটিয়াছে শত শতদল, আর
সুগন্ধি তেল মাখি যুবতিরা করিতেছে জলকেলী
ফুল ও নারীর দেহের গন্ধ বহন করিয়া বায়ু
মিলিছে পুষ্প-সৌরভ সহ কুসুমের উদ্যানে। ॥ ৩৩ ॥

অপ্যন্যস্মিন্ জলধর মহাকালমাসাদ্য কালে
স্থাতব্যং তে নয়ন বিষয়ং যাবদত্যেতি ভানুঃ।
কুর্ব্বন্ সন্ধ্যা-বলিপট হতাং শূলিনঃ শ্লাঘণীয়া
মামন্দ্রাণাং ফলমবিকলং লপ্স্যসে গর্জ্জিতানাম্ ॥ ৩৪ ॥

পাদন্যাসৈঃ ক্বণিতরশনা-স্তত্র লীলাবধূতৈঃ
রত্নচ্ছায়া খচিত বলিভি-শ্চামরৈঃ ক্লান্তহস্তাঃ।
বেশ্যাস্ত্বত্তো নখ-পদ-সুখান্ প্রাপ্য বর্ষাগ্র বিন্দু
নামোক্ষ্যন্তে ত্বয়ি মধুকর-শ্রেণিদীর্ঘান্ কটাক্ষান্ ॥ ৩৫ ॥

পশ্চাদুচ্চৈর্ভুজতরুবনং মণ্ডলেনাভিলীনঃ
সান্ধ্যং তেজঃ প্রতিনব জবা-পুষ্পরক্তং দধানঃ।
নৃত্যারম্ভে হর পশুপতে-রার্দ্র নাগাজিনেচ্ছাং
শান্তোদ্বেগস্তিমিতনয়নং দৃষ্ট ভক্তির্ ভবান্যা ॥ ৩৬ ॥

সন্ধ্যারতির সময় ব্যতীত অন্য সময়ে যদি
দর্শন দাও কভু জলধর মহাকাল মন্দিরে
তবে ভাই তুমি করিও সেথায় অপেক্ষা কিছুকাল
যতক্ষণ নাহি যায় দিনমণি অস্তাচলের পথে।

সন্ধ্যালগ্নে আরতির কালে বাদ্যধ্বনির সম
তোমার মন্দ্র ধ্বনিতে করিও মহেশ্বরের সেবা
লভিবে তখন পুণ্যের ফল প্রসন্ন হলে দেব
ক্রুদ্ধ হইলে পাবেনা রক্ষা শূলীর ত্রিশূল হতে। ॥ ৩৪ ॥

রতন ভূষণে সজ্জিতা হয়ে বারবধূ দেবদাসী
আরতির কালে চরণ দু'খানি নৃত্যের তালে ফেলে,
রশনার হার বেজে ওঠে তাই রুনু ঝুনু ঝুনু রবে
রত্ন চামর দোলাইয়া হয় ক্লান্ত কোমল হাত।

প্রিয়তমদের নখের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত ভূজ
দু' এক বিন্দু বরিষণে যদি জুড়াইয়া দাও, তবে
প্রসারণ করি আঁখি কমলের ভ্রমরের সম তারা
বঙ্কিম চোখে হেরিবে তোমারে করি কটাক্ষপাত। ॥ ৩৫ ॥

নৃত্যের কালে দেব মহাকাল ঊর্দ্ধে তুলিয়া হাত
কামনা করেন রক্তসিক্ত গজাজিন খানি তার
প্রমথেরা সবে সে গজচর্ম্ম দেয় যবে তার করে
প্রলয় নৃত্যে মাতিয়া ওঠেন সে সময় পশুপতি।

সন্ধ্যায় জবা ফুল সম তব রক্ত বরণ দেহ
স্পর্শিলে তারে, ভাবিয়া তোমারে রক্তিম নাগাজিন
থামাবে নৃত্য নটরাজ আর উমাও শান্ত হয়ে
স্থির নয়নে হেরিবে তোমার ভক্তি শিবের প্রতি। ॥ ৩৬ ॥

গচ্ছন্তীনাং রমণবসতিং যোষিতাং তত্র নক্তং
রুদ্ধালোকে নরপতিপথে সূচিভেদ্যৈস্তমোভিঃ
সৌদামন্যা কনকনিকষ-স্নিগ্ধয়া দর্শয়োর্ব্বীং
তোয়োৎসর্গ-স্তনিত মুখরো মা স্ম ভূর্বিক্লবাস্তাঃ ।। ৩৭ ।।

তাং কস্যাঞ্চিদ্-ভবনবলভৌ সুপ্তপারাবতায়াং
নীত্বা রাত্রিং চিরবিলসনাৎ খিন্নবিদ্যুৎকলত্রঃ ।
দৃষ্টে সূর্যো পুনরপি ভবান্ বাহয়েদধ্বশেষং
মন্দায়ন্তে ন খলু সুহৃদা-মভ্যুপেতার্থ-কৃত্যাঃ । ৩৮ ।।

তস্মিন্ কালে নয়ন সলিলং যোষিতাং খণ্ডিতানাং
শান্তিং নেয়ং প্রণয়িভিরতো বর্ত্ম ভানোস্ত্যজাশু ।
প্রালেয়াস্রং কমলবদনাৎ সোঽপি হর্তুং নলিন্যাঃ
প্রত্যাবৃত্তস্ত্বয়ি কররুধি স্যাদনল্পাভ্যসূয়ঃ ।। ৩৯ ।।

পরি নীলশাড়ী রতি বিলাসিনী অভিসারিকারা সবে
মিলিত হইতে প্রিয়তম সাথে গুপ্ত কোনও স্থানে,
অতি সাবধানে চলে একাকিনী নির্জনে রাজপথে,
ঘোর রজনীতে সূচিকাভেদ্য গভীর অন্ধকারে।

বলিও তোমার প্রেয়সী কান্তা সৌদামিনীরে তুমি
তব শ্যাম দেহে কষ্টি পাথরে স্বর্ণরেখার সম
চমকি সে যেন দশায় পথ তাহাদেরে, আর শোন,
তুমি যেন ভাই ঝরিওনা পথে গর্জ্জন সহকারে। ॥ ৩৭ ॥

তব প্রিয়তমা হইলে ক্লান্ত চমকিয়া বারবার
রাত্রি যাপন করিও হে মেঘ তাহারে সঙ্গে নিয়া
সু-উচ্চ কোন ভবন শীর্ষে একান্ত নির্জনে
পারাবাত শ্রেণী আছে শুধু যেথা নিদ্রায় অচেতন।

রাত্রির শেষে যখনি দেখিবে উদিতেছে দিবাকর
তখনি সে স্থান পরিত্যাগ করি যাইবে আপন পথে
জানো তো হে ভাই, বন্ধুর কোন কার্য্যের ভার নিয়া
সাধুজন নাহি করি কালক্ষয় করে তা সম্পাদন। ॥ ৩৮ ॥

নাগরেরা সবে কাটায়ে রাত্রি অন্য কোনও স্থানে
প্রভাতে ফিরিয়া স্বীয় পত্নীরে জানাবে সোহাগ প্রীতি
যদি দেরী কর ভাবিবে তাহারা এখনো রাত্রি আছে
বঞ্চিতাদেয় হৃদয়ের ব্যথা ঘুচিবেনা আর তবে।

রবির বিরহে প্রিয়া নলিনীর শিশির বিন্দুরূপ
অশ্রুর ঢল নেমেছে নয়নে একাকিনী নিশি জাগি,
চলেছে তাই সে কর দ্বারা তার মুছাইতে আঁখি জল
যদি তুমি ঢাকি দাও সেই কর সে বড় কষ্ট হবে। ॥ ৩৯ ॥

গম্ভীরায়াঃ পয়সি সরিত-শ্চেতসীব প্রসন্নে
ছায়াত্মাপি প্রকৃতি সুভগো লপ্সতে তে প্রবেশম্ ।
তস্মাদস্যাঃ কুমুদ-বিশদান্যর্হসি ত্বং ন
ধৈর্য্যান্ মোঘীকর্ত্তুং চটুল-শফরোদ্বর্ত্তন প্রেক্ষিতানি ॥ ৪০ ॥

তস্যাঃ কিঞ্চিৎ করধৃতমিব প্রাপ্তবাণীরশাখং
হৃত্বা নীলং সলিলবসনং মুক্তরোধোনিতম্বম্ ।
প্রস্থানং তে কথমপি সখে লম্বমানস্য ভাবি
জ্ঞাতাস্বাদো বিবৃতজঘনাং কো বিহাতুং সমর্থঃ ॥ ৪১ ॥

ত্বন্নিষ্যন্দো-চ্ছ্বসিত বসুধা-গন্ধসম্পর্করম্যঃ
স্রোতোরন্ধ্র ধ্বনিত-সুভগং দন্তিভিঃ পীয়মানঃ ।
নীচৈর বাস্যত্যু পজিগমিষোর-দেবপূর্ব্বং গিরিং তে
শীতো বায়ুঃ পরিণময়িতা কাননো-দুম্বরাণাম্ ॥ ৪২ ॥

আরো কিছুদূর যদি যাও তবে দেখিতে পাইবে তুমি
স্বচ্ছ-সলিলা গম্ভীরা নদী বহিছে আপন মনে
তাহার স্বচ্ছ হৃদয় স্বরূপ স্বচ্ছ সলিল মাঝে
প্রবেশিতে তুমি পারিবে হে মেঘ ছায়াময় কলেবরে।

তটিনীর বুকে পড়িবে যখন তোমার কৃষ্ণ ছায়া
ঝাঁকে ঝাঁকে শ্বেত সফরী উড়িবে, মনে হবে যেন নদী
শ্বেত কটাক্ষে হেরিছে তোমারে শ্বেত কুমুদের সম;
তুমিও কিছুটা জল ছিটাইয়া দিও কৌতুক ভরে। ॥ ৪০ ॥

উভয় পারের বন ভূমি হতে বেতসের লতাগুলি
ঝুলিয়া পড়িয়া সুনীল সলিলে ফুলিছে স্রোতের টানে
মনে হয় যেন নদীরূপা নারী রাখিতে ব্যস্ত তার
দুই হাতে ধরি নিতম্ব হতে খসে পড়া নীল শাড়ী।

তব সম কোন রসিকজনের পক্ষে অসম্ভব
উপেক্ষা করা মুক্তজঘন রূপসী নদীরে, তাই
পারিবেনা তুমি ত্যজিতে সহজে সেই দিক্ বসনারে
যতই না তুমি লম্বিত দেহে যেতে চাও তাড়াতাড়ি। ॥ ৪১

ছাড়ি সেই স্থান আরোহণ করি দেবগিরি পর্ব্বতে
বর্ষিবে যবে, বসুধা হইবে খুশীতে উচ্ছ্বসিত
হস্তি সকল নিবারিবে তৃষা সশব্দে টানি নিয়া
শুঁড়ের রন্ধ্রে সোঁদা ঘ্রাণসহ সুশীতল সমীরণ।

কাননের মাঝে অপক্ব যত যজ্ঞ ডুমুর আছে
তোমার শীতল বরিষনে তারা পাকিয়া উঠিবে, আর
ছড়াইয়া দিবে ভুবনে গগনে সৌরভ সুধা যাহা
বহিয়া আনিয়া করিবে সমীর তব মনোরঞ্জন। ॥ ৪২ ॥

তত্র স্কন্দং নিয়ত-বসতিং পুষ্পমেঘী-কৃতাত্মা
পুষ্পাসারৈঃ স্নপয়তু ভবান্ ব্যোম-গঙ্গা-জলার্দ্রৈঃ।
রক্ষা-হেতোর্ নবশশি ভৃতা বাসবীনাং চমূনা
মত্যাদিত্যং হুতবহমুখে সম্ভৃতং তদ্ধি তেজঃ ॥ ৪৩ ॥

জ্যোতির্ লেখা বলয়ি গলিতং যস্য বর্হং ভবানী
পুত্র-প্রেম্ণা কুবলয়-দল-প্রাপি কর্ণে করোতি
ধৌতাপাঙ্গং হর-শশি-রুচা পাবকেস্তং ময়ূরং
পশ্চাদদ্রি গ্রহণ-গুরুভির্ গর্জ্জিতৈর্ নর্ত্তয়েথাঃ ॥ ৪৪ ॥

আরাধ্যৈনং শরবণ ভবং দেব-মুল্লঙ্ঘিতাধ্বা
সিদ্ধ-দ্বন্দ্বৈর্-জলকণভয়াদ্ বীণিভির্মুক্তমার্গঃ
ব্যালম্বেথাঃ সুরভিতনয়া-লম্ভজাং মানয়িষ্যন্
স্রোতো মূর্ত্ত্যা ভুবি পরিণতাং রন্তিদেবস্য কীর্ত্তিম্ ॥ ৪৫ ॥

হুতাশন মাঝে শশি শেখরের বীর্য্যপাতের ফলে
সুরেশ্বরের সেনা বাহিনীর রক্ষাকারীর রূপে
জন্মেছেন যে আদিত্যসম কুমার কাৰ্ত্তিকেয়
সেই মহাবীর নিয়ত সেথায় করিছে অধিষ্ঠান।

ওগো মেঘ তুমি ধারণ করিয়া পুষ্পের কলেবর
পুষ্পের মেঘ হও তুমি আর তব সে কুসুম রাজি
সিক্ত করিয়া ব্যোম গঙ্গায়, শত সহস্র ধারে
বর্ষণ করি ষড়ানন দেহে করাইও তারে স্নান। ॥ ৪৩ ॥

গিরি কন্দরে তোমার মন্দ্র ধ্বনিত হইবে যবে
পেখম মেলিয়া করিবে নৃত্য স্কন্দ-বাহন শিখি।
সেই ময়ূরের প্রতি সদা হর স্নেহের নয়নে চাহে
শুভ্র হয়েছে চোখ তাই তার ললাট চন্দ্র করে।

সুতের বাহন, তাই তার প্রতি স্নেহের কারণে উমা
চন্দ্র বলয় অঙ্কিত তার পালক খসিয়া গেলে
আপন হস্তে পরম আদরে কুড়াইয়া নিয়া তাহা
ত্যজিয়া কমল দলের ভূষণ কর্ণ যুগলে পরে। ॥ ৪৪ ॥

এইভাবে সেই শরবনজাত দেবতারে আরাধিয়া
খানিকটা দূর যাইতে দেখিবে সিদ্ধ দম্পতিরা
বীণা বাজাইয়া চলিতে চলিতে তোমার আসিতে দেখে
পথ ছাড়ি দিয়া দাঁড়াইবে দূরে জলের ছিটার ভয়ে।

রন্তি দেবের কীৰ্ত্তিপ্রবাহ সম যে প্রবাহ ধারা
যজ্ঞে নিহত সুরভি-তনয়া গাভীর রক্ত স্রোত
বহন করিয়া চলিছে বহিয়া যে নদী চর্ম্মন্বতী
সশ্রদ্ধে তার স্পর্শিও জল একটুকু নীচু হয়ে। ॥ ৪৫ ॥

ত্বয্যাদাতুং জলমবনতে শার্ঙ্গিণো বর্ণচৌরে
তস্যাঃ সিন্ধোঃ পৃথুমপি তনুং দূরভাবাৎ প্রবাহম্।
প্রেক্ষিষ্যন্তে গগন-গতয়ো নূনমাবর্জ্য দৃষ্টী
রেকং মুক্তাগুণমিব ভুবঃ স্থূলমধ্যেন্দ্রনীলম্॥ ৪৬

তামুত্তীর্য ব্রজ পরিচিত-ভ্রূলতা বিভ্রমাণাম্।
পক্ষ্মোৎক্ষেপা-দুপরিবিলসৎ-কৃষ্ণসার-প্রভাণাম্।
কুন্দক্ষেপানুগ-মধুকর-শ্রীমুষামাত্মবিম্বং
পাত্রীকুর্ব্বন্ দশপুরবধূ-নেত্র-কৌতূহলানাম্॥ ৪৭॥

ব্রহ্মাবর্ত্তং জনপদমথচ্ছায়য়া গাহমানঃ
ক্ষেত্রং ক্ষত্র প্রধন-পিশুনং কৌরবং তদ্ ভজেথাঃ।
রাজন্যানাং শিত-শর-শতৈর্-যত্র গাণ্ডীবধন্বা
ধারাপাতৈ-স্ত্বমিব কমলান্যভ্য-বর্ষন্মুখানি॥ ৪৮॥

রূপসী তটিনী বহিয়া চলেছে কলকল কলরবে
পাষাণ প্রাচীরে সংঘাত হেতু ফুটিছে শুভ্র ফেনা
ঊর্দ্ধ হইতে যদি দেখ চাহি মনে হবে তব তারে
শুভ্র চিকণ মুক্তামালার সম সে সুসজ্জিত।

নীচু হয়ে তুমি স্পর্শিবে যবে সেই তটিনীর জল
কৃষ্ণবর্ণ মিলিত হইবে স্বচ্ছ সলিল সাথে
আকাশ হইতে হেরি সে দৃশ্য ভাবিবে সিদ্ধগণ
নীলকান্তের সঙ্গে মুক্তা হয়েছে সংযোষিত। ॥ ৪৬ ॥

সেখান হইতে যাইবে উড়িয়া দশপুর নামে গ্রামে
যেথাকার সব সুন্দরী বধূ চাহিয়া ঊর্দ্ধপানে
প্রসারণ করি কমল সদৃশ কমল নয়নদ্বয়
হেরিবে পরম বিস্ময়সহ তব শ্যাম কলেবর।

তব দেহ পানে চাহিবে যখন সে সব সুন্দরীরা
আঁখি গোলকের শুভ্র অংশ প্রথমে উন্মীলিবে
ভ্রমর কৃষ্ণ নয়নের মণি ঝলকিবে তার পিছে
মনে হবে যেন শ্বেতকুমুদের পশ্চাতে মধুকর। ॥ ৪৭ ॥

তারপরে তুমি পৌছাবে আসি ব্রহ্মাবর্ত্তপুরে
তোমার ছায়ায় শীতল হইবে সেথাকার জনপদ
তথা হতে যাবে মহাসমরের চিহ্ন সমন্বিত
ক্ষত্রিয়দের যুদ্ধক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের দেশে।

ফুটন্ত সব পদ্মের পরে তোমার বৃষ্টি ধারা
যেমন বর্ষি ছিন্নভিন্ন করে দেয় তা'দিগকে
তেমনি হেথায় রাজন্যদের বদন তীক্ষ্ণশরে
বিদ্ধ করেছে গাণ্ডীবধারী অর্জ্জুন রণবেশে। ॥ ৪৮ ॥

হিত্বা হালা-মভিমতরসাং রেবতী-লোচনাঙ্কাং
বন্ধু প্রীত্যা সমর-বিমুখো লাঙ্গলী যাঃ সিষেবে।
কৃত্বা তাসা-মভিগমমপাং সৌম্য সারস্বতীনা
মন্তঃ শুদ্ধ-স্ত্বমপি ভবিতা বর্ণমাত্রেণ কৃষ্ণঃ ॥ ৪৯ ॥

তস্মাদ্ গচ্ছে-রনুকনখলং শৈলরাজা-বতীর্ণাং
জহ্নোঃ কন্যাং সগর-তনয়-স্বর্গ-সোপান-পঙ্‌ক্তিম্।
গৌরীবক্ত্র-ভ্রুকুটি-রচনাং যা বিহস্যেব ফেনৈঃ
শম্ভোঃ কেশ-গ্রহণমকরো-দিন্দু-লগ্নোর্ম্মি-হস্তা ॥ ৫০ ॥

তস্যাঃ পাতুং সুরগজ ইব ব্যোম্নি পশ্চার্দ্ধলম্বী
ত্বঞ্চেদচ্ছ-স্ফটিক-বিশদং তর্কয়েস্তির্য্য-গম্ভঃ।
সংসর্পন্ত্যা সপদি ভবতঃ স্রোতসি চ্ছায়য়াসৌ
স্যাদ-স্থানোপগত-যমুনা-সঙ্গমেবাভিরামা ॥ ৫১ ॥

যুদ্ধ-বিরোধী স্বজন সবার হিতকামী হলধর
ক্ষুব্ধ চিত্তে চলে গেলা যবে সরস্বতীর তীরে
ফিরাইতে তারে পত্নী রেবতী ধরিলা সমুখে তার
আপন নেত্র প্রতিবিম্বিত সুরার পাত্রখানি।

তুচ্ছ করিয়া সেই উপহার যে নদীর তীরে রাম
সমাধিমগ্ন হয়েছিলা তাহা অতীব পুণ্যতোয়া
অন্তর তব হবে নির্ম্মল যে জল করিলে পান
বাহিরেই শুধু থাকিবে তোমার কৃষ্ণদেহের গ্লানি। ॥ ৪৯

সেথা হতে যেও কনখলে যেথা হিমালয় চূড়া হতে
জহ্নুকন্যা জাহ্নবা নামি আসিয়াছে ধাপে ধাপে
মনে হবে যেন সগর রাজার তনয়েরা সবে সেই
সোপান বাহিয়া স্বর্গরাজ্যে করেছিলা অরোহণ।

সফেন শুভ্র গঙ্গার ধারা হইয়া উচ্ছ্বসিত
বহিয়া চলেছে কলকলরবে, মনে হবে যেন তার
তরঙ্গরূপ হাত দুটি দ্বারা শম্ভুর কেশ টানি
হাসিছে পুলকে তুচ্ছ করিয়া উমার ভ্রূকুঞ্চন। ॥ ৫০ ॥

হস্তির সম শরীর তোমার লম্বিত করি যদি
তরঙ্গিণীর স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছসলিল তুমি
তুলি নাও তবে মনে হবে যেন গগন বিহারী কোন
সুরলোক গজ শুঁড় দ্বারা টানি নিতেছে গঙ্গাজল।

তোমার দেহের কিছুটা অংশ ঝুলাইয়া দিয়া যবে
করিতে যাইবে সেই জল পান, তোমার কৃষ্ণ ছায়া
পড়িয়া শুভ্র জাহ্নবী জলে এমনি পাইবে শোভা
যেন তা গঙ্গা আর যমুনার মিলনের নবস্থল। ॥ ৫১ ॥

আসীনানাং সুরভিত-শিলং নাভি-গন্ধৈর্ মৃগাণাং
তস্যা এব প্রভবমচলং প্রাপ্য গৌরং তুষারৈঃ,
বক্ষ্যস্যধ্বশ্রম বিনয়েন তস্য শৃঙ্গে বিষণ্ণঃ
শোভাং শুভ্র ত্রিনয়ন-বৃষোৎ-খাত-পঙ্কোপ মেয়াম্ ॥ ৫২ ॥

তঞ্চেদ্ বায়ৌ সরতি সরল-স্কন্ধ-সঙ্ঘট্ট-জন্মা
বাধেতোল্কা-ক্ষপিত-চমরী-বাল-ভারো দবাগ্নিঃ।
অর্হস্যেনং শময়িতুমলং বারিধারা-সহস্রৈ
রাপন্নার্ত্তি-প্রশমন ফলাঃ সম্পদো হ্যুত্তমানাম্ ॥ ৫৩ ॥

যে সংরম্ভোৎ-পতন-রভসাঃ স্বাঙ্গভঙ্গায় তস্মিন্
মুক্তাধ্বানং সপদি শরভা লঙ্ঘয়েয়ু-ভবন্তম্।
তান কুর্ব্বীথা-স্তুমুলকরকা-বৃষ্টি পাতাব-কীর্ণান্
কে বা ন স্যুঃ পরিভব-পদং নিষ্ফলারম্ভযত্নাঃ ॥ ৫৪ ॥

দেখিতে দেখিতে এসে যাবে তুমি হিমালয় শিখা পরে
গঙ্গা প্রভাতে তুষার-শীতল শিলাতলে যেই স্থানে
কস্তুরী মৃগ বিশ্রাম লভে কভু শোয় বসে আর
নাভির মধুর গন্ধ ছড়ায়ে চারিদিক দেয় ভরে।

বিশাল শুভ্র গিরির শৃঙ্গে যখন বসিবে তুমি
মনে হবে যেন বৃহদায়তন পিনাকীর শ্বেত বৃষ
শৃঙ্গের দ্বারা উৎখাত করি কর্দ্দমাক্ত ভূমি
এক তাল কাটি লাগায়ে রেখেছে তাহার শৃঙ্গোপরে। ॥ ৫২ ॥

হিমালয় বুকে সরল জাতীয় আছে দেবদারু
কাণ্ডে কাণ্ডে ঘর্ষণে তাতে জ্বলে ওঠে দাবানল
সেই হুতাশনে পোড়ে বন আর স্ফুলিঙ্গ ছুটে এসে
চামরী মৃগের চামর ঈদৃশ পুচ্ছ দগ্ধ করে।

ওহে মেঘ তুমি সত্বর গিয়া বর্ষণ করি বারি
সুশীতল কর ধরাতল আর বাঁচাও চামরী মৃগে
মহান যে জন সে জন সতত আপনার সম্পদ
নিঃশেষ করে পরের বিপদ মোচন করার তরে। ॥ ৫৩ ॥

হয়ত তোমার পথের সামনে হইবে উপস্থিত
অষ্ট চরণ হরিণেরা যবে তোমায় উলঙ্ঘিতে
তোমার তো তাতে কোন ক্ষতি নাই কিন্তু সে বেকুবেরা.
নিজেরাই হবে অন্ধ ভাঙিয়া নিজের নিজের হাড়।

তুমি ভাই এক কার্য্য করিও তাদের শাস্তি দিতে
শিলার সহিত তুমুল বৃষ্টি বর্ষি পথের মাঝে
উচিত শিক্ষা দিও তুমি, আর, একথা কেবা না জানে
বৃথা লম্ফনে সহিতেই হয় লাঞ্ছনা এ প্রকার। ॥ ৫৪ ॥

তত্র ব্যক্তং দৃষদি চরণ-ন্যাসমর্দ্ধেন্দুমৌলেঃ
শশ্বৎ সিদ্ধৈ-রুপচিতবলিং ভক্তিনম্রঃ পরীয়াঃ।
যস্মিন্ দৃষ্টে করণ-বিগমা-দূর্দ্ধমুদ্ধূতপাপাঃ
সঙ্কল্পন্তে স্থিরগণ-পদ-প্রাপ্তয়ে শ্রদ্ধধানাঃ ॥ ৫৫ ॥

শব্দায়ন্তে মধুরমনিলৈঃ কীচকাঃ পূর্য্যমাণাঃ
সংসক্তাভি-স্ত্রিপুর বিজয়ো গীয়তে কিন্নরীভিঃ।
নির্হ্রদন্তে মুরজ ইব চেৎ কন্দরেষু ধ্বনিঃ স্যাৎ
সঙ্গীতার্থো ননু পশুপতে-স্তত্র ভাবী সমগ্রঃ ॥ ৫৬ ॥

প্রালেয়াদ্রে রুপতট-মতিক্রম্য তাংস্তান্ বিশেষান্
হংসদ্বারং ভৃগুপতি-যশোবর্ম্ম যৎ ক্রৌঞ্চরন্ধ্রম্।
তেনোদীচীং দিশমনুসরে-স্তির্য্যগায়াম-শোভী
শ্যামঃ পাদো বলি নিয়ম-নাভ্যুদ্যতস্যেব বিষ্ণোঃ ॥ ৫৭ ॥

পর্ব্বত পরে আছে বড় বড় প্রস্তর থরে থরে,
চন্দ্র মৌলি-চরণ চিহ্ন অঙ্কিত যার মাঝে,
সিদ্ধ সাধক নিয়ত যেথায় ভক্তি পূর্ণ মনে
পূজা অর্চ্চনা করে তাদিগকে বহুবিধ উপাচারে।

সে সব পাষাণ ফলক প্রণমি করিও প্রদক্ষিণ,
জানিও হরের চরণ চিহ্ন দর্শন করে যারা,
মুক্ত হইয়া সব পাপ হতে প্রমথের পদ লভি
শিব অনুচর হয়ে থাকে তারা যায় যবে পর পারে। ॥ ৫৫ ॥

সেথায় কীটের দংশন জাত বাঁশের রন্ধ্রে বায়ু,
প্রবেশিয়া যেন বাঁশরী বাজায় মিষ্টি মধুর স্বরে,
পিনাকপাণির ত্রিপুর বিজয় প্রভৃতি কীর্ত্তি গাথা,
কণ্ঠ কাঁপায়ে গাহিছে সুস্বরে কিন্নরীগণ সবে।

এসময় যদি গিরিকন্দরে ধ্বনিয়া তুলিতে পার,
মুরজ ধ্বনিরসম গম্ভীর তোমার মন্দ্র স্বর,
বাঁশীর সহিত মৃদঙ্গ আর কিন্নরীদের গান,
সবের মিলনে বিশ্বনাথের পূজা সার্থক হবে। ॥ ৫৬ ॥

দুরতিক্রম্য পাহাড় প্রাচীর লঙ্ঘন করিবারে
আছে সেথা এক সুড়ঙ্গ যাহা ক্রমশঃ ঊর্দ্ধমুখী,
বাণের আঘাতে ভৃগুরাম তাহা যশের প্রতীক রূপে
সৃজিয়া ছিলেন স্বর্গ গমনে লভেছিলা বাধা যবে।

কৃষ্ণ অঙ্গ লম্বিত করি সে গিরি সন্নিকটে
উঠিবে উর্দ্ধে ক্রমে ক্রমে যবে সেই রন্ধ্রের পথে,
মনে হবে তব শ্যাম তনু যেন বিষ্ণুর একটি পা
বলিরে ছলিতে ক্রমে বিস্তারি উঠিয়া গিয়াছে নভে। ॥ ৫৭ ॥

গত্বা চোর্দ্ধং দশমুখ ভুজো-চ্ছাসিত-প্রস্থ সন্ধেঃ
কৈলাসস্য ত্রিদশ-বনিতা দর্পণস্যাতিথিঃ স্যাঃ।
শৃঙ্গোচ্ছ্রায়ৈঃ কুমুদ-বিশদৈর্-যো বিতত্য স্থিতঃ খং
রাশীভূতঃ প্রতিদিনমিব ত্র্যম্বক-স্যাট্টহাসঃ॥ ৫৮ ॥

উৎপশ্যামি ত্বয়ি তটগতে স্নিগ্ধ-ভিন্নাঞ্জনাভে
সদ্যঃ কৃত্ত-দ্বিরদ-দশন-চ্ছেদ-গৌরস্য তস্য।
শোভামদ্রেঃ স্তিমিত-নয়ন-প্রেক্ষণীয়াং ভবিত্রী-
মংসন্যস্তে সতি হলভৃতো মেচকে বাসসীব॥ ৫৯ ॥

হিত্বা তস্মিন্ ভুজগ-বলয়ং শম্ভুনা দত্তহস্তা
ক্রীড়া শৈলে যদি চ বিহরেৎ পাদচারেণ গৌরী,
ভঙ্গীভক্ত্যা বিরচিতবপুঃ স্তম্ভিতান্তর্ জলৌঘঃ
সোপানত্বং কুরু মণিতটা-রোহণায়াগ্রযায়ী॥ ৬০ ॥

সেখান হইতে উর্দ্ধাভিমুখে বাহিরে আসিয়া তুমি
পাইবে দেখিতে রাবণহস্তে বিচ্যুত গ্রন্থি সহ
স্ফটিক-স্বচ্ছ শুভ্র বরণ কৈলাস পর্ব্বত
সুরনারীগণ দর্পন রূপে করে যারে ব্যবহার।

কুমুদের সম তুষারে আবৃত তাহার শৃঙ্গগুলি
পাইতেছে শোভা শ্বেত সুষমায় হইয়া উদ্ভাসিত
মনে হয় যেন নটরাজনের প্রতিদিনকার সব
অট্টহাস্য জমিয়া জমিয়া ধরিয়াছে এ আকার।॥ ৫৮ ॥

কৃষ্ণবর্ণ কাজলগুটির অন্তরাংশ যথা
অধিক কৃষ্ণ, সেরূপ কৃষ্ণ তোমার শরীর খানি
দ্বিখণ্ডিকৃত গজদন্তের যেমন মধ্যভাগ
দেখিতে শুভ্র, সেরূপ শুভ্র গিরির তুষার রাশি।

সেই পর্ব্বতের কটিদেশে যবে করিবে অবস্থান
মনে হবে যেন সুবিশাল বপু হলধর তার কাঁধে
ধারণ করেছে যেন একখানি শ্যামল উত্তরীয়
নয়ন ভরিয়া সেই সুদৃশ্য হেরিবে জগৎবাসী।॥ ৫৯ ॥

সেথায় যাইয়া পাইবে দেখিতে ফণীর বলয় ত্যাজি
ক্রীড়া শৈলের উপত্যকায় গৌরীর হাত ধরি
করিছে শম্ভু ভ্রমণ কিম্বা হয়ত হস্ত তার
বাড়ায়ে দিয়াছে প্রিয়তমা প্রতি উর্দ্ধে ওঠার তরে।

যদি এ দৃশ্য পড়ে তব চোখে তখনি অগ্রসরি
বিছাইয়া দিও শরীর তোমার তাহাদের পদতলে,
যাহাতে তাহারা রাখিয়া চরণ তোমার কোমল দেহে
আরোহিতে পারে মুক্তাখচিত শৈলতটের পরে।॥ ৬০ ॥

তত্রাবশ্যং বলয়কুলিশোদ্ ঘট্টনোদ্গীর্ণতোয়ং
নেষ্যন্তি ত্বাং সুরযুবতয়ো যন্ত্রধারাগৃহত্বম্ ।
তাভ্যো মোক্ষস্তব যদি সখে ! ঘর্ম-লব্ধস্য ন স্যাৎ
ক্রীড়া লোলাঃ শ্রবণ-পরুষৈর্-গর্জিতৈর্-ভায়য়েস্তাঃ ।। ৬১ ।।

হেমাম্ভোজ প্রসবিসলিলং মানসস্যা-দদানঃ
কুর্ব্বন্ কামং ক্ষণমুখ-পট প্রীতিমৈরাবতস্য ।
ধুন্বন্ কল্পদ্রুম-কিশলয়ান্ অংশুকানীব বাতৈর্
নানাচেষ্টৈর্-জলদ ! ললিতৈর্-নির্বিশেস্তং নগেন্দ্রম্ ।। ৬২ ।।

তস্যোৎসঙ্গে প্রণয়িন ইব স্রস্ত-গঙ্গা-দুকূলাং
ন ত্বং দৃষ্ট্বা ন পুনরলকাং জ্ঞাস্যসে কামচারিন্ ।
যা বঃ কালে বহতি সলিলোদ্গার-মুচ্চৈর্ বিমানা
মুক্তাজাল-গ্রথিতমলকং কামিনীবাভ্রবৃন্দম্ ।। ৬৩ ।।

ইতি পূর্বমেঘঃ

সুর যুবতীরা পরমানন্দে খেলিবার কালে যেথা,
হেরিলে তোমায় আসিবে ছুটি ও স্পর্শি তোমার দেহ,
হীরক খচিত বলয় আঘাতে বিদীর্ণ করি দিয়া
ঝরাইবে জল তা হতে গৃহের ধারাযন্ত্রের মত।

কোনমতে যদি না পাও মুক্তি তাহাদের হাত হতে,
ছাড়িও তা হলে গোটা দুই চার গুরু গর্জ্জন যাহা
শ্রবণে পশিলে পলাইবে ভয়ে সেসব সুন্দরীরা
গর্জ্জনেতেই রঙ্গময়ীরা হয়ে যাবে নিরস্ত। ॥ ৬১ ॥

সেখানেই তুমি পাইবে দেখিতে মানস সরসী যাহে
ফুটিয়া রয়েছে স্বর্ণ কমল স্বচ্ছ শীতল জলে,
পরাগ মেশান সুরভিত সেই জল পান করিবারে,
আসে সদা যেথা সুরেশ্বরের বাহন ঐরাবত।

সে জল কিছুটা পান করি নিও, পরে তার প্রীতি লাগি,
মুখোপরি তার ধরিও তোমার দেহের পাতলা স্তর,
শিহরি কল্পতরু পল্লব বায়ুসম কিবা আরো
নানাবিধ ভাবে উপভোগ কোরো সে রম্য পর্ব্বত। ॥ ৬২ ॥

স্বেচ্ছাবিহারী তুমি তাই তব না দেখার হেতু নাই
গিরির অঙ্কে শোভিছে অলকা অতি অপরূপ সাজে,
পার্শ্বে তাহার বহিছে গঙ্গা, মনে হবে তব যেন
প্রণয়ির কোলে স্খলিত বসনা রূপসী আত্মহারা।

ছাদের উপরে রয়েছে বিছানো পুঞ্জিত কালো মেঘ
মাঝে মাঝে যাহে ফুটিয়া উঠেছে শ্বেতকায় বুদবুদ,
যেন তাহা সেই রূপসী নারীর অলকগুচ্ছ, যাহা
রয়েছে জড়ানো মুক্তা খচিত কেশ বাঁধা জাল দ্বারা। ॥ ৬৩ ॥

পূর্বমেঘ সমাপ্ত

উত্তরমেঘঃ

বিদ্যুৎবন্তং ললিত-বনিতাঃ সেন্দ্রচাপং সচিত্রাঃ
সঙ্গীতায়-প্রহত-মুরজাঃ স্নিগ্ধ-গম্ভীর-ঘোষম্ ।
অন্তস্তোয়ং মণিময়ভুব-স্তুঙ্গমভ্রং-লিহাগ্রাঃ
প্রাসাদাস্ত্বাং তুলয়িতুমলং যত্র তৈস্তৈর্ বিশেষৈঃ ॥ ১ ॥

হস্তে লীলা-কমল মলকে বাল-কুন্দানুবিদ্ধং
নীতা লোধ্র-প্রসব-রজসা পাণ্ডুতামাননে শ্রীঃ ।
চূড়াপাশে নবকুরুবকং চারু বর্ণে শিরীষং
সীমন্তে চ ত্বদুপগমজং যত্র নীপং বধূনাম্ ॥ ২ ॥

যত্রোন্মত্ত-ভ্রমরমুখরাঃ পাদ-পাঃ নিত্যপুষ্পাঃ
হংসশ্রেণী-রচিত-রশনাঃ নিত্য-পদ্মাঃ নলিন্যঃ ।
কেকোৎকণ্ঠা ভবনশিখিনো নিত্য-ভাস্বৎ-কলাপাঃ
নিত্য জ্যোৎস্নাঃ প্রতিহত তমো-বৃত্তি-রম্যাঃ প্রদোষাঃ ॥ ৩ ॥

উত্তরমেঘ

তবদেহে আছে বিদ্যুৎ প্রভা তেমনি প্রাসাদ মাঝে
বিদ্যুৎসম চমকি ঝলকি বিচরে সুন্দরীরা,
তোমার ইন্দ্রধনুসম সেথা শোভে নানাবিধ ছবি
তব গুরু গুরু সঙ্গীতসম মৃদঙ্গ তথা বাজে।

তোমার শরীরে যেমন সলিল সেরূপ সে সব গৃহে
স্বচ্ছ স্ফটিক মণির প্রভাবে জল বলি ভ্রম হয়;
তোমারি সমান গগন-চুম্বি সে সব অট্টালিকা
তোমার সঙ্গে তাই তারা সবে তুল্য সকল কাজে। ॥ ১ ॥

বধূরা হেথায় পরে দুই হাতে লীলা কমলের জোড়,
অলকগুচ্ছ সজ্জিত করে কুন্দ কুসুম সাজে
মুখমণ্ডলে লেপন করিয়া লোধ্র ফুলের রেণু,
অধিক শুভ্র করে তাহাদের শুভ্র চন্দ্রানন।

কবরীর দুই পার্শ্বে গুঁজিয়া দেয় কুরুবক ফুল,
শিরীষ কুসুমে কর্ণযুগল করে তারা সুশোভিত,
সীমন্ত পরে কদম্বফুল ঝুলায়ে কেশের সাথে
রূপের মাধুরী ছড়াইয়া তারা করে মনোরঞ্জন। ॥ ২ ॥

সেথাকার সব পাদপ গুল্ম সর্ব্বদা কুসুমিত
মুখরিত তাহা ভ্রমর কুলের অবিরাম গুঞ্জনে
মৃণালে সেথায় সদা সর্ব্বদা ফুটে থাকে শতদল
হংসের শ্রেণী ঘিরে থাকে যাহা চন্দ্রহারের মত।

ভবনে ভবনে শিখিকুল সেথা সদাই মেলিয়া রাখে
চিত্রিত আর রঙীন কলাপ কেকাধ্বনি সহকারে
প্রদোষে কদাপি দেখা নাহি যায় সেথায় অন্ধকার
প্রতি সন্ধ্যায় জ্যোৎস্নার ধারা ঝরে পড়ে অবিরত। ॥ ৩ ॥

আনন্দোত্থং নয়ন-সলিলং যত্র নাক্তৈ-র্নিমিত্তৈর্
নাস্যস্তাপঃ কুসুমশরজা-দিষ্টসংযোগ-সাধ্যাৎ।
নাপ্যন্যস্মাৎ-প্রণয়কলহাদ্‌-বিপ্রয়োগো-পপত্তি
র্বিত্তেশানাং ন চ খলু বয়ো যৌবনাদন্যদস্তি ॥ ৪ ॥

যস্যাং যক্ষাঃ সিতমণিময়া-ন্যেত্য হর্ম্যাস্থলানি
জ্যোতিশ্ছায়া-কুসুম-রচিতান্যুত্তমস্ত্রী-সহায়াঃ।
আসেবন্তে মধু রতিফলং কল্পবৃক্ষ প্রসূতং
ত্বদগম্ভীর-ধ্বনিষু শনকৈঃ পুষ্করেষ্বাহতেষু ॥ ৫ ॥

মন্দাকিন্যাঃ সলিল-শিশিরৈঃ সেব্যমানা মরুদ্ভির্
মন্দারাণা-মনুতটরুহাং ছায়য়া বারিতোষ্ণাঃ।
অন্বেষ্টব্যৈঃ কনক সিকতা-মুষ্টি-নিক্ষেপ-গূঢ়ৈঃ
সংক্রীড়ন্তে মণিভিরমর-প্রার্থিতা যত্র কন্যাঃ ॥ ৬ ॥

দুঃখ তাপের লেশ নাই তাই আনন্দাশ্রু ছাড়া
কখনো কারুর নয়ন হইতে ঝরেনা অশ্রু ধারা,
পুষ্পবাণের আঘাত ব্যতীত অন্য কোনও ব্যথা
সহিবার সেথা কাহারও কভু নাহি হয় প্রয়োজন।

সবাই সেথায় অমর, সেহেতু প্রণয় কলহ ছাড়া
কখনো কারুর প্রিয়জন হতে নাহি হয় ছাড়াছাড়ি;
যৌবন ছাড়া অন্য কোনও বয়স কাহারো নাই
চির যৌবন ভোগ করে তাই সেথায় সর্ব্বজন। ॥ ৪ ॥

আকাশের সব তারকাসম ছড়ানো ইতঃস্তত
পুষ্পশোভিত মুক্তাখচিত শুভ্র হর্ম্ম্যতলে
রূপ যৌবন রসে ডগমগ কামিনীগণকে নিয়া
আনন্দে মধু করিতেছে পান বিলাসী যক্ষসবে।

সে মধু কিন্তু যেমন তেমন পুষ্পের মধু নয়,
কল্পবৃক্ষ হইতেই শুধু সে সুরা পাওয়া যায়,
করিলে যা পান ভোগের তৃষ্ণা নাহি হয় নিবৃত্ত,
বাজে সদা তাই মৃদঙ্গ সেথা তব সম গুরু রবে। ॥ ৫ ॥

মন্দাকিনীর স্বর্ণখচিত সৈকতভূমি পরে,
দেবতাদেরও আকাঙ্খিতা যক্ষকন্যাগণ,
কভু হাতে নিয়া কখনো লুকায়ে বালুকারাশির মাঝে
খেলিছে পুলকে ছুটাছুটি করে মণি লুকাচুরি খেলা।

নদীর শীতল সলিল স্পর্শে স্নিগ্ধসিক্তবায়ু
জুড়ায়ে দিতেছে কিশোরীগণের ক্রীড়ায় ক্লান্তদেহ,
মন্দার তরু প্রসারণ করি সুশীতল ছায়া তার
রৌদ্র-আতপ নিবারণ করি সেবিতেছে সারাবেলা। ॥ ৬ ॥

নীবী-বন্ধোচ্ছ্বসিত-শিথিলং যত্র বিম্বাধরাণাং
ক্ষৌমং রাগাদ-নিভৃত-করেষ্বাক্ষিপৎষু প্রিয়েষু।
অর্চ্চিস্তুঙ্গা-নভিমুখমপি প্রাপ্য রত্ন-প্রদীপান্
হ্রীমূঢ়ানাং ভবতি বিফল-প্রেরণা চূর্ণমুষ্টিঃ॥ ৭॥

নেত্রা নীতাঃ সতত-গতিনা যদ্বি মানাগ্রভূমী
রালেখ্যানাং নবজলকণৈর্ দোষমুৎপাদ্য সদ্যঃ।
শঙ্কা-স্পৃষ্টা-ইব জলমুচ-স্ত্বাদৃশা যত্র জালৈর্
ধূমোদ্‌-গারানু-কৃতি নিপুণা জর্জ্জরা নিষ্পতন্তি॥ ৮॥

যত্র স্ত্রীণাং প্রিয়তম-ভুজা লিঙ্গনোচ্ছ্বাসিতানা
মঙ্গগ্লানিং সুরত-জনিতাং তন্তুজালাবলম্বাঃ।
ত্বৎ-সংরোধপগম-বিশদৈ-শ্চন্দ্রপাদৈর্ নিশীথে
ব্যালুম্পন্তি স্ফুট-জল-লব-যান্দিনশ্চন্দ্রকান্তাঃ॥ ৯॥

নিবিড় প্রণয় উচ্ছ্বাস আর সুগভীর অনুরাগে
অলকাপুরীর রসিক নাগর প্রেমিক পুরুষ সবে,
প্রেয়সী কান্তা বিম্বাধরার বসন কাড়িয়া নিয়া
কটির বাঁধন খুলিতে হস্ত করিতেছে প্রসারিত।

প্রদীপ শিখার উজ্জ্বলালোকে লজ্জায় ম্রিয়মানা
নিভাইতে তাহা মুষ্টিবদ্ধ চূর্ণ লইয়া হাতে,
দিশাহারা নারী বিফল প্রয়াসে ছুঁড়িছে দীপের প্রতি
রত্ন-প্রদীপ তাহাতে কিন্তু হয়না নির্ব্বাপিত। ॥ ৭ ॥

সেথায় উচ্চ অট্টালিকার খোলা বাতায়ন হতে
তোমার সমান ধূম্রবরণ খণ্ড খণ্ড মেঘ ;
দেয়ালে টাঙানো চিত্র সমূহে আপন খেয়াল বশে
জল ছিটাইয়া যায় পুনঃ দূরে অন্য জানালা দিয়া।

হেরিলে সে সব মনে হবে তব যেন সে দুষ্ট মেঘ
আলেখ্যগুলি নষ্ট করায় নিজেদের দোষ লাগি
ধরা পড়িবার আশঙ্কা হেতু তড়িৎ গতির সাথে
গবাক্ষপথে যে যেদিকে পারে যাইতেছে পলাইয়া। ॥ ৮ ॥

সুরম্য সব হর্ম্যরাজির শয়ন কক্ষ মাঝে
চন্দ্রকান্ত মণি-সুশোভিত ঝালর সংযোজিত,
চন্দ্রাতপের নিম্নে যেখানে রয়েছে শয্যা পাতা,
নরনারী সেথা যাপে আনন্দে সমস্ত বিভাবরী।

সেই শয্যায় প্রিয় বঁধুয়ার বাহুবন্ধনে বাঁধা
অর্দ্ধসুপ্তা নিশি জাগরণে শ্রান্তা নারীর দেহে
চন্দ্রকিরণে সৃষ্ট শিশির পড়িয়া ঝালর হতে
সারা রাত্রির শ্রমের ক্লান্তি নিতেছে হরণ করি। ॥ ৯ ॥

অক্ষয্যান্তর্‌-ভবন নিধয়ঃ প্রত্যহং রক্ত-কণ্ঠৈ
রুদ্‌গায়দ্ভির্‌-ধনপতি যশঃ কিন্নরৈর্‌ যত্র সার্দ্ধম্‌ ।
বৈভ্রাজাখ্যং বিবুধবনিতা-বারমুখ্যা-সহায়া
বদ্ধালাপা বহিরুপবনং কামিনো নির্ব্বিশন্তি ॥ ১০ ॥

গত্যুৎকম্পা-দলকপতিতৈর্‌ যত্র মন্দার পুষ্পৈঃ
পত্রচ্ছেদৈঃ কনককমলৈঃ কর্ণবিভ্রংশিভিশ্চ ।
মুক্তা জালৈঃ স্তনপরিসর-চ্ছিন্ন-সূত্রৈশ্চ হারৈঃ
নৈশো মার্গঃ সবিতুরুদয়ে সূচ্যতে কামিনীনাম্‌ ॥ ১১ ॥

মত্বা দেবং ধনপতিসখং যত্র সাক্ষাদ্‌ বসন্তং
প্রায়শ্চাপং ন বহতি ভয়ান্মন্মথঃ ষট্‌-পদজ্যম্‌ ।
সভ্রূভঙ্গ-প্রহিত-নয়নৈঃ কামি-লক্ষ্যেষ্বমোঘৈ
স্তস্যারম্ভ-শ্চতুর বণিতা-বিভ্রমৈরেব সিদ্ধঃ ॥ ১২ ॥

অক্ষয় ধন রত্ন নিধির মালিক যেহেতু সবে
কোন কার্য্যের নাহি প্রয়োজন, তাই সব কামী জন
অপ্সরাদের সঙ্গে লইয়া প্রমোদ ভ্রমণে মাতে
বৈভ্রাজ নামে যক্ষপতির বহির্দ্বারোদ্যানে ॥

মধুর কণ্ঠে কিন্নরগণ সেই উপবন মাঝে
যক্ষ রাজের গৌরব গাথা কীর্ত্তন করে সদা,
তাহাদের সাথে মিলিত হইয়া সুন্দরীদের ল'য়ে
নানা আলাপনে মত্ত হইয়া ভ্রমে তারা সেইখানে। ॥ ১০

সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সেথায় প্রকাশিত হয় পথে
স্বৈরিণীদের নৈশলীলার কীর্ত্তিকলাপ যত,
আঁধার রাত্রে চলিবার কালে অঙ্গদোলন হেতু
স্খলিত হওয়া নানা আভরণ চোখে পড়ে সবাকার।

দেখা যায় সেথা অলক হইতে খ'সে পড়া মন্দার
দেহ হতে ঝরা শুষ্ক চূর্ণ চন্দন প্রলেপন ;
কান হতে খসা স্বর্ণকমল, স্তনের মুক্তাজাল
বক্ষ হইতে স্খলিত হওয়া ছিন্ন রত্নহার। ॥ ১১ ॥

ধনাধিকারীর পরমবন্ধু মহাদেব মহাকাল,
বিরাজ করিছে সতত সেথায়, তাই তার ভয়ে কাম,
পারেনা যুঝিতে ভ্রমর পাতির জ্যা-এর পুষ্পবাণ
অলকাবাসীর হৃদয়ে তুলিতে উন্মাদনার ঝড়।

কিন্তু তাহার পুষ্পচাপের সকল কার্য্য ভার
আয়ত-লোচনা সুন্দরীরাই করিছে সম্পাদন,
বঙ্কিম ভ্রূর ইশারায় আর মোহময় নয়নের
কটাক্ষ হানি করিছে মথিত পুরুষের অন্তর। ॥ ১২ ॥

বাসশ্চিত্রং মধু নয়নয়োর্ বিভ্রমাদেশদক্ষং
পুষ্পোদ্ভেদং সহ কিসলয়ৈর্-ভূষণানাং বিকল্পান্ ।
লাক্ষারাগং চরণকমলন্যাস-যোগ্যঞ্চ যস্যা
মেকঃ সূতে সকলমবলা মণ্ডনং কল্পবৃক্ষঃ ॥ ১৩ ॥

তত্রাগারং ধনপতিগৃহা-দুত্তরে-নাস্মদীয়ং
দূরাল্লক্ষ্যং সুরপতি ধনু-শ্চারুণা তোরণেন ।
যস্যোপান্তে কৃতকতনয়ঃ কান্তয়া বর্দ্ধিতো মে
হস্তপ্রাপ্য-স্তবকনমিতো বালমন্দার বৃক্ষঃ ॥ ১৪ ॥

বাপী চাস্মিন্ মরকতশিলা-বদ্ধ-সোপান মার্গা
হৈমৈশ্ছন্না বিকচকমলৈঃ স্নিগ্ধ-বৈদূর্য্য-নালৈঃ ।
যস্যাস্তোয়ে কৃত-বসতয়ো মানসং সন্নিকৃষ্টা
নাধ্যাস্যন্তি ব্যপগতশুচ-স্বামপি প্রেক্ষ্য হংসাঃ ॥ ১৫ ॥

কল্পতরুর নিকটে সেথায় চাহিলে পাওয়া যায়
রমণীদিগের ভোগ বিলাসের উপকরণাদি যত
নানান চিত্রে শোভিত বসন, কাচুলী অঙ্গবাস
আপন আপন রুচি অনুযায়ী রত্ন ও আভরণ।

মিলিবে সেথায় যথোপযুক্ত লাক্ষার নির্যাস
অলক্তরাগে চরণযুগল রঞ্জিত করিবারে,
কিশলয় সহ পুষ্পস্তবক অথবা সুপেয় মদ
যাহার প্রভাবে বিচিত্র ভাবে ভরে ওঠে দু'নয়ন। ॥ ১৩ ॥

কুবেরের বাড়ী ছাড়ি উত্তরে যদি তুমি যাও সোজা
দেখিতে পাইবে রয়েছে সেথায় সুরম্য মম বাটী
ইন্দ্রধনুর সম শোভমান তোরণ সমন্বিত
সেই ভবনকে দূর হইতেও সবাই চিনিতে পারে।

বাটীর ভিতরে প্রাচীরের গায়ে আঙিনার একপাশে
আছে দাঁড়াইয়া মন্দার শিশু ঘন পল্লবে ভরা
বিনম্র সেই পত্রগুলিকে হাত দিয়া ধরা যায়
প্রেয়সী আমার পুত্রের স্নেহে লালন করিছে তারে। ॥ ১৪ ॥

বাটীর ভিতরে আছে অতি এক সুবিশাল সরোবর
সোপান সমূহ নির্মিত যার মরকত শিলাদ্বারা,
ঘন নীল মণি বৈদূর্য্যের মৃণাল লতিকা সহ
স্বচ্ছ স্নিগ্ধ সলিলে সেথায় সোনার পদ্ম ভাসে।

অতি মনোরম সেই সরোবর তাই তাহা ত্যাজি কভু
যায়না কোথাও হংসের শ্রেণী, যদিও বর্ষাকালে
সব মরালের কাম্যস্থান মানস সরসী, আর,
যদিও সে স্থান রয়েছে নিকটে আমার বাড়ীর পাশে। ॥ ১৫

তস্যাস্তীরে রচিত-শিখর পেশলৈ-রিন্দ্রনীলৈঃ
ক্রীড়া-শৈলঃ কনককদলী-বেষ্টন-প্রেক্ষণীয়ঃ।
মদ্গেহিন্যাঃ প্রিয়ইতিসখে! চেতসা কাতরেণ
প্রেক্ষ্যোপান্ত-স্ফুরিত-তড়িতং ত্বাং তমেব স্মরামি ॥ ১৬ ॥

রক্তাশোক-শ্চল কিসলয়ঃ কেসরশ্চাত্র কান্তঃ
প্রত্যাসন্নৌ কুরুবকবৃতের্-মাধবী মণ্ডপস্য।
একঃ সখ্যাস্তব সহ ময়া বাম পাদা ভিলাষী
কাঙ্খত্যণ্যো বদন-মদিরাং দোহদচ্ছদ্মনাস্যাঃ ॥ ১৭ ॥

তন্মধ্যে চ স্ফটিকফলকা কাঞ্চনী বাসযষ্টির্
মূলে বদ্ধা মণিভিরনতি-প্রৌঢ়বংশ-প্রকাশৈঃ।
তালৈঃ শিঞ্জাবলয়-সুভগৈর্-নর্ত্তিতঃ কান্তয়া মে
যামধ্যাস্তে দিবসবিগমে নীলকণ্ঠঃ সুহৃদ্বঃ ॥ ১৮ ।

সে দীঘির তীরে পাইবে দেখিতে আছে সুরম্য এক
ক্রীড়া পর্ব্বত শিখর যাহার শোভিত ইন্দ্রনীলে,
সোনার কদলীতরু বেষ্টিত সে রম্য পর্ব্বতে
মোরা দুইজনে পরমানন্দে করিতাম বিচরণ।

নেহারি তোমার কৃষ্ণবর্ণ দেহের সন্নিকটে
স্বর্ণলতার সম সুন্দর বিজলীর ঝলকানি,
মনে পড়ে সেই ক্রীড়া শৈলের মধুর দৃশ্যপট,
প্রিয় বস্তুর হেরিলে সদৃশ বেদনায় ভরে মন। ॥ ১৬ ॥

সেথা আছে এক মাধবী লতার কুঞ্জের মণ্ডপ
কুরুবক ফুলে বেষ্টিত যার চতুর্দিকের সীমা,
রক্তবর্ণ ফুল পল্লবে শোভিত অশোক আর
কান্ত বকুল এই দুটি গাছ বিরাজিছে তার পাশে।

বায়ু হিল্লোলে হেলে দুলে পড়া ইহাদের পল্লব
হেরিলে মনে হয়, অশোক চাহিছে বাম পদাঘাত, আর
কান্ত কেসর চাহে যেন তার মুখোচ্ছিষ্ট সুরা
তব সখী পাশে, যেরকম আমি চাহিতাম উচ্ছ্বাসে। ॥ ১৭

সে দুটি তরুর মাঝের ভূমিতে রয়েছে প্রোথিত এক
সোনার যষ্টি, মূলটি যাহার তরুণ বাঁশের মত
সবুজ মণির নির্ম্মিত আর যাহার উপরি ভাগে
রয়েছে বসানো আড়াআড়ি ভাবে স্ফটিকের এক দাঁড়।

দিবসের শেষে সন্ধ্যালগ্নে সে দাঁড়ের পরে যবে
তোমার বন্ধু সুনীল কণ্ঠ ময়ূর বসিত আসি
করতালি দিয়া মোর প্রিয়া তারে নাচাইত হাসি, তাই
রুনু ঝুনু রবে বাজিত তাহার জড়োয়া অলঙ্কার। ॥ ১৮ ॥

এভিঃ সাধো! হৃদয়-নিহিতৈর্ লক্ষয়েথাঃ
দ্বারোপান্তে লিখিতবপুষৌ শঙ্খ-পদ্মৌ চ দৃষ্টা।
ক্ষামচ্ছায়ং ভবন মধুনা মদবিয়োগেন নূনং
সূর্য্যাপায়ে ন খলু কমলং পুষ্যতি স্বামভিখ্যাম্॥ ১৯॥

গত্বা সদ্যঃ কলভতনুতাং শীঘ্রসম্পাত হেতোঃ
ক্রীড়া শৈলে প্রথম কথিতে রম্য-সানৌ নিষণ্ণঃ
অর্হস্যন্তর্-ভবন-পতিতাং কর্ত্তু মল্পাল্পভাসং
খদ্যোতালী-বিলসিত-নিভাং বিদ্যুদুন্মেষ-দৃষ্টিম্॥ ২০॥

তন্বী শ্যামা শিখরি-দশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী
মধ্যে ক্ষামা চকিত-হরিণী প্রেক্ষণা নিম্ন-নাভিঃ।
শ্রোণী ভারা দলস-গমনা স্তোক-নম্রা স্তনাভ্যাং
যা তত্র স্যাদ্ যুবতি-বিষয়ে সৃষ্টি রাদ্যেব ধাতুঃ॥ ২১॥

অযুত শঙ্খ পদ্ম এরূপ বিত্ত নির্দেশিতে
অঙ্কিত আছে শঙ্খ পদ্ম তোরণের দুই পাশে,
আমার বিহনে তাহার কিছুটা হয়ত হয়েছে ম্লান
সূর্য্য অস্তে গেলে যেরকম পদ্মের দশা হয়।

তুমি ভাই অতি সজ্জন আর সাধু প্রকৃতির, তাই
ভুলিবেনা মম এই অনুরোধ একথা সুনিশ্চিত,
লক্ষণ যা যা বলিলাম আমি সে সব মিলায়ে নিয়া
আমার বাড়ীটি খুঁজিয়া পাওয়া মোটেই কঠিন নয়। ॥ ১৯ ॥

ক্রীড়া শৈলের যে কথা তোমায় বলেছি একটু আগে
সেই রমণীয় গিরি সানুদেশে নামি গিয়া ধীরে ধীরে
বসিতে পারিবে সহজেই তুমি তাহার নিম্নদেশে
ছোট্ট হাতীর সম গুটাইয়া নিজের শরীরটাকে।

তীব্র আলোর ঝলকে যাহাতে ভয় নাহি পায়, তাই
খদ্যোত যথা গাছের উপরে মিটি মিটি আলো দেয়,
বিদ্যুৎ হতে সেরূপ অল্প আলোক ছড়ায়ে দিয়া
বাতায়ন দিয়া ঘরের মধ্যে দেখিতে পাইবে তাকে। ॥ ২০ ॥

তন্বী ও শ্যামা ক্ষীণ কটি আর শুভ্র তুষার সম
অমল ধবল অতি মনোরম তাহার দন্ত পাতি
পকবিম্ব ফলের সমান অধর যুগল, আর
হরিণীর সম চকিত নয়ন, নাভি তার সুগভীর।

অতি গুরুভার শ্রোণীর কারণে চলিতে না পারে দ্রুত
শরীর তাহার ঈষৎ আনত স্তন যুগলের ভারে,
মনে হবে যেন যুবতীগণের মধ্যে সে বিধাতার
প্রথম সৃষ্টি, এমন কান্তি আছে সেই রূপসীর। ॥ ২১ ॥

তাং জানীথাঃ পরিমিতকথাং জীবিতং মে দ্বিতীয়ং
দূরীভূতে ময়ি সহচরে চক্রবাকী মিবৈকাম্।
গাঢ়োৎকণ্ঠাং গুরুষু দিবসেষেষু গচ্ছৎসু বালাং
জাতাং মন্যে শিশির-মথিতাং পদ্মিনীং বান্যরূপাম্ ॥ ২২ ॥

নূনং তস্যাঃ প্রবল রুদিতোচ্ছূন-নেত্রং প্রিয়ায়াঃ
নিশ্বাসানা-মশিশিরতয়া ভিন্নবর্ণাধরোষ্ঠম্।
হস্তন্যস্তং মুখ-মসকলব্যক্তি লম্বালকত্বা
দিন্দোর্দৈন্যং ত্বদনুসরন-ক্লিষ্ট-কান্তের্বিভর্তি ॥ ২৩ ॥

আলোকে তে নিপততি পুরা সা বলি-ব্যাকুলা বা
মৎসাদৃশ্যং বিরহতনু বা ভাবগম্যং লিখন্তী
পৃচ্ছন্তী বা মধুর-বচনাং সারিকাং পঞ্জরস্থাং
কচ্চিদ্ভর্তুঃ স্মরসি রসিকে! ত্বং হি তস্য প্রিয়েতি ॥ ২৪ ॥

উপরি উক্ত যে নারীকে তুমি দেখিতে পাইবে ঘরে
যে মোর দ্বিতীয় জীবন-সদৃশা বিরহিনী প্রিয়তমা
সখার বিহনে মিতভাষিণীর কাঁদিয়া উঠিছে প্রাণ
চক্রবাকের বিরহে ব্যথিতা চক্রবাকীর মত।

আমার লাগিয়া উৎকণ্ঠার কারণে যে বালিকার
দীর্ঘ বিরহ-জনিত বেদনা ঝরিয়াছে বহুগুণ,
তুষার পীড়নে কমল যেমন শুষ্ক এবং ম্লান
বিরহে সেরূপ লাবণ্য তার হয়ত হয়েছে গত। ॥ ২২ ॥

ঝরিছে নিয়ত অশ্রুর ধারা নয়ন যুগল তাই
ফুলিয়াছে আর হারাইয়া জ্যোতি করিতেছে ছলছল,
বক্ষ ভেদিয়া বাহিরিছে তার করুণ দীর্ঘশ্বাস
মলিন হয়েছে রক্তবরণ কোমল ওষ্ঠাধর।

বাম করতলে ন্যস্ত এবং লম্বিত কেশে ঢাকা
চন্দ্রবদনে ফুটিয়া উঠেছে বিষন্নতার ছাপ,
তোমার আড়ালে হইলে আবৃত হারায়ে জ্যোৎস্নালোক
নিষ্প্রভ হয়ে শোভে অম্বরে যেইরূপ শশধর। ॥ ২৩ ॥

হয়ত দেখিবে, প্রবাসী পতির মঙ্গল কামনায়
আছে সে ব্যস্ত সদা সর্ব্বদা পূজার্চ্চনার মাঝে,
কিম্বা বিরহে আমার শরীর কতটা হয়েছে ক্ষীণ
অন্তরে তাহা কল্পনা করি আঁকিছে চিত্র মম।

অথবা হয়ত দেখিতে পাইবে পিঞ্জরে বাঁধা-মোর
সারী বিহগীরে মধুর কণ্ঠে প্রশ্ন করিছে প্রিয়া
কি গো হে রসিকা! তুমিও তো ছিলে প্রিয় তার অতিশয়
প্রভুর বিরহে তব হৃদয় কি দহিছে আমার সম? ॥ ২৪ ॥

উৎসঙ্গে বা মলিন-বসনে সৌম্য !   নিক্ষিপ্য বীণাং
মদ্‌গোত্রাঙ্কং বিরচিতপদং গেয়মুদ্‌গাতুকামা,
তন্ত্রীমার্দ্রাং নয়ন-সলিলৈঃ সারয়িত্বা কথঞ্চিদ্
ভূয়োভূয়ঃ স্বয়মপি কৃতাং মূর্চ্ছানাং বিস্মরন্তী । ॥ ২৫ ॥

শেষান্ মাসান্ বিরহ-দিবস-স্থাপিতস্যা-বর্ধেবা
বিন্যস্যন্তী ভুবি গণনয়া দেহলী দত্ত-পুষ্পৈঃ ।
মৎ-সঙ্গং বা হৃদয়-নিহিতারম্ভ-মাস্বাদয়ন্তী
প্রায়ণেতে রমণ-বিরহেষ্বঙ্গ নানাং বিনোদাঃ ॥ ২৬ ॥

স ব্যাপারামহনি ন তথা পীড়য়েন্ মদ্ বিয়োগঃ
শঙ্কে রাত্রৌ গুরুতরশুচং নির্বিনোদাং সখীং তে
মৎ-সন্দেশৈঃ সুখয়িতুমলং পশ্য সাধ্বীং নিশীথে
তামুন্নিদ্রা-মবনিশয়নাং সৌধবাতায়নস্থঃ ॥ ২৭ ॥

অথবা হয়ত দেখিতে পাইবে, হে মোর শান্ত মেঘ,
মলিন বসন পরি মোর প্রিয়া বীণাখানি কোলে নিয়া
রচনা করিয়া মম নাম আর কথায় পূর্ণ গান
করিছে যত্ন কণ্ঠের স্বর মিলাইতে তার তারে।

কিন্তু সে গান গাহিতে গাহিতে অশ্রুর বন্যায়
ভিজে গেল তার বীণার তন্ত্রী, ভুলিল যে তার গান,
ঝটিতি সে জল মুছিয়া নিলেও পড়িলনা তার মনে
গানের যে পদ, তাই তার সুর কেটে গেল বারেবারে। ॥ ২৫

বিরহ দশার প্রথম হইতে একটি করিয়া ফুল
দরজার পাশে গৃহের কোনে যে রাখিতেছে প্রতিদিন,
হয়ত দেখিবে সেই ফুলগুলি বিছায়ে ভূমির পরে
গণিয়া দেখিছে কতদিন গেল, কতদিন আছে বাকী।

অথবা দেখিবে দেয়ালের গায়ে ঠেস দিয়া বসি প্রিয়া
মনে মনে মম আসঙ্গ সুখ করিছে আস্বাদন।
বিরহ জ্বালায় জ্বলিবার কালে এভাবেই রমণীরা
লভিয়া কিছুটা তৃপ্তি ও সুখ যন্ত্রণা রাখে ঢাকি। ॥ ২৬ ॥

দিনের বেলায় নানাবিধ কাজে নিয়োজিত থাকে তাই
বিরহের ব্যথা অনেক সময় ভুলিয়া থাকিতে পারে,
কিন্তু রাত্রে যন্ত্রণা তার কী দারুণ হতে পারে
তাই ভাবি মনে ভয়ে মোর প্রাণ উঠিতেছে শিহরিয়া।

প্রথম প্রহরে নিদ্রার ভাব আসিতেও পারে তার ;
তাই সে সাধ্বী গভীর নিশীথে লুটায়ে ভূমির পরে
কাঁদিবে যখন, মোর সংবাদে কিছুটা শান্তি দিতে
তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ তুমি করিও জানালা দিয়া। ॥ ২৭ ॥

আধিক্ষামাং বিরহশয়নে সন্নিষণ্ণৈক-পার্শ্বাং
প্রাচীমূলে তনুমিব কলামাত্র-শেষাং হিমাংশোঃ।
নীতা রাত্রিঃ ক্ষণ ইব ময়া সার্দ্ধমিচ্ছারতৈর্ষা
তামো বোষ্ণৈর্ব-বিরহমহ-তীমশ্রুভির্ষাপয়ন্তীম্।। ২৮ ।।

পাদানিন্দো-রমৃত-শিশিরান্ জলমার্গ প্রবিষ্টান্
পূর্ব্বপ্রীত্যা গতমভিমুখং সন্নিবৃত্তং তথৈব।
চক্ষুঃ খেদাৎ সলিলগুরুভিঃ পক্ষ্মভিশ্ছা-দয়ন্তীং
সাভ্রেহহ্নীব স্থল-কমলিনীং ন প্রবুদ্ধাং ন সুপ্তাম্।। ২৯ ।।

নিশ্বাসেনা-ধরকিশলয় ক্লেশিনা বিক্ষিপন্তীং
শুদ্ধস্নানাৎ পরুষমলকং নূনমাগণ্ড-লম্বম্।
মৎসম্ভোগঃ কথমুপনমেৎ স্বপ্নজোহপীতি নিদ্রা
মাকাঙ্ক্ষন্তীং নয়ন-সলিলোৎপীড-রুদ্ধাবকাশাম্।। ৩০ ।।

দেখিবে তখন ব্যথিতা পীড়িতা কৃশকায়া মোর প্রিয়া
পড়িয়া রয়েছে বিরহ শয়নে একাকিনী পাশ ফিরি,
আছে কোন মতে প্রাণ ধরি শুধু, যেমন পূর্ব্বাকাশে
চতুর্দ্দশীর ক্ষীণ তনু শশী বিরাজে রাত্রিশেষে।

যে সময় মোরা ছিলাম মিলিত সে সব সুখের রাত
কাটিত পলকে রঙ্গ প্রমোদে মোদের ইচ্ছামত,
কিন্তু আজিকে শর্ব্বরী যেন কিছুতে হয়না শেষ
নিদ্রাবিহীন রজনী সে যাপে অশ্রু সলিলে ভেসে। ॥ ২৮ ॥

বাতায়ন দিয়া ঘরের ভিতরে পশিলে জ্যোৎস্নাধারা
হৃদয়ে তাহার জাগি ওঠে যত অতীত সুখের স্মৃতি।
ভাবে সে, কতনা তৃপ্তি দিয়াছে চন্দ্রের সেই আলো
যে আলো জুড়াত সকল ক্লান্তি পড়িলে তাহার গায়।

আজো তাই প্রিয়া শান্তির লাগি চাহে যবে তার পানে
অমনি চক্ষু জ্ব'লে ওঠে আর ভ'রে যায় তাহা জলে।
না পারে মেলিতে কিম্বা মুদিতে জল ভরা সে নয়ন,
মেঘলা দিবসে না ফোটা না বোজা স্থল কমলের ন্যায়। ॥ ২৯ ॥

বিরহ দুঃখে তৈলাদি ছাড়া স্নান করিবার ফলে
চুলগুলি তার হয়েছে রুক্ষ শক্ত তারের মত,
মলিন হয়েছে অধর যুগল যে দীর্ঘ নিঃশ্বাসে
তারই প্রবাহে লম্বিত কেশ উড়িছে গণ্ডদেশে।

স্বপ্নেও যাতে লভিতে পারে সে আমার সঙ্গ সুখ
নিদ্রার লাগি বিরহিণী নারী করিছে যত্ন তাই,
কিন্তু তাহার অশ্রু ধারা রুদ্ধ করি সে পথ
নামিয়া আসিছে দু'গাল বাহিয়া বন্যার সম বেগে। ॥ ৩০

আলোকে ন্যস্তা বিরহ-দিবসে যা শিখা দাম হিত্বা
শাপস্যান্তে বিগলিত শুচা তাং ময়োদ্ বেষ্টনীয়াম্।
স্পর্শ-ক্লিষ্টা-ময়মিত নখে-নাসকৃৎ সারয়ন্তীং
গণ্ডাভোগাৎ কঠিন-বিষমা-মেকবেণীং করেণ ॥ ৩১ ॥

সা সন্ন্যস্তাভরণ-মবলা পেশলং ধারয়ন্তী
শয্যোৎসঙ্গে নিহিতমসকৃদ্ দুঃখদুঃখেন গাত্রম্
ত্বামপ্যস্রং নবজলময়ং মোচয়িষ্যত্যবশ্যম্,
প্রায়ঃ সর্ব্বো ভবতি করুণা-বৃত্তি-রার্দ্রান্তরাত্মা ॥ ৩২ ॥

জানে সখ্যাস্তব ময়ি মনঃ সম্ভৃতস্নেহমস্মা
দিত্থম্ভূতাং প্রথমবিরহে তামহং তর্কয়ামি।
বাচালং মাং ন খলু সুভগম্-মন্য ভাবঃ করোতি
প্রত্যক্ষন্তে নিখিল মচিরাৎ ভ্রাতরুক্তং ময়া যৎ ॥ ৩৩ ॥

শাপাবসানের পরে আমি কবে নিজের হস্তে তার
কেশ খুলে দিয়ে বেণী বেঁধে দিব সে আশা লইয়া মনে,
প্রথম দিনের বাঁধা খোঁপা তার খোলে নাই কোনদিন,
যদিও ইহার মাঝে বহুদিন হইয়াছে অবসান।

দীর্ঘদিনের বন্ধন হেতু রুক্ষ শক্ত খোঁপা
ঝুলিয়া পড়েছে আর বাহিরিছে উস্কো খুস্কো চুল,
নিবারিতে গিয়া রুক্ষ কেশের কণ্ডু যাতনা তার
আঙুলের নখে জড়িয়ে পড়ায় লাগিছে অলকে টান। ॥ ৩১ ॥

ঘুচিয়াছে তার আভরণ আর শুকায়ে হয়েছে ক্ষীণা
কোনমতে তাই কালিমা জীর্ণ অঙ্গলতিকা খানি
ফেলিয়া রেখেছে অচেতন ভাবে শয্যার একপাশে
বহন করিতে নিজের দেহও যেন সে শক্ত নয়।

যদি তুমি তারে দেখ একবার তোমার হৃদয়খানি
ভরিবে ব্যথায়, পারিবেনা তাই রোধিতে অশ্রুধারা,
মহৎ হৃদয় সদাই কোমল পরের দুঃখে, আর
তুমিতো কাঁদিবে কারণ তোমার অন্তঃ জলময়।॥ ৩২ ॥

আমার জন্য মায়া ও মমতা কতখানি তার আছে
জানি আমি ভাল, সহজেই তাই অনুমান করা যায়,
প্রথম বিরহে কেমনে সে নারী করিছে কালাতিপাত
কতটা কাতর হয়েছে কিংবা যন্ত্রণা তার কত।

অপরের ন্যায় বাচাল বলিয়া ভেবোনা কিন্তু মোরে
কিছুই বলিনি বাড়াইয়া তার গৌরব জানাবারে।
তাছাড়া হে ভাই, যাবেই যখন নিজেই দেখিতে পাবে
যথার্থ না কি মিথ্যায় ভরা বলিয়াছি আমি যত। ॥ ৩৩ ॥

রুদ্ধাপাঙ্গ-প্রসরমলকৈ-রঞ্জন স্নেহ-শূন্যং
প্রত্যাদেশাদপি চ মধুনো বিস্মৃত ভ্রূবিলাসম্ ।
ত্বয্যাসন্নে নয়নমুপরি-স্পন্দি শঙ্কে মৃগাক্ষ্যা
মীনক্ষোভাচ্চল-কুবলয় শ্রীতুলামেষ্যতীতি ॥ ৩৪ ॥

বামশ্চাস্যাঃ কররুহ-পদৈর-মুচ্যমানো মদীয়ৈ
মুক্তাজালং চির-পরিচিতং ত্যাজিতো দৈবগত্যা ।
সম্ভোগান্তে মম সমুচিতো হস্ত-সংবাহনানাং
যাস্যত্যূরুঃ সরসকদলী-স্তম্ভগৌরশ্চলত্বম্ ॥ ৩৫ ॥

তস্মিন্ কালে জলদ ! যদি সা লব্ধনিদ্রা-সুখা
স্যাদন্বা স্যৈনাং স্তনিতবিমুখো যামমাত্রং সহস্ব ।
মা ভূদস্যাঃ প্রণয়িনি ময়ি স্বপ্ন-লব্ধে কথঞ্চিৎ
সদ্যঃ কণ্ঠচ্যুত-ভুজ-লতা-গ্রন্থি গাঢ়োপগূঢ়ম ॥ ৩৬ ॥

ত্যজিয়াছে প্রিয়া ভ্রূ-বিলাস সাজ, ছাড়িয়াছে মধুপান
হারায়েছে তাই নয়নের সেই বিলোল চাউনি তার,
তদুপরি তার রুদ্ধ হয়েছে বঙ্কিম বিলোচন
চক্ষুর কোনে উড়িয়া পড়ায় চূর্ণিত কুন্তল।

হরিণী নয়ন মেলি সে যখন চাহিবে তোমার পানে
স্পন্দিত হবে পল্লবদ্বয়, কাঁপিবে চোখের তারা,
মনে হবে যেন নীল সলিলের মধ্যে নড়িছে মীন
যাহার দোলনে কাঁপিয়া উঠেছে পদ্মফুলের দল।॥ ৩৪ ॥

বল্কলহীন কদলী তরুর সমান সুঠাম তার
শুভ্র এবং মসৃণ ছিল সুন্দর উরুদ্বয়,
সম্ভোগান্তে মম নখাঘাত-চিহ্ন সমন্বিত
শিথিল যে উরু আপন হস্তে টিপিয়া দিতাম আমি।

মিলনকালে সে যে উরুযুগলে পরিত মুক্তাজাল
তা কিন্তু আজ ভূষণবিহীন শীর্ণ দৈববশে,
তোমায় দেখিলে কাঁপিতে থাকিবে বাম উরুখানি তার
জানাইতে তারে মিলনের লাগি আসিছে শীঘ্র স্বামী। ॥ ৩৫ ॥

সে সময় যদি, ওগো জলধর, দেখিবারে পাও তুমি
আছে সে পড়িয়া সাময়িক ভাবে নিদ্রার কোলে ঢলি,
তবে ভাই তুমি না জাগায়ে তারে, তাহার পার্শ্বে বসি
প্রহরখানেক করিও হে মেঘ প্রতীক্ষা তার তরে।

হয়ত তখন স্বপ্নের মাঝে বিরহিনী প্রিয়া মোর
বাঁধিয়া আবেগে কণ্ঠ আমার ভূজলতা দ্বারা তার,
লভিছে ক্ষণিক কল্পিত সুখ আমার আলিঙ্গনে
জাগাইয়া তারে সেই সুখ তার দিওনাক শেষ করে। ॥ ৩৬ ॥

তামুত্থাপ্য স্বজল-কণিকা-শীতলে-নানিলেন
প্রত্যাশ্বস্তাং সমমভি নবৈর-জালকৈর্-মালতীনাম্ ।
বিদ্যুদ্ গর্ভঃ স্তিমিত-নয়ণাং ত্বৎসনাথে গবাক্ষে
বক্তুং ধীরঃ স্তনিতবচনৈর্-মানিনীং প্রক্রমেথাঃ ।। ৩৭ ।।

ভর্তুর্মিত্রং প্রিয়মবিধবে ! বিদ্ধি মামম্বুবাহং
তৎসন্দেশৈর্-হৃদয়নিহিতৈ-রাগতং ত্বৎ-সমীপম্ ।
যোবৃন্দানি ত্বরয়তি পথি শ্রাম্যতাং প্রোষিতানাং
মন্দ্রস্নিগ্ধৈর্-ধ্বনিভিরবলা বেণিমোক্ষোৎসুকানি ।। ৩৮ ।।

ইত্যাখ্যাতে পবন তনয়ং মৈথিলীবোন্মুখী সা
ত্বামুৎ-কণ্ঠোচ্ছ্বসিত-হৃদয়া বীক্ষ্য সম্ভাব্য চৈব ।
শ্রোষ্যত্যস্মাৎ পরমবহিতা সৌম্য ! সীমন্তিনীণাং
কান্তোদন্তঃ সুহৃদুপনতঃ সঙ্গমাৎ কিঞ্চিদূনঃ ।। ৩৯ ।।

তোমার শীতল সলিলে পূর্ণ স্নিগ্ধ প্রভাত বায়
যেমন ফোটায় মালতী লতায় পুষ্পের কুঁড়িগুলি,
তেমনি তোমার জলীয় বাতাস বহিলে তাহার গায়
খুলিবে তাহার চক্ষুর পাতা আপনিই ধীরে ধীরে।

হেরিয়া তোমায় গবাক্ষ পথে সে যাতে না পায় ভয়
তাই তুমি অতি ধীরে ধীরে কথা কহিবে তাহার সাথে,
লুকায়ে রাখিও তব দেহ মাঝে বিদ্যুৎ লতিকারে
যদি সে চমকে, হয়ত মানিনী চাহিবেনা আর ফিরে। ॥ ৩৭ ॥

কি কথা বলিবে ?   বলিবে তাহারে, শুন ওগো অবিধবে,
তোমার পতির প্রিয় সখা আমি, জলদ আমার নাম,
মম হৃদয়ের অন্তরে বহি এনেছি তোমার তরে
অতি সুখকর সংবাদ এক তাহার নিকট হতে।

আমার উদয়ে প্রবাসী পতিরা ত্বরিতে যাইতে গৃহে
শ্রান্ত হইয়া বিশ্রাম নিতে যদি থামে পথ মাঝে,
আমারি মন্দ্র শুনে পুনঃ তারা যার যার প্রেয়সীর
বিরহ দশার বেণী খুলিবারে ছোটে স্বগৃহের পথে। ॥ ৩৮ ॥

তোমার ও কথা শ্রবণ করিয়া চাহিবে যে তব পানে
উৎকণ্ঠিত আবেগের সহ উচ্ছ্বাসময় চোখে,
পবন-সুতের বচন শুনিয়া আগ্রহ সহকারে
তাকাইয়াছিল তার মুখ পানে মৈথিলী যে রকম।

তুমি যে তাহার পতির মিত্র জানি তা সীমন্তিনী
সমাদর করি ভদ্র তোমারে, শুনিবে তোমার কথা।
বন্ধুর মুখে প্রবাসী স্বামীর সংবাদ জানা, আর
প্রিয়তম সাথে মিলন-এ দুয়ে ব্যবধান অতি কম। ॥

তামায়ুষ্মন্ । মম চ বচনা দাত্মনশ্চোপকর্তুং
ক্রয়া এবং তব সহচরো রামগির্য্যা শ্রমস্থঃ ।
অব্যাপন্নঃ কুশলমবলে, পৃচ্ছতি ত্বাং বিযুক্তঃ
পূর্ব্বাভাষ্যং সুলভ-বিপদাং প্রাণি নামে তদেব ॥ ৪০ ॥

অঙ্গেনাঙ্গং প্রতনু তনুনা গাঢ়-তপ্তেন তপ্তং
সাস্রেণাস্র-দ্রুতমবিরতোৎ-কণ্ঠ-মুৎকণ্ঠিতেন ।
উষ্ণোচ্ছ্বাসং সমধিক তরো-চ্ছ্বাসিনা দূরবর্ত্তী
সঙ্কল্পৈস্তৈর্-বিশাত বিধিনা বৈরিণা রুদ্ধমার্গঃ ॥ ৪১ ॥

শব্দাখ্যেয়ং যদপি কিল তে যঃ সখীনাং পুরস্তাৎ
কর্ণে লোলঃ কথয়িতুমভূ-দানন-স্পর্শ লোভাৎ ।
সোঽতি ক্রান্তঃ শ্রবণ বিষয়ং লোচনাভ্যাম দৃষ্ট
স্তামুৎকণ্ঠা-বিরচিত পদং মন্মুখেনেদ-মাহ ॥ ৪২ ॥

হে আয়ুষ্মান, যাইতেছ তুমি যদিও কথায় মোর
পরোপকারের সুযোগ থাকায় তুমিও ভাগ্যবান,
বলিও তাহারে, হে অবলে, তব সহচর তোমা হতে
বিযুক্ত হয়ে আছে কোনমতে রামগিরি আশ্রমে।

বহুদিন হল তোমারে ছাড়িয়া আছে সে বিদেশে বলে
তোমার কুশল জিজ্ঞাসা করি পাঠায়েছে মোর মুখে,
জানো তো বন্ধু, বিপদ আপদে ভরা এ জীবন, তাই
প্রথমে শুধিবে, 'কিরকম আছ?' প্রিয়জন সমাগমে। ॥ ৪০ ॥

দৈববশে সে দূরে আছে বলে পায়না তোমার দেখা
তব সম তাই বিরহের তাপে অঙ্গ জ্বলিছে তার,
তোমার সমান উৎকণ্ঠায় কাটাইছে রাতদিন
বক্ষ বাহিয়া অবিরল ধারে ঝরিছে অশ্রুনীর।

তোমারই মত নিমেষে নিমেষে উষ্ণ দীর্ঘশ্বাসে
দহিছে মর্ম্মে তোমারি সম সে হয়ত বা কিছু বেশী,
আপনার দশা ভাবি সে তোমার যন্ত্রণা আঁচ করি
তোমার জন্য ভাবিয়া ভাবিয়া হইয়াছে অস্থির। ॥ ৪১ ॥

বলিও তাহারে, অতি সাধারণ সামান্য কথা যাহা
বলা যেত অতি সহজেই তব সখীগণ সমীপেও,
সেই কথাও সে তব মুখখানি স্পর্শ করার লোভে,
বলিতে চাহিত ঝুঁকিয়া পড়িয়া তোমার কানের কাছে।

ভাগ্য বিপাকে সে আছে পড়িয়া এমন দূরের স্থানে
পৌছেনা যেথা চোখের দৃষ্টি কিম্বা মুখের কথা,
সে তোমারে তাই শোনাইতে চাহে মম মুখ মারফৎ
তার হৃদয়ের উৎকণ্ঠায় পূর্ণ বাণী যা আছে। ॥ ৪২ ॥

শ্যামাস্বঙ্গং চকিতহরিণী-প্রেক্ষণে দৃষ্টিপাতং
বক্ত্রচ্ছায়াং শশিনি শিখিনাং বর্হভারেষু কেশান্।
উৎপশ্যামি প্রতনুষু নদী-বীচিষু ভ্রূবিলাসান্
হন্তৈকস্মিন্ ক্বচিদপি ন তে চণ্ডি সাদৃশ্যমস্তি ॥ ৪৩ ॥

ত্বামালিখ্য প্রণয়কুপিতাং ধাতুরাগৈঃ শিলায়া-
মাত্মানং তে চরণ-পতিতং যাবদিচ্ছামি কর্ত্তুম্।
অস্রৈস্তাবন্-মুহুরুপচিতৈঃ দৃষ্টি রালুপ্যতে মে
ক্রূরস্তস্মিন্-নপি ন সহতে সঙ্গমং নৌ কৃতান্তঃ ॥ ৪৪ ॥

মামাকাশ-প্রণিহিত-ভুজং নির্দ্দয়াশ্লেষহেতোর্
লব্ধায়াস্তে কথমপি ময়া স্বপ্ন-সন্দর্শনেষু।
পশ্যন্তীনাং ন খলু বহুশো ন স্থলী-দেবতানাং
মুক্তাস্থূলা স্তরু-কিসলয়ে-ষশ্রুলেশাঃ পতন্তি ॥ ৪৫ ॥

এতই কি তুমি ক্রুদ্ধা হয়েছ, হে চণ্ডি, মোর প্রতি
যার লাগি খুঁজে পাইনা কোথাও তোমার সদৃশ কিছু,
তোমার দেহের ছন্দ দেখিতে চাহি বনলতা পানে
হরিণীর চোখে তোমার চকিত চাহনি দেখিতে চাই।

তোমার মুখের সুষমা হেরিতে তাকাই চাঁদের প্রতি
দেখিবারে চাই শিখির কলাপে তোমার কেশের শোভা,
নদী তরঙ্গে খুঁজে মরি আমি তোমার ভ্রূ কুঞ্চন,
কিন্তু কোথাও তব অঙ্গের উপমা তো নাহি পাই ! ॥ ৪৩ ॥

মনে মনে তব প্রণয়-কুপিত অরুণ কপোলখানি
হেরিবারে আর লুটায়ে পড়িতে তোমার চরণতলে
শিলাপরে আঁকি' তব আলেখ্য লাল গিরিমাটী দ্বারা
পাদমূলে চাই আপন চিত্র করিবারে অঙ্কন।

কিন্তু সে ছবি আঁকিবার কালে নামিয়া অশ্রুধারা
চোখের দৃষ্টি রুদ্ধ করিয়া ব্যাঘাত ঘটায় তাতে,
মনে মনে তব সঙ্গ সুখের ক্ষুদ্র বাসনাটিও
দারুণ বিধির বিধানের ফলে হয় নাক নিরসন। ॥ ৪৪ ॥

স্বপ্নেও যাতে তব সাথে মোর দেখা হয় একবার
সে আশায় মম নিদ্রার লাগি চেষ্টার শেষ নাই,
কখনও যদি ঘুম আসে আর স্বপ্নে তোমারে দেখি
লভিতে তোমায় বাহু দুটি মোর উর্দ্ধে তুলিয়া ধরি।

হেরিয়া এমন করুণ দৃশ্য বনদেবতারা সবে
নীরবে অশ্রু করে বরিষণ সমবেদনার ভারে,
তাহাদের সেই অশ্রুবিন্দু শিশির বিন্দুরূপে
তরুপল্লবে মুক্তার ন্যায় পড়ে যেন ঝরি ঝরি।। ৪৫ ॥

ভিত্ত্বা সত্যঃ কিসলয়-পুটান্ দেবদারু দ্রুমাণাং
যে তৎক্ষীর স্রুতি-সুরভয়ো দক্ষিণেন প্রবৃত্তাঃ।
আলিঙ্গ্যন্তে গুণবতি ময়া তে তুষারাদ্রিবাতাঃ
পূর্ব্বং স্পৃষ্টং যদি কিল ভবে-দঙ্গ মেভিস্তবেতি ॥ ৪৬ ॥

সংক্ষিপ্যেত ক্ষণ ইব কথং দীর্ঘ-যামা ত্রিযামা
সর্ব্বাবস্থাস্ব-হ্রপি কথং মন্দ মন্দাতপং স্যাৎ
ইত্থং চেতশ্চটুল নয়নে দুর্লভ-প্রার্থনং মে
গাঢ়োষ্মাভিঃ কৃতমশরণং ত্বদ্বিয়োগ-ব্যথাভিঃ ॥ ৪৭ ॥

নন্বাত্মানং বহু বিগণয়ন্-নাত্মনৈবা বলম্বে
তৎকল্যাণি ত্বমপি নিতরাং মা গমঃ কাতরত্বম্
কস্যাত্যন্তং সুখমুপনতং দুঃখমেকান্ততো বা
নীচৈর্গচ্ছত্যুপরি চ দশা চক্রনেমি ক্রমেণ ॥ ৪৮ ॥

বহিছে শীতল জলীয় বাতাস উত্তর দিক থেকে
দেবদারু হতে কুঁড়ি পল্লব ভাঙিছে যে হিল্লোলে,
ক্ষীরের সমান তার কষ হতে সুরভি বহন করি
আসিতেছে বায়ু দক্ষিণ দিকে রামগিরি পর্ব্বতে।

হয়ত এ বায়ু, ওগো গুণবতি, তোমার অঙ্গ খানি
স্পর্শ করিয়া সৌরভ বহি আসিছে এদিক পানে,
এই কথা ভেবে ছুটি যে বায়ুরে করিতে আলিঙ্গন
লভিবারে সুখ তোমার স্পৃষ্ট বায়ুর স্পর্শ হতে। ॥ ৪৬ ॥

দিন কি রাত্রি কিছুই আমার কাটিতে চায়না যেন
তাই ভাবি, কি সে তিন প্রহরের দীর্ঘ রজনী মম
ছোট হয়ে যায় নিমেষের মত অথবা কিভাবে মোর
প্রশমিত হয় হৃদয়ের জ্বালা দিনের তাপের সহ।

কিন্তু হে মোর চটুল নয়নে, কটাক্ষ বর্ষিণী
কে পূরাবে বল, আমার এসব সকরুণ প্রার্থনা,
তোমার বিয়োগ বেদনায় আমি ব্যথিত নিরাশ্রয়
বিরহের তাপে অন্তরে তাই জ্বলিতেছি অহরহ। ॥ ৪৭ ॥

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া আমি আপনিই আপনারে
দিতেছি প্রবোধ একথা ভেবে যে এ বিরহ হবে শেষ,
তুমিও সেরূপ, ওগো কল্যাণী, নিজেরে শান্ত রাখ
আমার লাগিয়া ভাবিয়া নিয়ত হয়োনা কাতর আর।

কে আছে জগতে দুঃখেই যার চিরদিন কেটে যায়
অথবা কে আছে যাহার ভাগ্যে সদাই বিরাজে সুখ
চক্রের ধার উপরে নিয়ে যেমন ওঠে ও নামে
সেরূপ জীবনে দুঃখ ও সুখ আসে যায় বারবার। ॥ ৪৮ ॥

শাপান্তো মে ভুজগ-শয়না-দুত্থিতে শার্ঙ্গপাণৌ
শেষান্ মাসান্ গময় চতুরো লোচনে মীলয়িত্বা
পশ্চাদাবাং বিরহ-গণিতং তং তমাত্মাভিলাষং
নির্বেক্ষ্যাবঃ পরিণত-শরচ্-চন্দ্রিকাসু ক্ষপাসু ॥ ৪৯ ॥

ভূয়শ্চাহ ত্বমপি শয়নে কণ্ঠলগ্না পুরা মে
নিদ্রাং গত্বা কিমপি রুদতী সস্বরং বিপ্রবুদ্ধা
সান্তর্হাসং কথিতমসকৃৎ পৃচ্ছতশ্চ ত্বয়া মে
দৃষ্টঃ স্বপ্নে কিতব রময়ন্ কামপি ত্বং ময়েতি ॥ ৫০ ॥

এতস্মান্মাং কুশলিন মভি-জ্ঞান দানাদ্ বিদিত্বা
মা কৌলীনা-দসিত নয়নে মধ্যবিশ্বাসিনী ভূঃ
স্নেহানাহুঃ কিমপি বিরহে ধ্বংসিনস্তে ত্বভোগা
দিষ্টে বস্তুন্যপচিত-রসাঃ প্রেম-রাশী ভবন্তি ॥ ৫১ ॥

আর বেশী নয়, চারি মাস কাল অতীত হবার পরে
ভূজঙ্গ শয্যা ছাড়ি নারায়ণ উঠিয়া আসিবে যবে,
আমারো মুক্তি হবে সেইদিন শাপাবসানের পরে,
দেখিতে দেখিতে এই ক'টা মাস সহজেই যাবে চলে।

দীর্ঘ বিরহ অবসান হলে তোমারে যেদিন পাব
পূর্ণ করিব অন্তরে মোর যত আছে অভিলাষ,
ভাবিতেও সুখ, কত সুখ মোরা ভুঞ্জিব সেই দিন
জ্যোৎস্না-ধৌত শারদ নিশির স্বচ্ছ গগন তলে। ॥ ৪৯ ॥

বলিও তাহারে, তব প্রিয়তম বলিয়াছে এই কথা
স্মরণ আছে কি, একদিন রাতে আমার পার্শ্বে শুয়ে
সহসা কাঁদিয়া উঠেছিলে তুমি, যদিও তখন তুমি
আমার কণ্ঠলগ্না হইয়া ছিলে গাঢ় নিদ্রায়।

শুধালাম যবে, কি হয়েছে তব কেন কাঁদিতেছ তুমি?
বলিলে আমায় মুচকী হাসিয়া, লম্পট নটবর!
এতক্ষণ আমি স্বপ্নের মাঝে দেখিতেছিলাম যেন
অন্য নারীর সঙ্গে মেতেছ রঙ্গ ও তামাশায়। ॥ ৫০ ॥

হে অসিতাক্ষি! এতক্ষণ আমি বলিনু যে সব কথা
তাতেই বুঝিবে, এখনও আমি আছি তব অনুগত,
'তব প্রতি মোর অনুরাগ আর নাই আগেকার মত'
মন্দলোকের এই রটনায় হারায়োনা বিশ্বাস!

বিরহে কারুর স্নেহ ভালবাসা কভু কি কমিতে পারে?
বরং সে স্নেহ পরিণত হয় প্রেমের বন্যা স্রোতে,
ভোগের কারণে যে প্রেমরসের হইতেও পারে ক্ষয়
বিরহে কিন্তু উপচিয়া পড়ে সে রসের উচ্ছ্বাস। ॥ ৫১ ॥

আশ্বাস্যৈবং প্রথম বিরহো-দগ্র শোকাং সখীং তে
শৈলাদাশু ত্রিনয়ন-বৃষোৎখাত কূটান্নিবৃত্তঃ,
সাভিজ্ঞান প্রহিত-কুশলৈ-স্তদ্বচোভির্ মমাপি
প্রাতঃ-কুন্দ-প্রসব-শিথিলং জীবিতং ধারয়েথাঃ ॥ ৫২ ॥

কচ্চিৎ সৌম্য ব্যবসিত মিদং বন্ধু-কৃত্যং ত্বয়া মে
প্রত্যাদেশান্ ন খলু ভবতো ধীরতাং তর্কয়ামি,
নিঃশব্দোঽপি প্রদিশসি জলং যাচিতশ্চাতকেভ্যঃ
প্রত্যুক্তং হি প্রণয়িষু সতা-মীপ্সিতার্থ ক্রিয়ৈব ॥ ৫৩ ॥

এতৎ কৃত্বা প্রিয়মনুচিত-প্রার্থনা বর্ত্তিনো মে
সৌহারদ্ দাদ্ বা বিধুর ইতি বা ময্যনু ক্রোশ-বুদ্ধ্যা,
ইষ্টান্ দেশান্ জলদ বিচর প্রাবৃষা সম্ভৃত শ্রীর্
মাভূদেবং ক্ষণমপি চ তে বিদ্যুতা বিপ্রয়োগঃ ॥ ৫৪ ॥

মেঘদূতং সমাপ্তম্

ত্রিনয়নধারী মহেশের বৃষ হানিয়া শৃঙ্গাঘাত
শৈলরাজের শিলা সমূহকে উৎখাত করে সদা,
সেথা হতে তাই নামি আসি ত্বরা বিরহ-কাতরা তব
সখীর জীবন রক্ষা করিও আশ্বাস বাণী দিয়া।

মোর সংবাদ জানায়ে তাহারে ফিরিবার পথে তুমি
আমার সকাশে তাহার কুশল বার্ত্তা বহিয়া আনি,
প্রভাত কালের শিথিল বৃন্ত কুন্দ কুসুম সম
পতনোন্মুখ প্রাণটিরে মোর দাও গো সঞ্জীবিয়া। ॥ ৫২ ॥

হে ভদ্র মেঘ, এতক্ষণ তুমি শুনিলে যে কথা মম
বলিলেনা ত হে, পারিবে কিনা তা করিতে সম্পাদন!
কিন্তু তোমার কথা না পেলেও সন্দেহ নাই মোর
রাখিবে যে তুমি বন্ধুর এই অনুরোধ, এবিষয়ে।

চাতক যখন তোমার নিকটে জলের কামনা করে
নীরবেই তুমি পূরাও তাহার মনের সে অভিলাষ।
মহৎ সুজন পূর্ণ করিয়া বন্ধুর মনোরথ
কাজের দ্বারাই উত্তর দেয়, বাক্যের দ্বারা নয় ॥ ৫৩ ॥

হয়ত তোমায় করিতেছি আমি অন্যায় অনুরোধ
কিন্তু যেহেতু মোর প্রতি তব ভালবাসা আছে, তাই
অথবা আমি যে বিপন্ন কিংবা নিরাশ্রয় তাহা ভাবি
যে ভাবেই পার করিও জলদ এই উপকার মম।

এই কাজটুকু ক'রে তুমি মেঘ ধরিয়া নতুন বেশ
ইচ্ছানুযায়ী ভ্রমণ করিও তব অভিষ্ট দেশে,
প্রার্থনা করি তোমার প্রেয়সী বিদ্যুৎ হ'তে যেন
ক্ষণেকের তরে বিরহেও ব্যথা না পাও আমার সম ॥ ৫৪ ॥

মেঘদূত সমাপ্ত